চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 210 Friday, 30 June, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ২১০ সংখ্যা ✱ ১৪ আষাঢ়, ১৪৩০, শুক্রবার, ৩০ জুন, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

আড়িয়াদহ এলাকায় এক তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে রাস্তাতেই গুলি ছোঁড়ে কয়েকজন দুষ্কৃতী। সেই গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় প্রাণে বেঁচে যান ওই তৃণমূল নেতা। ...বিস্তারিত পাতা ৩

পঞ্চায়েত ভোটের আগেই সরানো হল নন্দীগ্রাম থানার আইসি সুমন রায়চৌধুরীকে। আপাতত নন্দীগ্রাম থানার দায়িত্বে থাকবেন কাশীনাথ চৌধুরী। ...বিস্তারিত পাতা ৫

দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করার কাজ করেছে কেন্দ্র। হরিয়াণায় এক সভায় জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। ...বিস্তারিত পাতা ৬

আইপিএলে ভালো পারফরম্যান্সের ফল পেয়েছেন সঞ্জু স্যামসন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে দল গড়ার সময় তাঁকে আর উপেক্ষা করতে পারেননি নির্বাচকরা। ...বিস্তারিত পাতা ৮

ইডি'র তলবের পরেই সায়নীর 'গতিবিধি' বাড়াচ্ছে গুঞ্জন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুনঃ এবার দুর্নীতি মামলায় নাম জড়িয়েছে টলিউড অভিনেত্রী তথা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী সায়নী ঘোষের। গতকালই তাঁকে নোটিস পাঠায় ইডি। সূত্রের খবর প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সায়নীকে তলব করেছে ইডি। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভানেত্রীকে শুক্রবার সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, কুন্তল ঘোষের সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্তে উঠে আসে সায়নী ঘোষের নাম। এই সম্পত্তি কেনাবেচাতেও নাম জড়িয়েছে সায়নীর। সেই প্রসঙ্গেই তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভানেত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় ইডি এমনটাই সূত্রের মাধ্যমে জানা যাচ্ছে। এদিকে এদিন সায়নী ঘোষের গল্ফগ্রিনের যে ফ্ল্যাট কেনা ঘিরে উঠেছে প্রশ্ন সেই ফ্ল্যাটে যেতে জানা যায় বেশ কিছু নতুন তথ্য। জানা যায় ফ্ল্যাটটি কেনার জন্য দু-দুবার সায়নী ঘোষের সঙ্গেই ওই এলাকায় আসেন খোদ কুন্তল ঘোষ। শুধু তাই নয় স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায় ফ্ল্যাটটির কেনার জন্য বুকিং মানি দিতেও

এসেছিলেন কুন্তল। ২০২০ সালে সায়নী ঘোষ ২০ লক্ষ টাকা দিয়ে এই ফ্ল্যাটটি বুক করেন বলেই জানা যাচ্ছে এক স্থানীয় বাসিন্দার মুখে। তাঁর দাবি, আনুমানিক এক কোটি ৩০ লক্ষ টাকা দিয়ে ফ্ল্যাটটি কেনেন অভিনেত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী সায়নী ঘোষ। যার বুকিং এর কুড়ি লক্ষ টাকা দেওয়া হয় নগদে যা অবাক করে এলাকার বাসিন্দাদের। আচমকা এত টাকা কথা থেকে পেলেন সায়নী? সেই প্রশ্নও তোলেন এলাকার মানুষ। এদিকে গতকাল ইডির তলবের পর থেকে আড়ালে থাকলেও গাড়ি বদলে বদলে বাড়ি থেকে বেরোতে দেখা যায় সায়নী ঘোষকে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, নিজস্ব এসইউভি ছেড়ে কখনও একটি স্করপিও গাড়িতে তো কখনও কালো হন্ডা চড়ে বেরোতে দেখা যায় সায়নীকে। অন্যান্য দিনের মতো পোষ্যদের নিয়েও বাইরে বেরোননি অভিনেত্রী। তাঁর এই গতিবিধি স্বভাবতই সন্দেহ বাড়িয়েছে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে।

হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা থেকে অল্পের জন্য রক্ষে পেয়েছি, সুস্থ হয়ে উঠছি। মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুনঃ সেবকে হেলিকপ্টার বিভ্রাট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার প্রথম মুখ খুললেন। এদিন দুপুরে টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'গত পরশু সেবক এয়ারবেসে হেলিকপ্টারের জরুরি অবতরণের সময়ে অল্পের জন্য রক্ষে পেয়েছি। ভগবানের আশীর্বাদে এবং মেডিকেল টিমের আন্তরিক চেষ্টায় আমি সুস্থ হয়ে উঠছি, বাড়িতে ফিজিওথেরাপি সেশন চলছে।' মুখ্যমন্ত্রী এদিন ইদুল আজহা তথা বকরি ইদ ও উল্টোরথের জন্য রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

সেই সঙ্গে যাঁরা তাঁর সুস্থতা কামনা করে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ঘটনা হল, মুখ্যমন্ত্রীর দ্রুত আরোগ্য চেয়ে অনেকে বার্তা পাঠালেও বাংলায় বিরোধী দলগুলি সেই শিষ্টাচার অনেকেই দেখাননি। বিরোধী দলনেতা প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন ঠিকই, মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করব না। উনি সুস্থ হয়ে উঠুন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছাপত্র পাঠানোর সৌজন্য দেখাননি। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমও তা করেছেন বলে জানা যায়নি। বরং দেখা গিয়েছে, বিজেপি ও বামেদের বহু সমর্থক সোশ্যাল মিডিয়ায় এ ব্যাপারে মস্করাও করছেন। মুখ্যমন্ত্রীর শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে বুধবার রাতে নবান্ন সূত্রে তথ্য জানানো হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁ হাঁটুর লিগামেন্টে ও হিপ জয়েন্টে চোট পেয়েছেন। চিকিৎসকরা তাঁকে বিশেষ চলাফেরা করতে বারণ করেছেন। বৃহস্পতিবার চিকিৎসকদের একটি টিম ফের মুখ্যমন্ত্রীকে পরীক্ষা করে দেখেন। তাঁর বাসভবনে ফিজিওথেরাপি সেশনও হয়। ফিজিওথেরাপি আপাতত চলবে। কমিশন সূত্র মারফত খবর, রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহাও খোঁজ নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর দ্রুত সুস্থতা প্রার্থনা করে মেসেজ করেছেন তিনি।

'আমি গ্রাউন্ড জিরো রাজ্যপাল হতে চাই', বললেন আনন্দ, পাল্টা আক্রমণে কুণাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুনঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যে কিছু বিক্ষিপ্ত অশান্তির ঘটনা ঘটছে। রক্ত ঝরেছে, মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। সেই নিয়ে বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসার ঘটনা নিয়ে কড়া বিবৃতিও দিয়েছে রাজভবন। এমনকী হিংসার ঘটনা যেখানে ঘটেছে, সেই জায়গায় পৌঁছে গেছেন রাজ্যপাল। যা নিয়ে কটাক্ষও করেছে তৃণমূল। বৃহস্পতিবার আনন্দ বোস

নিজেকে 'গ্রাউন্ড জিরো' রাজ্যপাল বলেন। অর্থাৎ শুধু রাজভবন নয়, রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান পৌঁছে যাবেন ঘটনাস্থলে। তাঁর এই নতুন ভূমিকা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসা নিয়ে কড়া মন্তব্য করলেন আনন্দ বোস। গোটা রাজ্যের সঙ্গে পাহাড়েও এ বার অনুষ্ঠিত হচ্ছে পঞ্চায়েত ভোট। বাংলার অন্যত্র ত্রিস্তর ভোট হলেও পাহাড়ে রয়েছে দ্বিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। এদিন শিলিগুড়িতে বিজেপি সহ বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যপাল। সেখানে রাজ্যপালের কাছে তাঁরা ভোটের আগে ও পরে পাহাড়ে পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি জানান। বৈঠক শেষে রাজ্যপাল বলেন, ''শান্তির বাতাবরণে নির্বাচন করতে হবে। খুন, ভয়ের ও হুমকির রাজনীতি দূর করতে হবে। এটা ভারতের সংবিধান ও গণতন্ত্রের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। যা ঘটছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। হাইকোর্টের নির্দেশেই তা স্পষ্ট।'' তিনি আরও বলেন, ''হাইকোর্ট যা নির্দেশ দিয়েছে সেটা পালন করতে হবে। প্রত্যেক নাগরিক যেন নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন তা দেখা আমার দায়িত্ব। যেখানেই হিংসার ঘটনা ঘটবে, আমি সেখানেই যাব। আমি গ্রাউন্ড জিরো রাজ্যপাল হতে চাই।'' রাজ্যপালের মন্তব্যের পরই পাল্টা আনন্দকে আক্রমণ করেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, ''বিজেপির দলদাসে পরিণত হয়েছেন রাজ্যপাল। রাজ্যপাল সম্পূর্ণভাবে রাজধর্ম পালন থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। নির্বাচনের মুখে কীভাবে বিরোধীদের হাত শক্ত করা যায় সেটাই দেখছেন তিনি।'' কুণাল রাজ্যপালের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে বলেন, যেখানে তৃণমূল কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন সেখানে রাজ্যপাল যাচ্ছেন না।

সিমলা নয়, বিরোধীদের পরবর্তী বৈঠক দক্ষিণের এই শহরে, পিছিয়ে গেল তারিখও

পুনে, ২৯ জুনঃ সিমলা নয়, বিরোধীদের পরবর্তী বৈঠকটি হবে বেঙ্গালুরুতে। বৃহস্পতিবার (২৯ জুন), পুনের বারামতীতে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়ে দিলেন এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার। তিনি আরও জানিয়েছেন, বৈঠকটি হবে ১৩ অথবা ১৪ জুলাই। দ্বিতীয় বৈঠকটির সভাপতিত্ব করবেন কংগ্রেস প্রধান মল্লিকার্জুন খাড়্গে। এই বৈঠকে বিরোধীদের একটি সাধারণ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হতে পারে। এর আগে, পটনায় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বাসভবনে প্রথম বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন ১৭টি দলের

নেতারা। সেই বৈঠকের পর বিরোধী নেতারা জানিয়েছিলেন, পরবর্তী বৈঠকটি হবে হিমাচল প্রদেশের সিমলায়, ১০ থেকে ১২ জুলাইয়ের মধ্যে কোনও একটি তারিখে। প্রসঙ্গত, হিমাচল প্রদেশ এবং কর্নাটক- দুই রাজ্যেই এখন ক্ষমতায় রয়েছে কংগ্রেস। পটনার বৈঠকে, কংগ্রেস-সহ মোট ১৭টি বিরোধী দলের ৩২ জনেরও বেশি নেতা। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে, সব মতভেদকে দূরে রেখে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। শরদ পওয়ার এদিন জানিয়েছেন, পটনার বৈঠকে বিরোধীদের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে হবেন, এই বিষয়ে কোনও আলোচনাই হয়নি। বরং, আলোচনা হয়েছে, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, সাম্প্রদায়িক হিংসার মতো বিষয় নিয়ে। শরদ পওয়ার বলেন, ''ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু কিছু জায়গায় সাম্প্রদায়িক হিংসাকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে তো। ক্ষমতাসীন দল, অর্থাৎ, বিজেপি কীভাবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা বাড়াতে চাইছে, এই বিষয়ে কথা হয়েছে।'' পটনায় বিরোধীদের বৈঠকের কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বিজেপি। এই সম্ভাব্য জোটকে এটিকে 'বহুমুখী স্বার্থপর জোট' বলেছে গেরুয়া শিবির। খোদ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তদন্তের হাত থেকে বাঁচতে একজোট হয়েছেন দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারা। এই প্রেক্ষিতের বিজেপির সমালোচনা করে শরদ পওয়ার বলেছেন, ''বিজেপি যদি নিজেদের স্বার্থে তাদের বন্ধু দলগুলির সঙ্গে বৈঠক করতে পারে, তাহলে বিরোধীরা কেন তা করতে পারবে না?'' বিজেপির 'রাজনৈতিক পরিণতিবোধের অভাব' রয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন এনসিপি প্রধান। তিনি আরও দাবি করেছেন, পটনার বৈঠকের পরই নাকি অস্থির হয়ে উঠেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তা তাঁর কথাবার্তায় ধরা পড়ছে।

হিংসা থামাতে যেতেই সেনার উপর অতর্কিত হামলা, মণিপুরের কাংপোকপিতে মোতায়েন বিশাল বাহিনী

ইম্ফল, ২৯ জুনঃ বৃহস্পতিবার ঘরছাড়াদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হিংসাধ্বস্ত মণিপুরে এসেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। একই দিনে, ফের নিরাপত্তা বাহিনীর উপর হামলা চালাল সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা। সেনার একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, ঘটনাটি ঘটেছে কাংপোকপি জেলায়। এদিন ভোরে হারাওথেল নামে জেলার এক এক গ্রামে গুলি চলছে খবর পেয়ে, ওই গ্রামের উদ্দেশে যাচ্ছিল বাহিনী। পথে, সেনা কনভয়ের উপর হামলা চালায় সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা। সেনার ওই মুখপাত্র দাবি করেছেন, নিয়ন্ত্রিতভাবে সেই হামলার জবাব দেয় সেনা। সেনার গুলিতে সশস্ত্র হামলাকারীদের মধ্যে কয়েকজন হতাহত হয়েছে বলে মনে করছ সেনা। তবে এই বিষয়ে কোনও নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। রাজ্যে শান্তি আনতে মণিপুরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর স্পিয়ার কর্পসকে মোতায়েন করা হয়েছে। স্পিয়ার কর্পসের পক্ষ থেকে এদিন টুইট করা হয়েছে, সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা এদিন ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বিনা

প্ররোচনায় গুলি চালাচ্ছে বলে খবর পেয়ে হারাওথেল গ্রামে যাচ্ছিল সৈন্যরা। ঘটনাস্থলে যাওয়ার সময়, আমাদের বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা। ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে প্রতিক্রিয়া জানানো হয়। দ্রুত পদক্ষেপের ফলে অবিলম্বে গোলাগুলি চালানো বন্ধ হয়ে যায়। এলাকায় অতিরিক্ত বাহিনী পাঠানো হয়েছে। সেনার এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, হারাওথেল গ্রামে প্রচুর মানুষ জড়ো হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছিল। পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে সেনা। গত ৩ মে চুরাচন্দপুর শহর থেকে গোটা রাজ্যে হিংসা ছড়িয়ে পড়েছিল। এখনও পর্যন্ত কমপক্ষে ১৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং প্রায় ৫০,০০০ মানুষ ঘরছাড়া। বহু মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সহ দুই বিজেপি নেতার বাড়িও আছে। এর পাশাপাশি চলছে অস্ত্র লুঠ। রাজ্য পুলিশের অনুমান অনুযায়ী, গত এক মাসে অন্তত ৩,৫০০ অস্ত্র লুঠ করেছে উন্মত্ত জনতা। নিরাপত্তা বাহিনীকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখতে আন্দোলনের সামনে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে মহিলাদের। সোমবার সেনার পক্ষ থেকে একটি ভিডিও প্রকাশ করে বলা হয়েছে, মণিপুরে মহিলারা রাস্তা অবরোধ করছে এবং নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে হস্তক্ষেপ করছে। সেনা দাবি করে, জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করার চেষ্টা করছে তারা। এই ধরনের অযৌক্তিক হস্তক্ষেপের ফলে নিরাপত্তা বাহিনীর সময়মতো কাজ করতে পারছে না বলেও জানানো হয়। শান্তি ফেরাতে ভারতীয় সেনার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার জন্য সেনার পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়েছে জনগণের কাছে।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে ৫ ঘণ্টা বৈঠক!

নয়াদিল্লি, ২৯ জুনঃ আমেরিকা-মিশর, দু'দেশের সফর সেরে ক'দিন আগে দেশের মাটিতে পা রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তারপরে এই প্রথম বুধবার নয়াদিল্লিতে নিজের বাসভবনে বিজেপির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন তিনি। সূত্রের খবর, সেই বৈঠকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন মোদি-শাহ-নাড্ডা। পাশাপাশি, এদিন অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করা প্রসঙ্গেও প্রবল জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শাহ-নাড্ডা ছাড়াও এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সাংগঠনিক) বি এল সন্তোষ-সহ বিজেপি-র অন্য নেতৃত্ব। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত এক ব্যক্তি জানান, পাঁচ ঘণ্টার বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সম্ভাব্য রদবদল নিয়ে কথা বলেছেন নেতারা। ব্যাপক রদবদল হতে চলেছে বিজেপির সাংগঠনিক স্তরেও। এছাড়াও, চলতি বছরের শেষের দিকে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, তেলঙ্গানা, মিজোরাম এবং ছত্তীসগঢ় এই পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। সেই নির্বাচনে বিজেপির রণকৌশল কী হতে চলেছে, তা নিয়েও কথা হয় বৈঠকে। যে সমস্ত রাজ্যে নির্বাচন, তারমধ্যে একমাত্র মধ্যপ্রদেশেই ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি। কর্ণাটকে হারের পরে এই পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে ভাল ফল বিজেপির কাছে অবশ্যই মুখরক্ষার লড়াই। তাছাড়া, লোকসভা ভোটের আগে দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করতেও মরিয়া মোদি সরকার। সংসদের আসন্ন বাদল অধিবেশনেও এ নিয়ে বিল পেশ হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

ভোটের দিনেও অশান্তির আশঙ্কা?

কমিশনের কড়া নজরে ভাঙড়-ক্যানিং, বাহিনী নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুনঃ রাজ্য নির্বাচনের হাতে বর্তমানে রয়েছে ৩৩৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। গত বুধবারই জেলায় জেলায় প্রয়োজন অনুযায়ী তা মোতায়েনও করা হয়েছে। কমিশনের তরফে জেলা প্রশাসনের কাছে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে এই বাহিনী প্রয়োজন ও পরিস্থিতি বুঝে ঠিকমতো ব্যবহার করা হয়। সূত্রের খবর, বাহিনী মোতায়েন এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনে অশান্তি নিয়ন্ত্রণে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙড় ও ক্যানিংয়ে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পর্ব ঘিরে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়েছিল এই ভাঙড়। বোমা, গুলির সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছিলেন জ্বলজ্যান্ত তিনজন। এমনকি, নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে অশান্তির নিষ্পত্তি চেয়ে নবান্নেও চলে গিয়েছিলেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। পরে অশান্তির আশঙ্কায় নিজের জন্যেও নিরাপত্তা দাবি করেন তিনি। অন্যদিকে, ক্যানিংয়ে তৃণমূল এবং যুব তৃণমূলের সংঘর্ষেও তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় মনোনয়ন পর্বে। সব মিলিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণার এই দুই জায়গায় যাতে ভোটের দিনে কোনও রকম উত্তেজনা না ছড়ায়, তা নিশ্চিত করতে আগে ভাগেই তৈরি থাকতে চাইছে কমিশন। সূত্রের খবর, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এখনও পর্যন্ত বরাদ্দ ১৯ মোতায়েন করা হচ্ছে। ফ্লাইং ওয়ার্ডের মাধ্যমেও কেন্দ্রীয় বাহিনী যাতায়াত করবে। ইতিমধ্যেই এই বিষয় নিয়ে এক প্রস্থ বৈঠক হয়েছে বলেও কমিশন সূত্রে খবর। মনোনয়ন পর্ব থেকে শিক্ষা নিয়েই ভাঙড় নিয়ে বাড়তি সতর্ক রাজ্য

কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যে ১০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী বারুইপুর পুলিশ জেলার জন্যই মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই বারুইপুর পুলিশ জেলার মধ্যে ভাঙড়ের জন্যই ৭ থেকে ৮ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে। জানা গিয়েছে, ভাঙড়ের বেশিরভাগ বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী নির্বাচন কমিশন। ভাঙড়ের প্রত্যেকটি বুথেই নির্বাচন হবে। যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে একটি বা দুটি বুথ থাকবে সেখানে চারজন বা ৮ জন করে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা হবে। ভাঙড়ের বেশিরভাগ বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে চায় কমিশন বলেই সূত্রের খবর।

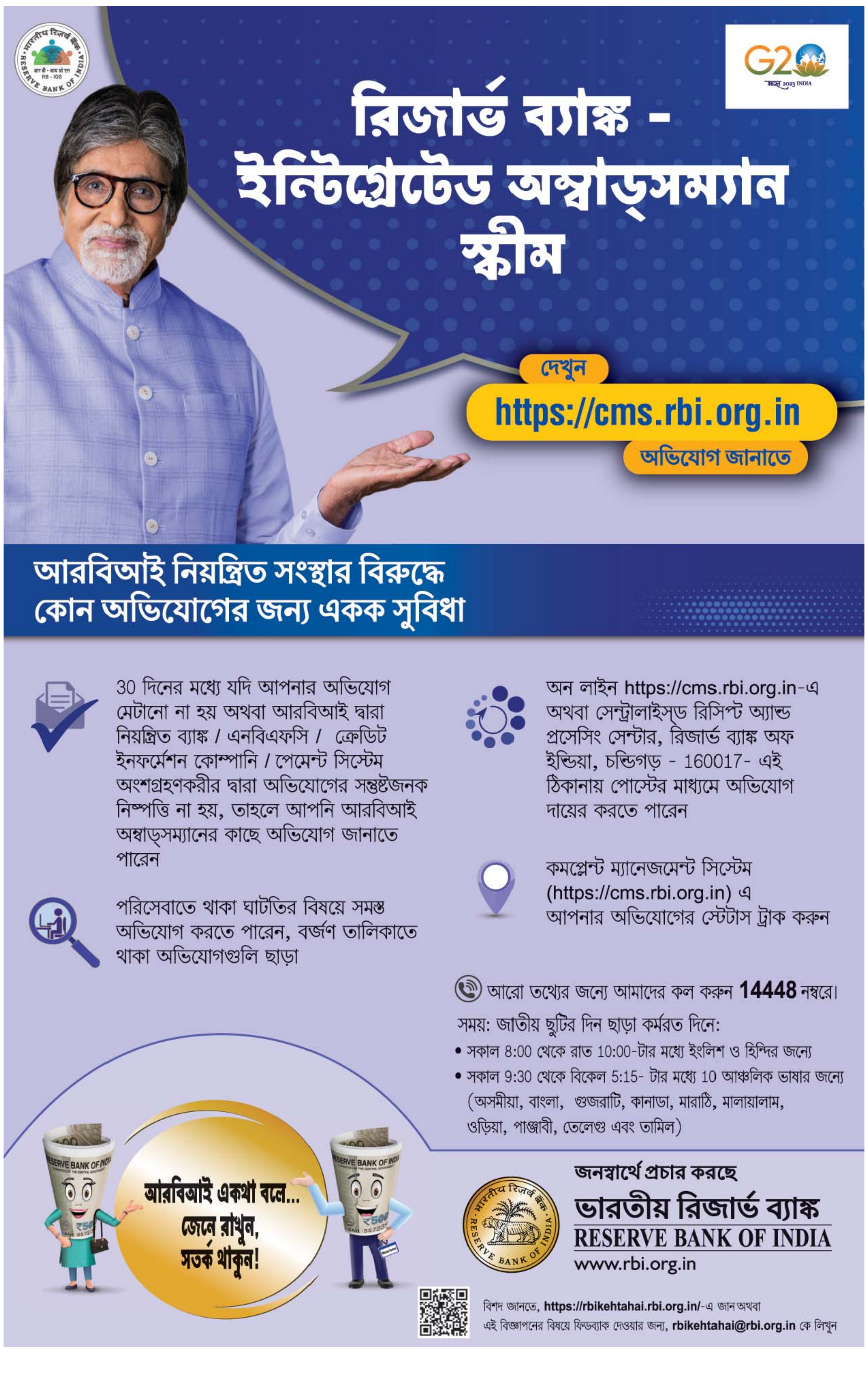

ত্রিপুরায় ইসকন-এর উল্টো রথে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে সাতজনের মর্মান্তিক মৃত্যু, আয়োজকদের বিরুদ্ধে মামলা

আগরতলা, ২৯ জুন ঃইসকনের উদ্যোগে ত্রিরপুরার উনকোটি জেলার কুমারঘাটে আয়োজিত উল্টো রথে মর্মান্তিক ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার কুমারঘাট থানায় আয়োজকদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। পুলিশ মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। গতকাল বুধবার উল্টো রথে বাবা ও ছেলে সহ ৭ জনের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।কুমারঘাট থানার ওসি শংকর সাহা জানিয়েছেন, গতবুধবার উল্টো রথে ইয়ং স্টার ক্লাব সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা রূপক দাস ও তাঁর ছেলে রোহন দাসের মৃত্যু হয়েছে। ওই ঘটনায় প্রয়াত রূপক দাসের ভাই কাঞ্চনপুর নিবাসী পঞ্চম দাস আজ কুমারঘাট থানায় রথযাত্রার আয়োজকদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। মামলা নম্বর ৪৬২০২৩। পুলিশ ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারায় মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে।সাথে তিনি যোগ করেন, ময়না তদন্তের পর মৃতদেহগুলি পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই তাঁদের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। এদিকে, কুমারঘাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গতকালের ওই লোমহর্ষক ঘটনার জন্য কার্যত রথযাত্রার আয়োজকদের দায়ী করেছেন।এদিন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কমল দেববর্মা বলেন, গতবুধবার ইসকন উল্টো রথের নির্দিষ্ট যাত্রাপথের বদলে অন্য রাস্তা দিয়ে শোভাযাত্রা নিয়ে গেছে। তাঁর দাবি, কুমারঘাট মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় জগন্নাথের মাসির বাড়ি থেকে নিদেবী চৌমুহনি ইসকন মন্দিরে উল্টো রথের অনুমতি দিয়েছিল পুলিশ।

সবার সুখ শান্তির জন্য দোয়া চাইলাম, নমাজ শেষে বললেন ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা, ২৯ জুন ঃ সবার সুখ শান্তির জন্য দোয়া চাইলাম। বৃহস্পতিবার ঈদের নামাজ শেষে এমনটাই মন্তব্য করলেন ফিরহাদ হাকিম।ইদ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার মসজিদে নমাজ পড়েন ফিরহাদ। বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, সবার সুখ শান্তির জন্য দোয়া চাইলাম। ভোট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রার্থনা করলাম, যাতে শান্তিতে ভোট হয়। মানুষ যাঁকে মনে করবে, তাঁকেই ভোট দিয়ে দায়িত্বে আনবে। এর মধ্যে হানাহানি বা রেষারেষির কোনও জায়গা নেই। আমাকে যোগ্য মনে করলে, আমাকে দায়িত্ব দেবে। আপনাকে যোগ্য মনে করলে, আপনাকে দায়িত্ব দেবে। রাজনীতিতে আমি আমার কথা বলব, আপনি আপনার কথা বলবেন। মানুষ বুঝে নেবে কাকে সমর্থন করবে।ফিরহাদের আর্জি, বাংলার মানুষ যেন ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পান। তিনি বলেন, ২০১১ ও ২০১৬ তে কেন্দ্রীয় বাহিনী মুড়ে ভোট হলেও যেভাবে মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে মানুষ ছিল, এবারেও তাই থাকবে। তৃণমূল মানুষের ওপর ভরসা করে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।প্রসঙ্গত, মনোনয়ন পর্ব থেকেই বাংলায় তৈরি হয়েছে অশান্তির আবহ। মারামারি, গুলি চালনা, রক্তপাতের ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আদালতও। এই পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ ভোটের জন্য প্রার্থনা করলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তাঁর মতে, মানুষ যাঁকে যোগ্য বলে মনে করবে, তাঁকেই সমর্থন করবে। এর জন্য হানাহানি বা রেষারেষির কোনও প্রয়োজন নেই বলেই মনে করেন তিনি। তৃণমূলের জয়ের জন্য সংগঠনের ওপরেই আস্থা রাখছেন তিনি।

মিজোরামে ১.৩৩ কোটি টাকার বেশি মূল্যের হেরোইন উদ্ধার,

আইজল, ২৯ জুন ঃ মিজোরামে ১.৩৩ কোটি টাকার বেশি মূল্যের হেরোইন উদ্ধার করেছে আসাম রাইফেলস এবং এগসাইজ ও অ্যান্টি -নারকোটিক স্কোয়াডের টিম। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে দুই মায়ানমারের নাগরিককে।গত মঙ্গলবার আসাম রাইফেলস সূত্রে জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সোমবার সন্ধ্যায় আইজল শহর সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়েছিল আসাম রাইফেলস এবং এগসাইজ ও অ্যান্টি -নারকোটিক স্কোয়াডের যৌথ দল। অভিযানে দুই মাদক পাচারকারীকে আটক করে তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয় ১৫টি সাবান কেসে ১৯১ গ্রাম হেরোইন। উদ্ধারকৃত হেরোইনগুলির আনুমানিক মূল্য

দেশজুড়ে পালিত ঈদ-উল-আজহা, মসজিদে-মসজিদে ঈদের প্রার্থনা ধর্মপ্রাণ মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন ঃ দিল্লি থেকে গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ থেকে পঞ্জাব, জম্মু-কাশ্মীর থেকে কেরল-গোটা দেশেই নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়েছে ঈদ-উল-আজহা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মসজিদে-মসজিদে ঈদের প্রার্থনা করেছেন ধর্মপ্রাণ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন। দিল্লির জামা মসজিদ, ফতেহপুরী মসজিদে এদিন নামাজ পাঠ করেন ধর্মপ্রাণ মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা। কলকাতায় ও ঈদের নামাজ পাঠ করেছেন মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা।ধর্মীয় রীতি মেনে ও নিষ্ঠার সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগর, গুজরাটের সুরাট, পঞ্জাবের অমৃতসরের খাইরুদ্দিন মসজিদ-সর্বত্রই নামাজ পাঠ করেন মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা। মধ্যপ্রদেশের ভোপালে একসঙ্গে বিপুল সংখ্যক মানুষ ঈদের নামাজ পাঠ করেছেন। ঈদ উপলক্ষ্যে এদিন দিল্লির জামা মসজিদ চত্বরে নিরাপত্তা অনেকটাই বাড়ানো হয়েছিল।সমস্ত দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিজেপি নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নাকভি। দিল্লির কাশ্মীরি গেটের পাঞ্জা শরীফ দরগায় নামাজ পাঠ করেন নকভি। বিহারের সুপৌলে ঈদের নামাজ পাঠ করেন বিজেপি নেতা শাহনওয়াজ হুসেন। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া ঈদ উপলক্ষ্যে চামরাজপেটের ঈদগাহ মাঠে নামাজ প্রার্থনায় অংশ নেন। তিনি বলেন, আমরা এখানে শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য প্রার্থনা করতে এসেছি। কিছু শক্তি আছে যারা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও শত্রুতা সৃষ্টি করতে চায়। আমাদের তাঁদের গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই, আমাদের শান্তির জন্য কাজ করতে হবে।

বিরোধীদের প্রথমে বৈঠকে ভয় পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদীঃস্ট্যালিন, ইউসিসি নিয়েও বিঁধলেন

চেন্নাই, ২৯ জুন ঃ বিরোধীদের প্রথমে বৈঠক দেখে ভয় পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এমনই দাবি করলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। একইসঙ্গে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) নিয়েও কেন্দ্রকে বিঁধলেন স্ট্যালিন। বৃহস্পতিবার স্ট্যালিন বলেছেন, পাটনায় বিরোধী দলগুলির প্রথম বৈঠকের পরে প্রধানমন্ত্রী মোদী ভয় পেয়েছেন, তাই তিনি পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতির কথা বলেছেন। কালাইগনার (প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এম করুণানিধি) আমাকে শুধু তাঁর ছেলে হিসেবে দেখেননি, তাঁর কাছে সব ক্যাডারই তাঁর সন্তান।অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) প্রসঙ্গে মুখ খুলে স্ট্যালিন বলেছেন, তিনি (প্রধানমন্ত্রী মোদি) বলেছেন ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) কার্যকর করা হবে এবং বলেছেন আমাদের দেশে দু'টি আইন থাকা উচিত নয়। তিনি ধর্মীয় সংঘাত বাড়াতে এবং জেতার জন্য (নির্বাচনে) জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। আমি নিশ্চিত, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জনগণ বিজেপিকে উচিত শিক্ষা দেবে।

হালকা থেকে ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দিল্লি-এনসিআর, নানা স্থানে জল জমে ভোগান্তি

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন ঃ হালকা থেকে ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে পাল রাজধানী দিল্লি ও সন্নিহিত অঞ্চল। বৃহস্পতিবার ভোর থেকে ঝেঁপে বৃষ্টি নামে দিল্লি ও এনসিআর অঞ্চলে। বৃষ্টির সুবাদে তাপমাত্রাও নেমেছে রাজধানীতে। বৃহস্পতিবার দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃষ্টির জেরে রাজধানী দিল্লির নানা অংশ জলও জমে গিয়েছে। ফলে মন্থর গতিতে চলাচল করে যানবাহন।ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, দিল্লির আবহাওয়া আপাতত এমনই থাকবে। হালকা থেকে মাঝারি, কখনও আবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়াও। দিল্লির পাশাপাশি বৃহস্পতিবার বৃষ্টি হয়েছে উত্তর প্রদেশেও। উত্তর প্রদেশের নয়ডায় বৃষ্টির জেরে রাস্তায় জল জমে যায়। ভোগান্তির শিকার হন কর্মস্থলে বেরোনো মানুষজন।

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ কমে ৪৭ সক্রিয় রোগী সংখ্যাও নিম্নমুখী, ফের মৃত্যু হয়নি কারও

নয়াদিল্লি, ২৯ জুনঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ আপাতত নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৪৭ জন। বুধবার সারাদিনে ভারতে করোনায় কারও মৃত্যু হয়নি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৫৪৯-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯০৫।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬০,৬৯০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৪৩৬ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৩৮,১৬৫ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৮ জুন সারা দিনে ভারতে ৫৮,০৮৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে মুখ খেললেন ফারুক, বললেন কেন্দ্রের ভাবা উচিত এই দেশ বৈচিত্র্যময়

শ্রীনগর, ২৯ জুন ঃ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি অর্থা ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে মুখ খুললেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর প্রধান ফারুক আব্দুল্লাহ। তিনি বলেছেন, কেন্দ্রের ভাবা উচিত এই দেশ বৈচিত্র্যময়। বৃহস্পতিবার জম্মু ও কাশ্মীর তথা সমস্ত দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ফারুক আব্দুল্লাহ।এরপরই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, তাঁদের (কেন্দ্রীয় সরকারের) ভাবা উচিত যে, এই দেশ বৈচিত্র্যময়, এখানে সব ধর্মের মানুষ বসবাস করেন এবং মুসলমানদের নিজস্ব শরিয়ত আইন আছে। তাঁদের চিন্তা করা উচিত যে কোনও সম্ভাব্য ঝড় আসতে পারে যদি তাঁরা তা করে (ইউনিফর্ম সিভিল কোড বাস্তবায়ন)।

রাজনৈতিক আবহাওয়ায় গাছ বাঁচাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সচেতনতার ক্লাস

অভিজি হাজরা, আমতা, হাওড়াঃ ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে সমস্ত রাজনৈতিক দল গুলির প্রচার তুঙ্গে।বন দফতরের নির্দেশকে কার্যত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক দলের কর্মীরা তাদের দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে গাছে গাছে পেরেক সেঁটে নির্বাচনী ফ্লেক্স টাঙিয়েছে। এছাড়াও বসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পূজা কমিটি তাদের পূজা অনুষ্ঠান,অন্যান্য অনুষ্ঠানের তাদের প্রচার,ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান,নাসিং হোম,প্যাথলজি সেন্টার,পলিক্লিনিক সেন্টার, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল তাদের প্রচারে গাছে গাছে পরেক সেঁটে ফ্লেক্স,হোডিং টাঙিয়ে রেখেছে। দেখা যাচ্ছে পেরেক সাঁটা গাছ গুলো আস্তে আস্তে মরে যাচ্ছে।এই পরিস্থিতিতে গাছ বাঁচানোর বার্তা নিয়ে চেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল আমতার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।গাছ পরিবেশ ভারসাম্য হারাচ্ছে। নগরোন্নয়নের জন্য গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে।কিছু অসাধু ব্যবসায়ী চোর পথে গাছ কেটে ফেলছে। মানুষের অমানবিক অত্যাচারে গাছ মরে যাচ্ছে।এর ফলে পরিবেশে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাচ্ছে। এই কারণে মানুষ নানান দুরারোগ্য ব্যাধির শিকার হচ্ছে।ছোট বেলা থেকেই গাছের প্রযোজন, গাছের গুরুত্ব,গাছ কে ভালোবাসা,গাছ রোপণ ও গাছ কে বাঁচানোর জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কচি কাঁচা পড়ুয়াদের সচেতনতার ক্লাসের ব্যবস্থা করল।গ্রামীণ হাওড়া জেলার আমতা ১ নং ব্লকের অন্তর্গত সোনামুই সাবালয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত অরুণ কুমার পাত্র বিদ্যালয়ের কচি কাঁচা পড়ুয়াদের জন্য এই অভিনব ক্লাসের আয়োজন করে ছিল। এই প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক অরুণ কুমার পাত্র বলেন, গাছ আমাদের জীবন,পরিবেশে গাছের প্রযোজন ও গুরুত্ব বোঝাতে বিদ্যালয়ের কচি কাঁচা পড়ুয়াদের আলাদা করে ক্লাস নেওয়ার আয়োজন করেছি। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে গাছের প্রতিটি অংশ দেখিয়ে পড়ুয়াদের বোঝানো হচ্ছে।কচি কাঁচা পড়য়ারা অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে গাছের বিভিন্ন অংশ গুলির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে।আর উৎসাহ ও বাড়ছে পড়ুয়াদের মধ্যে।প্রধান শিক্ষক অরুণ কুমার পাত্র বিদ্যালয়ের কচি কাঁচা পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমরা জানি গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়,ভূমিক্ষয় রোধ করে, পাখিদের থাকার জায়গা দেয়,প্রচন্ড গরমের হাত থেকে বাঁচতে পথচারীরা রাস্তার পাশে থাকা গাছের তলায় বিশ্রাম নেয়। গাছ থেকে বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরি হয়,যা আমাদের কাজে লাগে।তাই আমরা আজ সকলেমিলে শপথ নেব,অযথা গাছ কেটে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করবো না।আমরা বাড়ির আশেপাশে,রাস্তার পাশে গাছ বসিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করবো।আমরা নিজেরা গাছ কাটবো না , অন্যদের ও গাছ কাটতে দেব না। গাছের গায়ে পেরেক সেঁটে প্রচারে বাধা দেব।গাছ বাঁচানোর বার্তা আমরা দিকে দিকে ছড়িয়ে দেব।শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত ' সোনামুই সাবালয় বিদ্যালয় ' এর প্রধান শিক্ষক অরুণ কুমার পাত্র বলেন, আজকের পাঠ গ্রহণ করে এই বিদ্যালয়ের কচি কাঁচা পড়ুয়ারা বুঝতে পারল এই সকল উপকারের জন্য গাছ আমাদের প্রাণ।তাই গাছকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের মহান কর্তব্য ' ।সোনামুই সাবালয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের এহেন ক্লাসের ব্যবস্থা করার জন্য বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের অভিভাবক - অভিভাবিকা সহ গ্রামবাসীরা প্রধান শিক্ষকের প্রশংসা করছেন।

দলবদলুদের ঢালাও ভাবে প্রার্থী করা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিস্ফোরক হয়ে উঠলেন রাজ্য যুব কংগ্রেস সহ-সভাপতি আসিফ ইকবাল

রাজেন্দ্র নাথ দত্তঃ মুর্শিদাবাদঃ মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কার বাসিন্দা আসিফ বিদায়ী জেলা পরিষদে মুর্শিদাবাদের একমাত্র কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলায় কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়ে ফের বাইরন মডেল মাথাচাড়া দেবে। দলবদলুদের যে রকম ঢালাও ভাবে প্রার্থী করা হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিস্ফোরক হয়ে উঠলেন রাজ্য যুব কংগ্রেস সহ-সভাপতি আসিফ ইকবাল।সকলেই শাসক দলে ভি।লেও তিনি কংগ্রেস ছা।নেনি। এমনকি তার কাকা মইনুল হকের অনুরোধও অগ্রাহ্য করে রয়ে গেছেন কংগ্রেসেই। গত বছর রাজ্য যুব কংগ্রেসের নির্বাচনে তিনি জয়লাভ করে সংগঠনের সহ-সভাপতি হয়েছেন। মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের একমাত্র সেই সদস্যকেই এ বারে মনোনয়ন দেয়নি কংগ্রেস। অবশেষে জেলায় কংগ্রেসের পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুললেন তিনি। তাই নয়, সরাসরি তার বিস্ফোরক দাবি, দলের কোনও কথা বাইরে বলা ঠিক নয়। আমি তা কখনও বলিওনি। কিন্তু গত ৫ বছর জেলা পরিষদের একমাত্র সদস্য হওয়া সত্ত্বেও জেলার নেতারা যে ভাবে আমাকে উপেক্ষা করেছেন, অসম্মান করেছেন তাতে আর মুখ না খুলে থাকতে পারলাম না। এ ছাড়া কোনও পথ নেই। এ জেলার বা রাজ্যের যিনি সর্বোচ্চ নেতৃত্ব তাঁকেও আমি বলেছি সব কথা। কিন্তু কোনও সুরাহা পাইনি। দলে এ রকম বহু ভাল রাজনৈতিক যুবককে এ ভাবেই উপেক্ষা করা হয়েছে। তাঁদের রাজনৈতিক কেরিয়ার শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। যেহেতু আমি মনোনয়ন পাইনি তাই আমাকে ঘিরে জল্পনা যে আমি দল ছাড়ছি। কিন্তু তা ছাড়ছি না। যেহেতু আমি এখন রাজ্য যুব কংগ্রেসের নির্বাচিত সহ-সভাপতি, তাই আমাকে সেখান থেকে সরাবার ক্ষমতা জেলার নেতাদের নেই। তাই কংগ্রেসে আছি, কংগ্রেসেই থাকব। আমি মনোনয়ন পাব ভেবে মনোনয়ন দাখিল করেছিলাম। মনোনয়ন প্রত্যাহারের সময় দেখি বহু পুরনো দিনের প্রকৃত কংগ্রেস কর্মী তাঁরাও প্রতীক পাননি। রাতারাতি যাঁরা তৃণমূল থেকে দলে এসেছেন তাঁদের প্রতীক দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন,ফরাক্কায় জেলা পরিষদে এমন প্রার্থীকে টিকিট দিয়েছে দল যিনি প্রাক্তন বিধায়ক মইনুল হক তৃণমূলে যাওয়ার দিনই সেই দলের ঝান্ডা ধরে দল ছেড়েছিলেন। দু'দিন আগে তিনি ফের কংগ্রেসে যোগ দেন। দল তাকে প্রার্থী করেছে। আর এক জনকে জেলা পরিষদে টিকিট দিয়েছে কংগ্রেস, সে কবে তৃণমূল ছা।ল কেউ জানে না। আর একটি আসনে কংগ্রেসের যুব সভাপতিকে টিকিট না দিয়ে এমন এক জনকে জেলা পরিষদে কংগ্রেসের প্রার্থী করা হয়েছে যে চার দিন আগে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে। যাঁর বাড়িতে তৃণমূলের সদস্যও রয়েছে। এটা ফরাক্কার চিত্র।আসিফের প্রশ্ন,ভোটে যারা জিতবে তারা কি দলে থাকবে? সাগরদিঘিতে যাকে বিধানসভায় টিকিট দেওয়া হল তিনি কোনওদিন কংগ্রেস করেননি। কোনওদিন কংগ্রেসের সঙ্গে মিছিলে হাঁটেননি, কংগ্রেসকে জানেনও না। সে কংগ্রেসে থাকবে না এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু যিনি তাকে দলের টিকিট দিলেন স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের আপত্তি উপেক্ষা করে তিনি কি জানতেন না তাঁকে? কিসের ভিত্তিতে তাকে টিকিট দেওয়া হয়? সেই একই ঘটনা ঘটতে চলেছে পঞ্চায়েতেও। জেতাবে কংগ্রেস, পরে তারা চলে যাবে তৃণমূলে। কংগ্রেসের মধ্যে থেকে যে সব দালালরা এসব করছেন তাঁদের বিরুদ্ধে ল।াই জরুরি। ফেসবুকে সমর্থন নয়, কংগ্রেসকে বাঁচাতে হলে যারা মনোনয়ন দেওয়া নিয়ে দালালি করেছে তাদের সরাতে হবে পশ্চিমবাংলা থেকে। কংগ্রেসের সমর্থন আছে, কিন্তু কংগ্রেসকে এ জেলায় এবং এ রাজ্যে শক্তিশালী করা যাচ্ছে না এদের জন্য। দলের মধ্যে এই আবর্জনাদের সরাতে হবে, না হলে কংগ্রেস মাথা তুলে দাঁ।াতে পারবে না। রাজ্যে সব দল ৪০ হাজারের বেশি প্রার্থী হয়েছে, সেখানে কংগ্রেসের প্রার্থী মাত্র ১৪ হাজার। এক জনের হিটলারি মনোভাবে দলের এই অবস্থা।মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত দাস বলেন,কংগ্রেসে কে টিকিট পাবে, কে পাবে না এটা দলীয় ব্যাপার। যারা প্রকৃত কর্মী তারা কেউ প্রার্থী হওয়ার জন্য কংগ্রেস করে না। শুধু বাইরন কেন, আবু তাহের খান , শাওনি সিংহ রায়, অপূর্ব সরকার সহ বহু বাইরনকে নিয়েই তৃণমূলের জন্ম হয়েছে মুর্শিদাবাদে। দল যখন যাকে মনে করবে তাঁকে কাজে লাগাবে।

ঈদ সকলের জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক, সমুন্নত থাকুক ঐক্য ও সম্প্রীতির চেতনাঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ জুনঃ ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসী বিশেষ করে ধর্মপ্রাণ মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ঈদ সকলের জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক এই কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ঈদ সমাজে ঐক্য ও সম্প্রীতির বার্তা বহন করে নিয়ে আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার সকালে এক শুভেচ্ছা বার্তায় জানিয়েছেন, ঈদ-উল-আজহার শুভেচ্ছা। এই দিনটি সবার জীবনে বয়ে আনুক সুখ ও সমৃদ্ধি। ঈদ আমাদের সমাজে ঐক্য ও সম্প্রীতির চেতনাকেও সমুন্নত রাখুক। ঈদ মোবারক! রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

ফোন পে পোস্টারে শিবরাজের ছবি নিয়ে শোরগোল, কংগ্রেসকে দুষলেন নরোত্তম মিশ্র

ভোপাল, ২৯ জুনঃ গোয়ালিয়র রেল স্টেশনে ফোন পে-র পোস্টারে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ চৌহানের ছবি নিয়ে শোরগোল শুরু হয়েছে। ফোন পে-র পোস্টারে শিবরাজ সিং চৌহানের ছবি পোস্ট করে বিজেপির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হচ্ছে, এমনই অভিযোগ করলেন মধ্যপ্রদেশের বিজেপির এক কর্মী। ফোন পে-র পোস্টারে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ চৌহানের ছবি পোস্ট করায় অভিযোগ দায়ের করা হয় বিজেপির তরফে।এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র। তিনি বলেছেন, কংগ্রেসের নোংরা রাজনীতি সামনে এসেছে। 'ফোন পে' টুইটের পর কিছুই বলার নেই। জনগণ জানে আপনারা নিজেদের দুর্নীতি আড়াল করার জন্য অন্যকে দোষারোপ করছেন। ছিন্দওয়ারার বুরহানপুরে এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ছত্তিশগড়ের উন্নয়নে একসঙ্গে কাজ করাই হবে অগ্রাধিকারঃটি এস সিং দেও

রায়পুর, ২৯ জুন ঃ ছত্তিশগড়ের উন্নয়নে একসঙ্গে কাজ করাই যে হবে তাঁর অগ্রাধিকার, তা জানিয়ে দিলেন নতুন নিযুক্ত উপ-মুখ্যমন্ত্রী টি এস সিং দেও। বৃহস্পতিবার সকালে রায়পুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে টি এস সিং দেও বলেছেন, ছত্তিশগড়ের উন্নয়নে একসঙ্গে কাজ করাই হবে আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার। আমাকে যে দাযিত্ব দেওয়া হয়েছে আমি তা পালন করব। মুখ্যমন্ত্রী হলেন ভূপেশ বাঘেল, আমরা শুধুমাত্র বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর মুখেই লড়াই করব, আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করব। একইসঙ্গে দেও জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত আমাকে কোনও নির্দিষ্ট দাযিত্ব দেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য, ছত্তিশগড়ে বিধানসভা ভোটের বাকি আর মাস ছয়েক। তার আগে সে রাজ্যে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মেটাতে সক্রিয় হতে হয়েছে কংগ্রেস হাইকমান্ডকে। ছত্তিশগড়ের নতুন উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ত্রিভুবনেশ্বর শরণ (টিএস) সিং দেওকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেও এদিন আরও বলেছেন, আমরা একসঙ্গে কাজ করেছিলাম এবং তা চালিয়ে যাব।

সুদানে ঈদের দিনেও সংঘর্ষ

খার্তুম, ২৯ জুন ঃসুদানের জনগণের জন্য এবারের ' ঈদ অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় ভিন্ন। ঈদের দিনও হামলা-পাল্টা হামলা হয়েছে আফ্রিকার দেশ সুদানে। রাজধানী খার্তুমের বাসিন্দারা বুধবার সকালে ভারী বন্দুকের আওয়াজ শুনেছেন। একইসঙ্গে তারা আর্টিলারি এবং বিমান হামলার শব্দও শুনেছেন। সুদানে সেনাবাহিনী ও প্যারা মিলিটারি বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ ৭০ দিনে গ।য়িছে। সংঘর্ষ বজায় রয়েছে ঈদের দিনও । মুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আজহা বুধবার, সেটা সুদানে খুব সামান্যই বোঝা গেছে। রাস্তাঘাটে খুব অল্প মানুষের উপস্থিতি দেখা গেছে।সংঘাত শুরু হওয়ার পর দু'পক্ষের মধ্যে ১৭ বার যুদ্ধবিরতি হয়েছে। কিন্তু তাতে সাধারণ মানুষের কোনো লাভ হয়নি। তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার কোনো অগ্রগতি হয়নি।প্রসঙ্গত, ঈদুল আজহা উপলক্ষে সেনাবাহিনী প্রধান এবং প্যারা মিলিটারি আরএসএফ প্রধান একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে।

তিন বছর পরে হাতে এল সুশান্ত মৃত্যর 'সাক্ষ্যপ্রমাণ'বড়ো খোলশা দেবেন্দ্র-র

মহারাষ্ট্র,২৯জুনঃ২০২০ সালের ১৪ জুন মুম্বইয়ের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয় বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিংহ রাজপুতের ঝুলন্ত দেহ। অভিনেতার রহস্যমৃত্যু নিয়ে শুরু হয় তোলপাড়। অভিনেতা কি আত্মহত্যা করেছেন? না তাঁর মৃত্যুর নেপথ্যে রয়েছে অন্য কোনও রহস্য? অভিনেতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলেন তাঁর পরিবার। শুরু হয় তদন্ত। তার পর কেটে গিয়েছে তিন বছর। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীস জানান, সুশান্তের মৃত্যুর ঘটনায় বেশ কিছু নতুন তথ্য হাতে এসেছে তদন্তকারীদের।তিনি সাক্ষাতকারে জানান ' যে খবর পাওয়া যাচ্ছিল, সেটা পুরোটাই কানাঘুষো ছিল। তবে এখন বেশ কয়েক জন ব্যক্তি সাক্ষ্যপ্রমাণ সমেত এগিয়ে এসেছেন। তার ভিত্তিতে আমরা তাঁদের জানিয়ছি, তাঁরা যেন পুলিশের কাছে সেই সব তথ্যপ্রমাণ জমা দেন।''তিনি আরো বলেন- ' এখন হাতে আসা প্রমাণ যাচাই করার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছি। তদন্ত পুরোদমে চলছে। তা শেষ হওয়ার আগে কোনও কিছু বলে দেওয়া উচিত হবে না।''সুশান্তের অকালপ্রয়াণের পরে তাঁর রহস্যমৃত্যুর তদন্ত নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। তদন্ত এগোতে থাকলে অভিনেতার রহস্যমৃত্যুর সঙ্গে মাদকচক্রের যোগসাজশ সন্দেহে গ্রেফতার করা হয় তাঁর তকালীন প্রেমিকা বলিউড অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তীকেও,এর পাশাপাশি বলিউডে দলবাজি ও স্বজনপোষণ নিয়েও প্রতিবাদ হয়।

ঈদ উপলক্ষে কড়া নিরাপত্তা গোটা বাংলাদেশ

ঢাকা, ২৯ জুনঃ ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষে কড়া নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা গোটা বাংলাদেশ । প্রধান নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে পুলিশ ও র‍্যাব। কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা, নাশকতা এড়াতে এই সপ্তাহের শুরু থেকেই দেশের বিভিন্ন বিখ্যাত জায়গাগুলিতে নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ-প্রশাসন।এদিন সকাল ১০টা থেকে জাতীয় ঈদগাহ ময়দানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঘুরে দেখেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুক।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৩০জুন শুক্রবার, ১৪ আষাঢ় মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৩০জুনঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৪ আষাঢ়মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৪ আষাঢ় মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১৪ আষাঢ়মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩২.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০২এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৮৫শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে সোমবার । জোয়ার-সকাল ১০টা ২০ মিনিট এবং রাত১০টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১০টা ২০মিনিট। রাত-১০টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৭মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৬ মিনিটে

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। কিছু বাড়তি পয়সা উপার্জনের জন্য আপনার উদ্ভাবনী চিন্তার ব্যবহার করুন।
বৃষভ রাশিঃযার অস্তিত্ব আছে সেইদিকে আপনার চিন্তা এবং উদ্যম চালনা করুন। শুধু চিন্তা করে গেলে কিছু লাভ নেই।।
মিথুন রাশিঃআপনার অসুস্থতা নিয়ে আলোচনা করা এড়িয়ে চলুন। সংসারে শান্তি হবে আজ
কর্কট রাশিঃআপনার অসাধারণ প্রচেষ্টা এবং পরিবারের সদস্যদের সময়মত সমর্থনের ফলে আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে পারেন।
সিংহ রাশিঃআপনি আপনার উত্তেজনা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। বিদেশ যাত্রা শুভদিন।
কন্যা রাশিঃআজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন।
তুলা রাশিঃআপনার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা করা প্রত্যাখ্যান করুন। অসুস্থতা প্রতিহত করার এটি একটি ক্ষমতাশালী প্রতিরোধ।
বৃশ্চিক রাশিঃবন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিয়োগ করে থাকেন
ধনু রাশিঃকেউ আপনার মেজাজ বিপর্যস্ত করতে পারে কিন্তু এই বিরক্তিগুলিকে আপনার নাগালে আসতে দেবেন না। শুভদিন হবে
মকর রাশিঃসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাক্তিত্ব তৈরী করুন যাতে ঘৃণা ভাবকে দমন করা যায় কারণ ঘৃণা হলো ভালোবাসার চেয়েও শক্তিশালী
কুম্ভ রাশিঃআজ আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই।আপনার চারপাশে থাকা মানুষজন আপনার মনোবল এবং উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলবে।শুভ
মীন রাশিঃবা।রি চিন্তায় আপনি আশঙ্কিত থাকবেন। আপনি অতীতে যেমন অনেক ব্যয় করেছেন, আপনার বর্তমান সময়ে আপনাকে পরিণতির মুখোমুখি হতে হতে পারে। ফলস্বরূপ, আপনার অর্থের খুব প্রয়োজন হবে তবে কোনও লাভ হয়নি। আপনার ঘনিষ্ঠ কেউ এক অত্যন্ত অনিশ্চিত মেজাজে থাকবে।

জমিতে পাঁচিল দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিবাদ, ভাইপোর হাতে খুন কাকা

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ২৯ জুন ঃ জমিতে পাঁচিল দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরে ভাইপোর হাতে কাকা খুন। মৃতের নাম উসমান ঢালী (৩৪)। বুধবার রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরবার পথে পিছন থেকে ছুরি মারা হয় বলে অভিযোগ। ভাইপো হাসাম ঢালী আচমকা তার উপর হামলা চালায়। পেটে ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর থানা এলাকার কুমোরহাটে। ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত। জানা গিয়েছে মৃত উসমান ঢালীর প্রতিবেশী হাসাম ঢালী। উসমান ঢালীর সূর্যপুর সেতুর কাছে একটি কাপড়ের দোকান আছে। সেই দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে হামলা চালানো হয়। উসমান ঢালীর বোনের জমিতে পাঁচিল দেওয়া হচ্ছিল। যার সীমানা ছিল হাসাম ঢালীর দিকে। এই বিষয়টি নিয়ে বুধবার বিকালে দুই পক্ষের বিবাদ হয়। পাঁচিল ভেঙে দেওয়া হয়। তারপর রাতে এই হামলার ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে বারুইপুর থানার পুলিস ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। বারুইপুর এসডিপিও অতীশ বিশ্বাস জানান পুলিস ঘটনার তদন্ত করছে।

নিম্নচাপের বড় প্রভাব, অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি রাজ্যে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুন ঃ উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। এমনকী ভারী বৃষ্টির কারণে পাহাড়ে ধস নামার আশঙ্কাও রয়েছে। নিচু এলাকায় প্লাবনের আশঙ্কা কথাও এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। দক্ষিণবঙ্গে বৃহস্পতিবারও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। শুক্রবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে এবং বাড়বে তাপমাত্রা। বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতের সতর্কতা রয়েছে। তবে শুক্রবার বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমবে উত্তরবঙ্গে। শুধুমাত্র ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার এই দুই জেলাতে। এদিকে বৃহস্পতিবারও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের কয়েক জেলায়। হালকা-মাঝারি বৃষ্টি চলবে সব জেলাতেই। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ও বৃষ্টির সতর্কতা দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। ছয় জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। কলকাতা- সহ উপকূল সংলগ্ন বাকি জেলাগুলিতে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা আগামী ২৪ ঘন্টায়। শনিবার থেকে সোমবারের মধ্যে তাপমাত্রা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। ২ থেকে ৪ ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়তে পারে। তাপমাত্রার সঙ্গে বাড়বে আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তিও। আগামী দু-দিনে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উত্তরবঙ্গে। শুক্রবার বৃষ্টির পরিমাণ কমলেও শনিবার থেকে আবারও প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা রয়েছে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে ৭০ থেকে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে। ভারী বৃষ্টি হতে পারে ১০০ মিলিমিটার পর্যন্ত দার্জিলিং, কালিম্পং, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। এমনকী প্রবল বৃষ্টির কারণে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকা দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের বেশ কিছু এলাকায় ল্যান্ড স্লাইড বা ভূমিধসের সম্ভাবনা রয়েছে। জলস্তর বাড়বে তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, সংকোষের মতো উত্তরবঙ্গের নদীগুলিতে। প্রবল বৃষ্টির কারণে দৃশ্যমানতা কমে যেতে পারে পার্বত্য এলাকায়। উত্তরবঙ্গের নিচু লেখা প্লাবিত হতে পারে। নিচু এলাকার শস্য ও সবজি চাষের ক্ষতি হতে পারে। বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক পশলা বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টি হতে পারে কলকাতায়। তবে ক্রমশ বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। শনিবার আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে। ১ জুলাই থেকে বাড়বে তাপমাত্রা। জলীয় বাষ্প থাকায় অস্বস্তি বাড়বে। কলকাতায় সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৯ ডিগ্রি। বৃষ্টি হয়েছে ১৫.২ মিলিমিটার।

বিপুল পরিমাণ মাদকসহ এসটিএফের হাতে ধরা পড়ল দুই পাচারকারী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুন ঃ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) বিপুল পরিমাণ হেরোইনসহ দুই পাচারকারীকে আটক করেছে। বৃহস্পতিবার সকালে এসটিএফ এসপি ইন্দ্রজিত বসু এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বুধবার বিকেলে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়ার পরে, এসটিএফের একটি দল উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত মছলন্দপুর তেঁতুলিয়া রোডে বীণা ভ্যারাইটি স্টোরের কাছে ঘেরাও করে। একটি বাইকে করে দু'জন আসার সাথে সাথে তাদের ঘিরে ফেলা হয় এবং হেফাজতে নেওয়া হয়। তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে দুই কেজি হেরোইন উদ্ধার করা হয়। দুজনকেই গ্রেফতার করা হয়। তারা হলেন উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁও থানা এলাকার বাসিন্দা বিপ্লব মন্ডল (৩৫) এবং লিঙ্কন কাঞ্জিলাল (৩৭)। তাদের দুজনের বিরুদ্ধে বাদুড়িয়া থানায় এনডিপিএস আইনের ধারায় মামলা রুজু করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাদের বাইকটিও বাজেয়াপ্ত উদ্ধার করা হয়েছে ।

পঞ্চায়েত প্রচারের সঙ্গে আরও বড় 'কিছুর' প্রস্তুতি তৃণমূলে!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুনঃ পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারের সঙ্গেই তৃণমূল শুরু করে দিল ২১ জুলাই শহিদ দিবসের প্রস্তুতি। ইতিমধ্যেই জেলায় জেলায় প্রস্তুতি শুরু করতে বলা হয়েছে দলের তরফে। ব্যানার, পোস্টার তৈরি শুরু করার কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে এবারের ২১ জুলাইকে বিশেষ ভাবে নজরে রেখেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি বিরোধী জোটের পরিস্থিতি প্রসঙ্গেও এবারের শহিদ দিবসের মঞ্চ আরও বেশি চমকপ্রদ হতে পারে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজনৈতিক সমাবেশ থেকে লোকসভা ভোটে লড়াইয়ের ডাক দেবেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চায়েত ভোটের ফল বেরনোর পরে হবে সমাবেশ। গ্রামের ভোটে ভাল ফলে আশাবাদী শাসকদল। তাই এবারের শহিদ দিবসে রেকর্ড জমায়েত হবে বলে আশাবাদী তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে পঞ্চায়েতের পাশাপাশি, ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতিও তুঙ্গে তৃণমূলের অন্দরে। প্রকাশিত হয়েছে ২১ জুলাইয়ের ব্যানারও। তবে জাতীয় রাজনীতি যে দিকেই মোড় নিক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্রাধিকারে থাকবে বাংলার উন্নয়ন। এবারের একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে এ বার কার্যত সেই বার্তা দিতে পারেন তৃণমূলনেত্রী। গত কয়েক বছরে দলের নাম যেভাবে বিভিন্ন দুর্নীতিতে জড়িয়েছে, সেই দিকটিকে গুরুত্ব দিচ্ছে দল। আগেও নেতা-কর্মীদের সাবধান করেছেন একাধিকবার। তবে শহিদ দিবের মঞ্চে কার্যত ভোকাল টনিক নিয়েই মাঠে নামতে চলেছেন জননেত্রী মমতা। একুশে জুলাইয়ের কর্মসূচিতে বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে দলের যুব সংগঠনের। সে দিক থেকে একাধিকবার এই মঞ্চ থেকে দলের নেতা-কর্মীদের বার্তা দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। দলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড হিসেবে এই মঞ্চ থেকে তিনি এবার কী বলেন, তা নিয়েও কৌতূহল থাকবে রাজ্যবাসীর।

অ-ইন্টারলকিং কাজের জন্য বাতিল ট্রেন

গোরক্ষপুর, ২৯ জুন ঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের বারাণসী বিভাগের অধীন আউন্ড়িহার স্টেশন ইয়ার্ডের অ-ইন্টারলকিং কাজের কারণে ট্রেনের অত্যধিক চলাচলের কারণে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি বাতিল করা হয়েছে। - ০৫১৪৩ আউন্ধিহার- জৌনপুর অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন ২৯, ৩০ জুন এবং ০১শে জুলাই, ২০২৩ তারিখে আন্ধিহার ছেড়ে যাবে। ০৫১৪৪ জৌনপুর-আউন্ড়িহার অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন ২৯, ৩০ জুন এবং ০১ জুলাই, ২০২৩ তারিখে জৌনপুর ছেড়ে যাবে। ০৫১৩৩ আউন্ধিহার-জৌনপুর অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন ৩০ জুন এবং ০১ জুলাই, ২০২৩ তারিখে আউন্ধিহার ছেড়ে যাওয়া বাতিল থাকবে। ০৫১৩৪ জৌনপুর-আউন্ড়িহার অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেনটি ৩০ জুন এবং ০১ জুলাই, ২০২৩ তারিখে জৌনপুর ছেড়ে যাওয়া বাতিল থাকবে। ০৫৪২৮ বারাণসী সিটি-আজমগড় অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন ২৯ জুন থেকে ০১ জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত বারাণসী শহর ছেড়ে যাবে। ০৫৪২৭ আজমগড়-বারাণসী সিটি অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন আজমগড় থেকে ৩০ জুন থেকে ০২ জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। ০৫১৩৭ মাউ- প্রয়াগরাজ রামবাগ অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন ২৯ এবং ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে মৌ ছেড়ে যাবে। ০৫১৩৮ প্রয়াগরাজ রামবাগ- মাউ অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন ৩০ জুন এবং ১ জুলাই, ২০২৩ তারিখে প্রয়াগরাজ রামবাগ থেকে ছেড়ে যাওয়া বাতিল থাকবে।

হাওড়া সদরে ১০ নেতা কর্মীকে বহিষ্কার করলো তৃণমূল, যুব তৃণমূলের এক নেতাকেও বহিষ্কার করলো দল

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২৯ জুন ঃ হাওড়া সদরে ১০ নেতা কর্মীকে বহিষ্কার করলো তৃণমূল। যুব তৃণমূলের এক নেতাকেও বহিষ্কার করলো দল। দলবিরোধী কাজ সহ দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্দল প্রতীকে ভোটে দাঁড়ানোর অভিযোগে বৃহস্পতিবার দল থেকে আরও ১০ জন নেতা-কর্মীকে বহিষ্কার করলো তৃণমূল। বৃহস্পতিবার হাওড়ার কদমতলায় দলের সদর কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান সদরের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ। যাদের বহিস্কার করা হলো তারা হলেন তারক চৌধুরী, অশোক কুমার ব্যানার্জী, মহসিন মুফতি, শুভেন্দু জ্যোতি পাল, কাকলি হাইত, শেখ বাবর আলি, আসলাম হক মল্লিক, রবীন রায়, সুমিত্রা পন্ডিত, সমর ভদ্র। এর পাশাপাশি তৃণমূল যুব কংগ্রেস নেতা শেখ আজিজুল ইসলামকেও এদিন বহিষ্কার করা হয়েছে। এর আগে মোট ২ দফায় দল থেকে ৪ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এদিন কল্যাণ ঘোষ বলেন, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে দলের বিরুদ্ধে যারা প্রার্থী হয়েছেন এবং দলবিরোধী কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত থাকছেন তাদের দল থেকে এদিন বহিস্কার করা হয়েছে। দলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধায় পরিস্কারভাবে জানিয়েছিলেন বুথে ১ জন প্রার্থী হবেন। দল যাকে পাঠাবেন তিনিই দলের প্রার্থী। তাঁকে সকলে মিলে একসঙ্গে লড়াই করে জেতানোর জন্য আহ্বান করেছিলেন। যদি অন্য কিছু কেউ করেন তাহলে তাঁদের দলে কোনও জায়গা হবে না। সেই তালিকায় মাক।দহ ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল কমিটির সদস্য তারক চৌধুরী, বেগরি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেগরি অঞ্চলের সহ সভাপতি অলোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বেগরি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য মহসিন মুক্তি, বেগরি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য শুভেন্দু জ্যোতি পাল, মাকড়দহ ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কাকলি হাইত, মাকড়দহ ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বুথ কমিটির সদস্য শেখ বাবর আলি, মাকড়দহ ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বুথ কমিটির সদস্য আসলাম হক মল্লিক, মাকড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের বুথ কমিটির সদস্য রবিন রায়, শঙ্করহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের শঙ্করহাটি -১ এর প্রাক্তন প্রধান সুমিত্রা পন্ডিত, জগৎবল্লভপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল কমিটির সদস্য সমর ভদ্র এদের দল থেকে বহিষ্কার করা হল। এদের মধ্যে ৯ জন নির্দল প্রার্থী হিসবে দাঁড়িয়েছেন। একজন নির্দল প্রার্থীকে সমর্থন করেছেন। শুধু প্রার্থী হওয়ার জন্য পদে থাকার জন্যই দল করতে হবে এই মানসিকতা যাঁদের রয়েছে তাঁদের দলে থাকা উচিত নয়। কেউ যদি মনে করে পঞ্চায়েতে দাঁড়িয়ে এটাকে ব্যবসা করার উদ্দেশ্য থাকবে তারাই একমাত্র দলের কথা ভাববে না। তারা শুধুমাত্র নিজেদের কথা ভাববে। নিজেদের কথা ভাবতে গেলে এমন অবস্থা হবে। এদিন হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র বলেন, আমাদের যুব সংগঠন থেকে ২ জন অঞ্চল সভাপতিকে আগেই বহিষ্কার করা হয়েছিল। যারা নির্দলে দাঁড়িয়েছেন বা নির্দলকে সহায়তা করছেন, বা দলের বিরুদ্ধে প্রচার করছেন এরকম নেতা বা কর্মীকে দল বরদাস্ত করবে না। দল তাদেরকে বহিষ্কার করবে। সেই হিসেবেই তালিকা পাঠানো হয়েছিল। এর মধ্যে জগতবল্লভপুর ১২ নং বুথের সভাপতি তথা জগবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের নেতা শেখ আজিজুল ইসলামকেও বহিষ্কার করা হয়েছে।

তাপপ্রবাহ জনিত মোকাবিলায় রাজ্য সরকার 'স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর' তৈরি করেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুন ঃ প্রতি বছর ক্রমবর্ধমান গরমের প্রকোপ ও তাপপ্রবাহ জনিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার 'স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর' তৈরি করেছে। এই এসওপির উপর ভিত্তি করে সরকারের মোট ছ'টি দফতর, পুরসভা, পঞ্চায়েত এবং জেলা প্রশাসন জনস্বার্থে কাজ করবে। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের তৈরি করা এসওপি অনুযায়ী, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট চালাঘর এবং শেড তৈরির দায়িত্ব পালন করবে। শহর এবং গ্রামাঞ্চলে তৈরি হবে ছাউনি দেওয়া বাস স্ট্যান্ড। গরমে বাড়াতে হবে পানীয় জলের সরবরাহ। এর পাশাপাশি স্বাস্থ্যদফতর প্রস্তুত রাখবে 'র‍্যাপিড রেসপন্স টিম'। পর্যাপ্ত পরিমাণে ওআরএস সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে। যে সকল জায়গাগুলিতে ভিড় জমে, সেই সহ জায়গায় মেডিক্যাল ক্যাম্পে ফার্স্ট এডের ব্যবস্থাও রাখতে হবে। এছাড়াও বলা হয়েছে, আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, জেলা স্তরে দ্রুত পৌঁছাতে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করবে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর। বিভিন্ন মাধ্যমে সচেতনামূলক প্রচার অভিযান ও শিবিরের আয়োজন করবে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর। এছাড়াও পুর ও নগরোন্নয়ন দফরের সহযোগিতায় প্রতিটি পুরসভা ধরে এলাকা ভিত্তিক 'হিট ওয়েভ অ্যাকশন প্ল্যান' তৈরি হবে। এই এসওপি দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। প্রবল গরম থেকে কী ভাবে আত্মরক্ষা করতে হবে প্রতিবছরই সেই বিষয়ে 'অ্যাডভাইজারি' বা 'নির্দেশিকা' জারি করে রাজ্য সরকার। তবে বর্তমান পরিস্থিতি বিচার বিবেচনা করে পাকাপাকি ভাবে 'স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর' (এসওপি) তৈরি করা হল বলে জানা গিয়েছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস আজ তাদের নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুন ঃ রাজ্যে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস আজ তাদের নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী আজ আনুষ্ঠানিকভাবে এই নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেন। ইস্তেহারে দুর্নীতিমুক্ত পঞ্চায়েত গড়াই দলের প্রধান লক্ষ্য বলে অধীরবাবু জনিয়েছেন। পাশাপশি হাত ধরো গ্রাম গড়ো এই ডাক ও দেওয়া হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর গ্রাম স্বরাজের ভাবনাকে সামনে রেখে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও দ্রুত উন্নযনের কথা বলা হয়েছে। পাশাপশি স্বচ্ছ, উন্নত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়ে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর অবদানের কথাও তুলে ধরেন অধীরবাবু। ইস্তেহারে বলা হয়েছে গ্রামীনস্তরে উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বজন পোষণ হীন ও প্রকৃত প্রাপকরা যাতে সুবিধা পান ও পরিকল্পনা সম্পাদনের মধ্য দিয়ে স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত পঞ্চায়েত গড়ে তোলার কাজ করবে কংগ্রেস। দুর্নীতি মুক্ত পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েতের সকলের জন্য জব কার্ড , ১০০ দিনের কাজে কোনোও রং দেখা হবে না। ওই ইস্তেহারে আরও বলা হয়েছে পঞ্চায়েত এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জল, পঞ্চায়েত এলাকায় পরিপূর্ন বিদ্যুতায়ন, উন্নত রাস্তা ঘাট। পাশাপাশি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও বেকার যুবক- যুবতীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্কিল ডেভেলপমেন্টে গুরুত্ব প্রদান করা হবে। সেই সঙ্গে লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পে দু হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকা প্রদানের দাবি জোরদার করা হবে।

হাওড়ার নিশ্চিন্দা অঞ্চলে আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থনে বৃহস্পতিবার এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। ওই পদযাত্রায় পা মেলান হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা ডোমজুড়ের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ। এছাড়াও ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক মিছিলে অংশ নেন। মিছিল জনজোয়ারে পরিণত হয়।

আড়িয়াদহে তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুন ঃ দক্ষিণেশ্বরের আড়িয়াদহ এলাকায় এক তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে রাস্তাতেই গুলি ছোঁড়ে কয়েকজন দুষ্কৃতী। সেই গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় প্রাণে বেঁচে যান ওই তৃণমূল নেতা। কিন্তু বাইক থেকে পড়ে যান ওই ব্যক্তি। সেই সময় দুষ্কৃতীরা তাঁকে বেধড়ক মারধর করে হাত- পা ভেঙে দেয়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে স্থানীয় হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার ঘটনা ঘিরে উত্তপ্ত আড়িয়াদহ এলাকা। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে বাইকে করে যাচ্ছিলেন আড়িয়াদহ এলাকার তৃণমূল নেতা অরিত্র ঘোষ। সেই সময়েই তাঁর ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যাওয়া এলাকারই এক নেতার সঙ্গে অরিত্রের ঝামেলা চলছিল প্রোমোটারির ব্যবসা নিয়ে। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে অরিত্রকে এই ব্যবসা থেকে সরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই এদিনের হামলার ঘটনা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার পর থেকেই এলাকা ছেড়ে গা ঢাকা দিয়েছে অভিযুক্ত নেতা। তবে পুলিশ তার সন্ধান শুরু করেছে।

হুগলির বৈঁচিগ্রামে তৃণমূল প্রার্থীর দোকানেই বিক্রি হচ্ছে বিরোধীদের পতাকা

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৯ জুন ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন তিনি। কিন্তু সংসার চলে স্টেশনারি দোকান চালিয়ে। এখন সেই দোকানেই বিক্রি হচ্ছে তৃণমূল- বিজেপি-সিপিএম- এর পতাকা। এর জেরে কিন্তু কোনও বিরোধ তৈরি হয়নি। বরং বাহবা কুড়োচ্ছেন ওই প্রার্থী। সিপিএম বলছে, রাজনীতি মানে তো ব্যক্তি লড়াই নয়। পঞ্চায়েত ভোটের দিন ঘোষণার পর প্রাণ গিয়েছে পাঁচ জনের। এখনও হিংসা অব্যাহত। বিভিন্ন জায়গা থেকে অশান্তির খবর সামনে আসছে। যা দেখে-দেখে ক্লান্ত বাংলার মানুষ। এই পরিস্থিতিতে হুগলির পাণ্ডুয়ার বৈঁচি গ্রামের ছবি ভিন্ন। বৈঁচি বাটিকা গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামসভার তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন দীপ্তেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে বাবুয়া। দীপ্তেন্দুবাবুর একটি স্টেশনারি দোকান রয়েছে রেলগেটের কাছে। সেই দোকানে দেদার বিক্রি করছেন হরেক রকমের রাজনৈতিক দলের পতাকা। তৃণমূল-বিজেপি-সিপিএম-এর প্রতিটি পতাকা টাঙানো রয়েছে সেই দোকানে। অনেকে আসেন, কেনেন পতাকা। এ দিকে, তৃণমূল প্রার্থীর দোকানে পতাকা বিক্রি করায় সমস্যাও নেই সিপিএম-বিজেপি-র মতো বিরোধী দলগুলির। তাদের কথায় রাজনীতি রাজনীতির জায়গায়, ক্রেতা ব্যবসায়ীর সম্পর্ক অন্য জায়গায়। দীপ্তেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দোকান চালিয়ে আমার পেট চলে। সেই কারণে সিপিএম- বিজেপির কোনও তফা নেই। ভোটের ময়দান আলাদা। সেখানে নীতির লড়াই। আর দোকানে সারাদিন চলে পেটের লড়াই। আসলে এখানে মারামারির বদলে বন্ধুত্বপূর্ণ সহবস্থান রয়েছে। দীপেন্দুবাবুর বলেন যে, এখানে সব দলেরই পতাকা বিক্রি হচ্ছে। তবে তৃণমূলের একটু বেশি। সিপিএম কী বলছে? প্রদীপ সাহা বলেন, তৃণমূলের যিনি প্রার্থী হয়েছেন তিনি একজন ব্যবসায়ী । তাঁর দোকানে তিনি কোন জিনিস বিক্রি করবেন সেটা ওনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমরা ক্ষমতায় থাকাকালীন পাণ্ডুয়ায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। কারণ রাজনৈতিক লড়াই হবে। নীতি এবং আদর্শের লড়াই হবে। সেখানে ব্যক্তিগত কুৎসার কোনও জায়গা নেই। বিজেপি-র বক্তব্য কী? দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী বলেন যে, রাজনীতির ময়দানে কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলি না। দীপ্তেন্দুবাবু তৃণমূল করলেও তাঁর দোকান থেকে পতাকা কিনেছেন অনেক সময়। কারণ এটা ওর ব্যবসা। তার থেকে বড় হল পাণ্ডুয়া একটা সৌভ্রাতৃত্বের পরিবেশ আছে। তবে বিজেপি বেশির ভাগ পতাকা কলকাতা থেকে আনে।

আট মাস পর ব্যাটরা থেকে ধৃত মূল অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুন ঃ জমি বিবাদে বিহারের একটি খুনের ঘটনার আট মাস পর মূল অভিযুক্ত ধৃত হাওড়ার ব্যাঁটরা থেকে। প্রায় আট মাস আগে এক মহিলাকে খুন করে হাওড়ায় এসে গা ঢাকা দিয়েছিল বিহারের বাসিন্দা ওই যুবক। তাকে হাওড়ার ব্যাঁটরা থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে বিহার পুলিশ। বুধবার রাতে দীনেশ রাইকে গ্রেপ্তার করে বিহারের পরসা থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাকে হাওড়া আদালতে তুলে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গেছে, পরসা থানা এলাকার বীরকুমারী গ্রামের বাসিন্দা এক মহিলাকে নৃশংসভাবে খুন করে এতদিন পর্যন্ত গা ঢাকা দিয়েছিল ওই যুবক।

জিমে আগুন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ জুন ঃ বৃহস্পতিবার ভোররাতে হাওড়ার ঘুসুড়ির গিরীশ ঘোষ রোডের একটি বহুতলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে একটি জিমে। ঘটনাস্থলে দমকলের ২টি ইঞ্জিন এসে প্রায় ঘন্টা দেড়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিন আগুন লাগে একটি মাল্টিজিমে। জিমে মজুত ছিল রঙের কন্টেনার ও বেশ কিছু খাদ্যদ্রব্যের প্লাস্টিকের প্যাকেট। আগুনের আতঙ্কে বহুতল থেকে মহিলা শিশুরা বেরিয়ে আসেন রাস্তায়। বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন বলে মনে করছে দমকল। আগুনের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও সিইএসসি'র কর্মীরা। দমকলের হাওড়ার স্টেশন অফিসার তপন কুমার মন্ডল বলেন, সর্ট সার্কিট থেকে জিমে আগুন লেগেছিল বলে মনে করা হচ্ছে। দমকলের ২টি ইঞ্জিন প্রায় ঘন্টা দেড়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

হাইকোর্টের ভৎর্সনার পর পদক্ষেপ কমিশনের, খারিজ তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়ন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুন ঃ হাইকোর্টের ভৎর্সনার পর অবশেষে পদক্ষেপ করল নির্বাচন কমিশন। খারিজ হয়ে গেল তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়ন! কেন? কমিশন সূত্রে খবর, সৌদি আরবে বসে জালিয়াতি করে পঞ্চায়েত ভোটে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন তিনি। ঘটনাস্থল, উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁ। ঘটনাটি ঠিক কী? উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁর কুমারজোল এলাকার তৃণমূল নেতা মহিউদ্দিন গাজী। স্থানীয় পঞ্চায়েতে মহিলা সংরক্ষিত আসনে প্রধান ছিলেন তাঁর নাজমা বিবি। আসনটি এবার ওবিসি সংরক্ষিত। ফলে মহিউদ্দিন নিজেই ওই আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এরপরই মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। বিরোধীদের অভিযোগ, মহিউদ্দিন এখন বিদেশে। পঞ্চায়েত ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই সৌদি আরবে চলে যান তিনি। তাহলে কীভাবে মনোনয়ন? হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা দেয় কেন্দ্রীয় অভিবাসন মন্ত্রক। সেই রিপোর্টেও উল্লেখ, '৪ জুন হজের উদ্দেশ্যে ভারত ছাড়েন মহিউদ্দিন গাজি'। কমিশনকে তদন্তের নির্দেশ দেন হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। কমিশন সূত্রে খবর, পুলিস যে রিপোর্ট দিয়েছে, সেই রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে, ৪ জুন হজ করতে সৌদি আবার যান মহিউদ্দিন গাজী। ৮ জুন পঞ্চায়েত ভোটে দিন ঘোষণা হয়। ২ দিন পর, ১০ তারিখ বিডিও অফিসে মনোনয়ন জমা পড়েন ওই তৃণমূল নেতার। এখন প্রার্থী যদি চান, তাহলে প্রস্তাবকের মাধ্যমেও মনোনয়ন জমা দিতে পারেন। কিন্তু বিদেশ থেকে মনোনয়নপত্রে কীভাবে স্বাক্ষর করা সম্ভব? সেই কারণে খারিজ করে দেওয়া হল তৃণমূল প্রার্থী মনোনয়ন।

'সারা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বিরোধী নেত্রী হিসেবে মমতা ব্যানার্জি একটা ফ্যাক্টর'

দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের মৌশুনি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৫৩ নম্বর বুথ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন বিশ্বজিত মাইতি। প্রার্থীর মুখোমুখি সাক্ষাৎকার নিলেন দুরন্ত বার্তার রিপোর্টার তাপস পাল।

প্রশ্ন। এবারে লড়াইটা কে আপনি কেমন ভাবে দেখছেন

উত্তর। এবারের লড়াইটা কে আমি লড়াই বলে মনে করছি না। তার কারণ ২০১১ সালে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর গ্রামবাংলায় উন্নয়ন হয়েছে। বিশেষ করে মৌশুনি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যেভাবে উন্নয়ন হয়েছে তাতে আমরা সুনিশ্চিত মানুষ আমাদের পাশে আছেন। মানুষের পাশে আমরা গিয়েছি। এই মুহূর্তে আমরা ভালো সাড়া পাচ্ছি। মানুষ আমাদেরকে দুহাত তুলে আশীর্বাদও করছেন।

প্রশ্ন। প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে আপনি কোন দলকে ভাবছেন।

উত্তর। প্রধান প্রতিপক্ষ সিপিআইএমকে ভাবছি।

প্রশ্ন। মনোনয়ন জমা দিতে গিয়ে কি কোনো সমস্যা হয়েছিল।

উত্তর। না কোনো সমস্যা হয়নি

প্রশ্ন। ভোটে জেতার ব্যাপারে আপনি কতটা আশাবাদী।

উত্তর। জেতার ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আশাবাদী। তৃণমূল কংগ্রেস এই ২৫৩ নম্বর বুথ থেকে জিতবে।

প্রশ্ন। নির্বাচনে জিতে এলে আপনি কোন কাজগুলো বেশি জোর দেবেন।

উত্তর। আমাদের এই ২৫৩ নম্বর বুথ চিনাই নদীবেষ্টিত। যার ফলে আমরা রাস্তাঘাট করেছি কিন্তু নদী বাঁধের একটু সমস্যা রযেছে। আমাদের মন্ত্রী সাহেব কে বলে প্রাথমিকভাবে কিছু কাজ হয়েছে। চিনাই নদীর বাঁধ যাতে আগামীদিনে আরো শক্তপোক্ত ভাবে তৈরি করা যায় তার ব্যবস্থা করব। এবং আমার লক্ষ্য বুথটাকে মডেল বুথ হিসেবে করতে চাইছি।

প্রশ্ন। সাধারণত যে সময় ভোট পর্ব হয় তার থেকে অনেকটা পিছিয়ে গেছে। গ্রামগঞ্জের মানুষদের ক্ষেত্রে একটা চাষের মরশুম। অধিকাংশ সময় চাষের কাজের জন্য ব্যস্ত। এরকম অবস্থাতে আপনার মনে হচ্ছে না যে ভোটে কোনো এফেক্ট পড়তে পারে।

উত্তর। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ কৃষি প্রধান হওয়ার কারণে মানুষ চাষবাসের ক্ষেত্রে ব্যস্ত। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটার এবং কর্মীরা এটা আবেগের সঙ্গে নিয়েছেন। আজ বিরোধীদের বিভিন্ন রকম কুৎসা সত্ত্বেও দিদি যেভাবে পশ্চিমবঙ্গকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই যে লড়াই টা উনি করছেন সেই আবহাওয়া এবং সেই বার্তা ২৫৩ নম্বর বুথে কর্মী এবং ভোটারদের মধ্যে উনি দিতে পেরেছেন। মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জির বাহক হিসেবে এবং আমি একজন প্রার্থী হিসেবে ভোটারদের এবং কর্মীদের সেই বার্তা আমি দিতে পেরেছি। আমার বুথের ভোটার এবং কর্মীরা অনেক সচেষ্ট। আগামী দিনে এই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে বিপুল ভোটে জেতান।

প্রশ্ন। দুয়ারে ডাক্তার বা দুয়ারে পুলিশ এইগুলো আপনারা কেমন ভাবে দেখছেন। এই গুলি কি মনে হয় যে পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল সরকারের কি এক্সট্রা ক্রেডিট হতে পারে।

উত্তর। সারা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বিরোধী নেত্রী হিসেবে মমতা ব্যানার্জি একটা ফ্যাক্টর। উনি যেভাবে মানুষের পাশে থাকেন। দুয়ারে সরকার থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকল্প গুলো আজ মানুষের উঠানে পৌঁছে দিয়েছেন। আমরা তো মানুষের পাশে রয়েছি। দুয়ারে ডাক্তার এই প্রকল্পটি অত্যন্ত ভালো। গ্রামেগঞ্জের মানুষদের অনেকটা সাড়া ফেলে দিয়েছে। এই প্রকল্পে মানুষজন খুব উপকৃত হয়েছে।

প্রশ্ন। সভা সমিতির মাধ্যমে প্রচার, অথবা বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার কোনটার উপর আপনি বেশি জোর দিচ্ছেন।

উত্তর। আমি বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারের উপর বেশি জোর দিয়েছি।

প্রশ্ন। আপনাদের উর্ধ্বতন নেতৃত্ব বারবার বলেছেন বিভিন্ন মন্ত্রীদেরকে গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রচারে ব্যস্ত থাকতে। এইরকম অবস্থাতে আপনারা কোন মন্ত্রীকে নিয়ে এসে প্রচার করতে চান বা প্রচার করেছেন।

উত্তর। আমাদের এই মুহূর্তে আমাদের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা উনি এসেছিলেন। মৌশুনি মানুষদের জন্য উনি বিশেষ করে ভাবেন। মৌশুনিবাসির আপদে-বিপদে উনি থাকেন। মানুষের পাশে উনি সর্বদা থাকেন। উনি আবারো ভোট প্রচারে আসবেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২১০ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৪ আষাঢ় ১৪৩০

জোটের বিরুদ্ধে সরব বিজেপি

সম্পাদকীয় ১

বিহারের পাটনায় বিরোধী জোট তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামি দিনে সমস্ত বিরোধী দল এবারে লোকসভায় বিজেপির বিরুদ্ধে প্রার্থী দেওয়ার চেষ্টা করবে। বিজেপি দলের সঙ্গে আর কোনও আপোষ হবে না বলে বিরোধী দলের নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন। এদিকে প্রধানমন্ত্রী আমেরিকা এবং মিশর থেকে ফিরে এসেই বিরোধী দলের নেতাদের দিকে তাক করে বলেছেন সব দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারা এখন একজোট হওয়ার চেষ্টা করছেন। এদের হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি রয়েছে। এই সব দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতারা যদি দেশ চালায় তাহলে দেশের অবস্থা একেবারে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। প্রধানমন্ত্রী আবার তৃণমূল কংগ্রেসের নাম করে তোপ দেগেছেন। তিনি বলেছেন, পাটনার বৈঠকে যারা হাতে হাত মিলিয়ে বিজেপি বিরোধী জোট করতে শুরু করে দিয়েছেন তাঁদের প্রায় কুড়ি লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি রয়েছে। তিনি তৃণমূল প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, নারদা, সারদা রোজভ্যালি গোরু পাচার কেলেঙ্কারী, নিয়োগ কেলেঙ্কারী ইত্যাদি ক্ষেত্রে ২৩ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। এই কথার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন নিচের তলায় কারা কি করেছে তা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে চোর বলছে। বিজেপি দল সবচেয়ে বড় চোর এবং তোলাবাজ। এদিকে সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেছেন, বিরোধী জোট তৈরি হচ্ছে দেখে প্রধানমন্ত্রী ৫৬ ইঞ্চি ছাতি এখন ভয় পেতে শুরু করেছে। দিল্লিতে রোজগার মেলা হচ্ছে। সেখানে নাম না করে পশ্চিমবঙ্গের নিয়োগ কেলেঙ্কারীর কথা উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, টাকার বিনিময়ে কীভাবে ওখানে চাকরি দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সরকারি চাকরিতে রেট কার্ড চালু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এবারে তিনি কোন রাজ্য বা নেতার নাম উল্লেখ করে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেননি। তিনি বলেছেন, আদালত এ ব্যাপারটা দেখভাল করছে। তাঁর আর কিছুই বলার নেই। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবারে উদ্যোগী হয়ে আগামি লোকসভার নির্বাচনে বিজেপি বিরোধী জোট তৈরি করতে লড়াই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তবে সেখানে কংগ্রেসও এবারে যোগ দিয়েছে। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে তৃণূল কংগ্রেস বিজেজেপি বিরোধী জোট করার যে কথা বলছিল তা থেকে সরে এসেছে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ হারানোর পিছনে বিজেপি দলের হাত রয়েছে বলে মনে করেন বিরোধী দলের নেতারা। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির বিলাতে ভারতের গণতন্ত্রকে নিয়ে কুমন্তব্য করেছেন বলে অপপ্রচার করতে শুরু করে দিয়েছিল রাজনৈতিক দলের নেতারা। রাহুল পরিস্কার করে বলেছিলেন তিনি দেশের নামে বিদেশের মাটিতে কোনও নিন্দা বাক্য প্রয়োগ করেননি। তবুও তাঁর কথাকে কেউই আমল দিচ্ছিল না। এদিকে রাহুলের মোদিকে পদবীধারীদের চোর বলে উল্লেখ করা নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা হয়ে গেল এবং আদালত এর জন্য শাস্তি বিধান দিল।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে আস্থা অর্জন

সম্পাদকীয় ২

রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে পরিস্কার করে কলকাতা উচ্চ আদালত বলে দিল যে এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে। নাহলে কিন্তু চলবে না। রাজ্য নির্বাচন কমিশন তাদের হলফনামায় অপ্রয়োজনীয় কথা দিয়ে ভর্তি করে দিয়েছে বলেই আদালত এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। রাজ্য নির্বাচন কশিমন আদালতে আসলেই চলবে না। তারা প্রকৃত অর্থেকাজ করছে কিনা তাও জানাতে হবে। মানুরে আস্থা অর্জন করতে হবে। মানুষ ভোট দিয়ে থাকে। তারাই পঞ্চায়েত নির্বাচনের আসল অংশীদার। এই আসল অংশীদারকে রক্ষা করা এবং তাদের নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে কমিশনকে সতর্ক থাকতে হবে এব দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। কলতাতা উচ্চ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার এবং নির্বাচন কমিশন দেশের শীর্ষ আদালতে গিয়েছিল। সেখানে শীর্ষ আদালত কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে বহাল রাখে। তার ফলে রাজ্য সরকারের এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনের মুখ পুড়েছে। রাজ্য সরকার এবং নির্বাচন কমিশন হাত মিলিয়ে কাজ করতে শুরু করেছে। তবে রাজ্য প্রশাসন সক্রিয় না হলে কমিশন সফল হবে না সেটা পরিস্কার। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক করতে সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের এগিয়ে আসা উচিত। এদিকে বাম দলের নেতারা এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সক্রিয় হতে শুরু করে দিয়েছে। কংগ্রেস এবারে তাদের হৃতগৌরব ফিরে পাওয়ার পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। কংগ্রেস বাম একসূত্র ধরে এগিয়ে চলছে। এদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছে যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার ব্যাপারে পরিকাঠামো কতখানি প্রস্তুত। রাজ্য সরকার তার কোনও উত্তর দেয়নি। প্রধান বিচারপতি বলেছেন কলকাতা উচ্চ আদালত এবং দেশের শীর্ষ আদালতের কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা উচিত নির্বাচন কমিশনকে। সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো নিয়ে কমিশন কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তাও আদালতে জানাতে হবে। এখন পর্যন্ত কেন স্পর্শকাতর এলাকা চিহ্নিত করা গেল না তা নিয়েও আদালতে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আদালত সিভিক ভলেন্টিয়ার এবং চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের নির্বাচনে কাজের ব্যবহার করা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়ে রেখেছে। এবারে আদালত দেখবে তাদের নির্দেশ রাজ্য নির্বাচন কমিশন কতখানি পালন করছে। কোনও রকমভাবে আদালতে নির্দেশকে উপেক্ষা করা চলবে না বলে জানাতে পারা গিয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

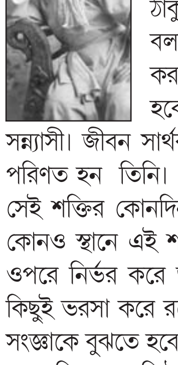

ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে।

পাটনার বিরোধী জোট কতটা সফল আগামী দিনেই তা প্রতিফলিত হবে

বিশেষ প্রতিনিধি

১৯৭৪ সালের সেই দিনটি ছিল ৫ জুন। বহু মনে প্রশ্ন ঘুরছে, ২০২৩-এর ২৩ জুন কি ৪৯ বছর আগের সেই দিনটি হয়ে উঠতে পারবে? কী হয়েছিল ১৯৭৪-এর ৫ জুন, আর কী প্রত্যাশা আগামী ২৩ জুনকে নিয়ে, আগে সেই ইতিহাস আর বর্তমান খানিক আলোচনা করে নেওয়া যাক। নীতীশ কুমারের বয়স তখন ২৩। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের নেতা তিনি। তাঁর অভিন্ন হৃদয় দুই বন্ধুর একজন লালুপ্রসাদ যাদব বয়সে বছর দুয়েকের বড়। তিন ছাত্রনেতার জুটির তৃতীয়জনের নাম সুশীল কুমার মোদী। ১৯৭৪-এর ৫ জুনের আগে তিন বন্ধু তথা ছাত্রনেতার দিন-রাত তখন কাটছে পাটনার গান্ধী ময়দানে। জয়প্রকাশ নারায়ণের সভার প্রস্তুতিতে মেতে তিন তরুণ। জয়প্রকাশ নারায়ণের কথা আজকের প্রজন্ম তেমন জানে না। অথচ, পরাধীন ভারতে যেমন মহাত্মা গান্ধী, স্বাধীন দেশে তেমন জয়প্রকাশ নারায়ণ- অনেকেই যাঁকে দ্বিতীয় গান্ধী মানতেন। জেপি নামেই যাঁকে তামাম ভারত চিনত। সত্তরের দশক। দেশ অশান্ত। সীমাহীন দুর্নীতি, আকাশ ছোঁয়া দ্রব্যমূল্য, বেকারি চরমে। সেইসঙ্গে চলছে রাজনীতিতে নীতিহীন দলবদলের চরম অনাচার আর গণতন্ত্রকে পিষে মারার চেষ্টা। তিন বছর আগে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানকে পরাজিত করে যে ইন্দিরা গান্ধী বিরোধীদের চোখে 'লৌহমানবী', 'দেবী দুর্গা', 'এশিয়া মুক্তি সূর্য', তাঁকেই দিল্লির মসনদ থেকে টেনে নামাতে উন্মুখ হয়ে দেশবাসী। কিন্তু জমি উর্বর, পর্যাপ্ত জল-আলো-বাতাস পেলেই যেমন ফসল ভালো হয় না, চাই দক্ষ কৃষক, তেমনই গণ আন্দোলনকে সফল করে তুলতে চাই সর্বজনশ্রদ্ধেয়, গ্রহণযোগ্য নেতা, যিনি দল ও ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে। রাজ্যে রাজ্যে তখন আঞ্চলিক ইস্যুকে সামনে রেখেও উত্তাল রাজনীতি। রাজপথে মানুষ। সাড়া ফেলে দিয়েছে গুজরাতে ছাত্রদের হস্টেলের ফি বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন। আজকের মতো মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না আন্দোলনের খবর মূহূর্তে বিশ্বের কোণায় কোণায় পৌঁছে দিতে। খবরের কাগজ এক শতাংশ মানুষের কাছে পৌঁছায় কি না সন্দেহ। সরকারি প্রচার মাধ্যম আকাশবাণী দিনরাত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার বাণী শোনাতে ব্যস্ত। আসলে আন্দোলন দানা বাঁধলে সে খবর চাপা থাকে না। গুজরাতে তখন প্রবল ক্ষমতাধর কংগ্রেস সরকার দাবিদাওয়া কানে তুলতে নারাজ। ১৬৮ আসনের বিধানসভার ১৪০ আসনেই ইন্দিরা কংগ্রেসের দখলে। কিন্তু আমেদাবাদ শহরের ছাত্রদের তৈরি নব নির্মাণ সমিতির আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন মুখ্যমন্ত্রী চিমনভাই প্যাটেল। দিনটি ১৯৭৪-এর ৯ ফেব্রুয়ারি। দু'দিন পর আমদাবাদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই বিপ্লবী ছাত্রদের সাক্ষাপ্রার্থী হলেন এক প্রবীণ। ৭২ বয়সে জয়প্রকাশ নারায়ণ আমেদাবাদ ছুটে গেলেন নব নির্মাণ সমিতির তরুণ নেতাদের মুখ থেকে শুনতে কীভাবে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগে বাধ্য করল। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘাঁটি করে বিহারেও ততদিনে একই ছাত্র আন্দোলনের চাপে বেসামাল আবদুল গফ্ফুরের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের গদি। সেই আন্দোলনের সামনের সারিতে বিহার রাজ্য সংঘর্ষ সমিতির তরুণ নেতা লালুপ্রসাদ যাদব। সঙ্গী নীতীশ, সুশীল মোদীরা। ১৮ এপ্রিল সংঘর্ষ সমিতির ডাকে বিধানসভা ঘেরাও অভিযানে পুলিশের গুলিতে ১২ ছাত্রের মৃত্যুতে গর্জে উঠল গোটা বিহার। ক'দিন পরেই, ৮ মে জর্জ ফার্নান্ডেজের নেতৃত্বে দেশব্যাপী রেল ধর্মঘট গোটা বিশ্বে সাড়া ফেলে দিল। ঐতিহাসিক সেই ধর্মঘটে বিহারের মাটিতে এক ইঞ্চিও গড়ায়নি রেলের চাকা। ৫ জুন পাটনার গান্ধী ময়দানের মঞ্চ থেকে সম্পূর্ণ ক্রান্তি বা টোটাল রেভ্যুলুশনের ডাক দিলেন জয়প্রকাশ। প্রমাদ গুণলেন ইন্দিরা। টের পেলেন, গদি কাঁপছে। ঝানু রাজনীতিক ইন্দিরা তাই কালক্ষেপ করেননি। একের পর এক নেতাকে জেলে পুরে দিলেন। লালুপ্রসাদ, নীতীশ কুমারদের সংঘর্ষ সমিতির আন্দোলন ততদিনে বিহার মুভমেন্টের রূপ নিয়ে গোটা দেশে প্রভাব বিস্তার করেছে। দিল্লির মসনদে বদল চেয়ে গোটা দেশ ক্রমে রাজপথে নেমে এল। পরিস্থিতির চাপে জরুরি অবস্থার মতো অন্ধকারময় অধ্যায়ে দেশকে ঠেলে দিলেন ইন্দিরা। আর সেই অন্ধকারেই জন্ম নিল নতুন এক রাজনীতি। জাতীয় স্তরে জোট রাজনীতি বা কোয়ালিশন যুগ। তৈরি হল জনতা পার্টি। বহু পার্টি পৃথক অস্তিত্ব বিলিয়ে মিশে গেল নয়া দলে। বিদায় নিল ইন্দিরার তানাশাহী। কেন্দ্রে এল নতুন সরকার। এই পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটার কারণটা আশা করি রাজনীতি ও সমাজ সচেতন পাঠকেরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। শুক্রবার, ২৩ জুন সেই পাটনায় বসে বিজেপি বিরোধী দলগুলির মহা-সম্মেলন। নরেন্দ্র মোদির জমানায় এত বড় বিরোধী সমাবেশ আগে হয়নি, যেখানে রাজনীতিতে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর দলগুলি এক টেবিলে পাশাপাশি বসে। এই পাটনাতেই ২০১৭-তে নীতীশ কুমার, পরের বছর বেঙ্গালুরুতে কুমার স্বামীর শপথ অনুষ্ঠান এবং ২০১৯-এ কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে একে অপরের হাত ধরে গৌর-নিতাই হয়েছেন, বলেছেন, আছি, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে পাশে আছি। তারপর! গঙ্গা-যমুনা, গোদাবরী-কাবেরী, তিস্তা-ব্রহ্মপুত্র দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। ২০১৪-য় নরেন্দ্র মোদি দিল্লির কুর্সিতে বসার অব্যবহিত পরেই দেশবাসী টের পেয়েছিলেন, দেশে অঘোষিত জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে। ইন্দিরার ঘোষিত জরুরি অবস্থার থেকে যা শতগুণ ভয়ঙ্কর।এই প্রেক্ষাপটে পাটনায় গত শুক্রবার হওয়া বিরোধী সম্মেলন থেকে আমরা কী পেলাম? সত্যি কথা বলতে কী, সিংহভাগ বিরোধী দলকে এক মঞ্চে টেনে আনতে নীতীশ কুমারের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব ছাড়া আশার আলো এখনও তেমন একটা চোখে পড়েনি। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের মতো মহৎ রাজনৈতিক লক্ষ্যপূরণে ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জনে প্রস্তুত নয় ছোট-বড় কোনও দলই। সবাই নিজের হক রক্ষায় ব্যস্ত, রাজনৈতিক অস্পৃশ্যতার রোগে আচ্ছন্ন। সকলে বিপন্ন বুঝেও একে অপরের কাঁধে হাত রাখতে দ্বিধান্বিত। একদিকে, বিরোধী শিবিরের একাংশ মোদির ধ্বংসাত্বক রাজনীতি মোকাবিলার থেকেও কংগ্রেস বিরোধী মঞ্চ গড়তে বেশি তপর। অন্যদিকে, কংগ্রেস মনে করছে, রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে সফল ভারত জোড়ো যাত্রার পর বাকি বিরোধীদের দায়িত্ব তাদের হাতে হাত রাখা। গোড়ায় বলেছিলাম, জন আন্দোলনে বড় ভূমিকা নেন নেতা, নেতৃত্ব। সেটা জোট রাজনীতিরও প্রাক শর্ত। জেপির মতো দেশব্যাপী জন আন্দোলন গড়ে তোলার কৃতিত্ব না থাকলেও প্রথম কংগ্রেস, পরে অটল বিহারী বাজপেয়ীর বিজেপি জোট

সরকারের পতন এবং নতুন সরকার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন প্রয়াত জ্যোতি বসু, হরকিষেন সিং সুরজিতেরা। আবার ২০০৪-এ কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার গঠনের আসল কারিগরও ছিলেন এই দুই প্রবীণ সিপিএম নেতা। সেই তিন পর্ব অর্থাৎ গোড়ায় কংগ্রেস হটাও, তারপর বিজেপি ও কংগ্রেসের থেকে সমদূরত্ব রক্ষার ভিত্তিতে তৃতীয় ফ্রন্টের রাজনীতি এবং শেষে কংগ্রেসকে সামনে রেখে বিজেপি বিরোধী জোটে বালি-সিমেন্টের কাজ করেছিল অভিন্ন কর্মসূচি এবং সরকার বিরোধী তীব্র গণ আন্দোলন। চলতি পর্বে যার নামগন্ধও নেই এবং জোট বাঁধতে যত জটিলতা দেখা দিল কংগ্রেসকে নিয়ে।

টি এন শেষণ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কমিশনের ক্ষমতা

বিশেষ প্রতিনিধি

দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে হতে চলেছে পঞ্চায়েত নির্বাচন। কিন্তু নির্বাচনের আগেই চরমে পৌঁছেছে অশান্তি। ভোটের আগে এই অশান্তি নিয়ে আদালতের তীব্র ভর্ৎসার মুখে পড়েছে রাজ্য সরকার ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনের কমিশনারের ভূমিকা নিয়েও উঠেছে হাজারো প্রশ্ন। কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে রাজীব সিনহাকে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানো থেকে শুরু করে রাজ্যপালের তলবকেও যেভাবে নানা অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে গিয়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার, তা নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। মামলা গড়িয়েছে আদালত অবধি। বুধবারই কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম তীব্র সমালোচনা করেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহার। কমিশনের নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা করে প্রধান বিচারপতি বলেন, যদি চাপ সামলাতে না পারেন, তবে দায়িত্ব ছেড়ে দিন, রাজ্যপাল নতুন কমিশনার নিয়োগ করবেন। একই সঙ্গে ফের একবার উল্লেখ করা হয় প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি এন শেষণের কথাও। আদালতের তরফে বলা হয়, নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিশনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই কারণেই মামলার প্রথম দিনেই প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টিএন শেষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এবার প্রশ্নটা হল, কে এই টিএন শেষণ। কেনই বা তাঁর কথা বারবার উল্লেখ করা হচ্ছে নির্বাচন আবহে?

দেশের নির্বাচনের ইতিহাস সম্পর্কে যারা ওয়াকিবহাল, তাদের কাছে টিএন শেষণের নাম খুবই পরিচিত। নির্বাচন কমিশনের কী ভূমিকা হওয়া উচিত, তা নিয়ে বহু সময়েই বিভিন্ন পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন আদালত, সুপ্রিম কোর্টেও টিএন শেষণের নাম উল্লেখ করা হয়। উদাহরণ হিসাবে ২০২২ সালে সুপ্রিম কোর্টে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে কলোজিয়াম ব্যবস্থার আর্জির শুনানিতে বিচারপতি কেএম জোসেফের বেঞ্চের তরফে বলা হয়েছিল, অগুনতিবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু টিএন শেষণের মতো কমিশনার একবারই হয়। দুই নির্বাচন কমিশনার ও একজন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার- তিন তিনজনের কাঁধে বিরাট দায়িত্ব দেওয়া রয়েছে। সেই কারণে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসাবে যোগ্য প্রার্থী বাছাই করা উচিত।

কে এই টিএন শেষণ?

তিরুনেল্লাই নারায়ণ আইয়ার শেষণ বা টিএন শেষণকে ১৯৯০-র দশকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। ১৯৯৬ সালের ১১ ডিসেম্বর অবধি তিনি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এই ছয় বছরের মেয়াদকালেই তিনি এমন বেশ কিছু পদক্ষেপ করেছিলেন, যা ভারতীয় নির্বাচন ব্যবস্থাকেই বদলে দিয়েছিল। কোনও ধরনের বেনিয়ম বরদাস্ত করতেন না টিএন শেষণ। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসের এক রাতে তাঁর বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর হাত দিয়েই টিএন শেষণের কাছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হওয়ার প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। প্রথমে সেই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছিলেন টিএন শেষণ। পরে রাজীব গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। কংগ্রেস নেতা তাঁকে এই প্রস্তাব গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। বৈঠক শেষে টিএন শেষণ যখন বেরিয়ে আসছিলেন, তখন রাজীব গান্ধী একটা কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ''দাড়িওয়ালা কিছুদিন পরে আক্ষেপ করবে সেই দিনটা নিয়ে, যেদিন আপনাকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হতে বলেছিলেন।'' রাজীব গান্ধী কেন এই কথা বলেছিলেন, তা বোঝা গিয়েছিল কয়েকদিন পরেই। নিজে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হলেও, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথমদিনই তিনি অফিস থেকে সমস্ত দেবদেবীর ছবি সরিয়ে দিয়েছিলেন। ৯০-র দশকে নির্বাচন ঘিরে যে অরাজকতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। ভুয়ো ভোটার থেকে শুরু করে টাকার ব্যবহার, প্রভাব খাটিয়ে ভোট করানো, বুথ দখল করা, হিংসার মতো ঘটনা খুব সাধারণ ছিল বিহার, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পরই তিনি ১০০টিরও বেশি নির্বাচনী নীতি বিরুদ্ধ কাজের একটি তালিকা তৈরি করেছিলেন, যার মধ্যে ভোটের আগে বিনামূল্যে মদ বিতরণ থেকে শুরু করে ভোটারদের ঘুষ দেওয়া, নির্বাচনী প্রচারে ধর্মের ব্যবহারের মতো বিষয়ের উল্লেখ ছিল। নির্বাচনী প্রচারে কত টাকা খরচ করা যাবে থেকে শুরু করে আদর্শ আচরণবিধি স্থির করেছিলেন তিনি। ভারতীয় নির্বাচনী ব্যবস্থায় টিএন শেষণের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল ভোটার আইডি কার্ড চালু করা।

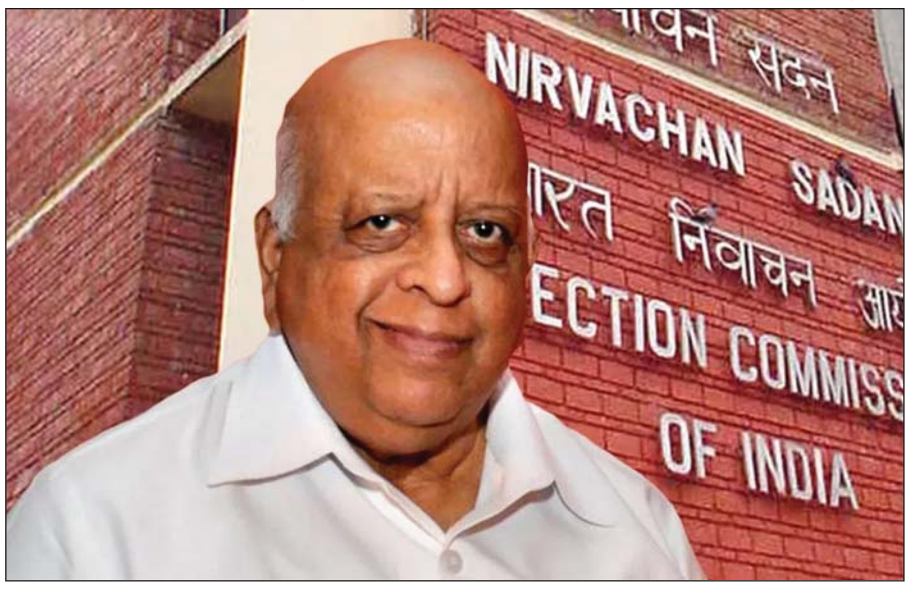

প্রথমে সেই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছিলেন টিএন শেষণ। পরে রাজীব গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। কংগ্রেস নেতা তাঁকে এই প্রস্তাব গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। বৈঠক শেষে টিএন শেষণ যখন বেরিয়ে আসছিলেন, তখন রাজীব গান্ধী একটা কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ''দাড়িওয়ালা কিছুদিন পরে আক্ষেপ করবে সেই দিনটা নিয়ে, যেদিন আপনাকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হতে বলেছিলেন।'' রাজীব গান্ধী কেন এই কথা বলেছিলেন, তা বোঝা গিয়েছিল কয়েকদিন পরেই।

কতটা কড়া ছিলেন টিএন শেষণ?

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসাবে টিএন শেষণের সবথেকে বড় পদক্ষেপ ছিল ১৯৯১ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর লোকসভা নির্বাচন বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত। এর জন্য তিনি সরকার বা বিরোধী দলগুলির সঙ্গে শলা-পরামর্শও করেননি। বরাবরই নির্বাচন কমিশনকে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবেই পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। ১৯৯৩ সালে টিএন শেষণ ১৭ পাতার একটি নির্দেশিকা জারি করেন। সাংবিধানিক দায়িত্ব মনে করিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার যতদিন নির্বাচন কমিশনকে স্বতন্ত্র বলে গণ্য করছে না এবং কমিশনের ক্ষমতাকে মান্যতা দিচ্ছে না, ততদিন দেশে কোনও নির্বাচন হবে না। শাসক থেকে বিরোধী, সমস্ত রাজনৈতিক দলই এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলেও, তাতে কর্ণপাত করেননি শেষণ। তাঁর এই সিদ্ধান্তের কারণে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পদের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় এবং তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিতে হয়।

'পাগলা কুকুর' বলেছিলেন জ্যোতি বসু

টিএন শেষণের এই সিদ্ধান্তের কারণে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনও স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু টিএন শেষণের এই সিদ্ধান্তে এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে 'পাগলা কুকুর' বলে সম্মোধন করেছিলেন। দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ সিংও বলেছিলেন, কারখানার মতো গণতন্ত্রের লকআউট হয়ে গেল।

বাড়ি বাড়ি উন্নয়নের প্রচার তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৯ জুন ঃ রাস্তা নির্মাণ থেকে নিকাশী সংস্কার। পানীয় জল পরিষেবা থেকে পথবাতি। বিগত বছরগুলিতে উন্নয়নকে হাতিয়ার করে বাড়ি বাড়ি প্রচারে ঝড় তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। গোষ্ঠীকোন্দল কাটিয়ে মানুষের সঙ্গে সরসারি সম্পর্কের প্রচারে গুরুত্ব দিয়ে অনেকটাই এগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস। এমনই ছবি ধরা পড়ল পূর্ব বর্ধমানের গলসী-১ নং ব্লকের বুদবুদে। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন পরই রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার আগে রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্র সহ নানান দিকে আষ্টেপিষ্টে দুর্নীতিতে জড়িয়ে তৃণমূল। তার ওপর কয়লা, গরু পাচারে বিদ্ধ শাসকদলের একাধিক শীর্ষ নেতা। আর ওই ইস্যুকে হাতিয়ার করেছে গেরুয়া শিবির। পাল্লা দিয়ে দুর্নীতিকে ইস্যু করে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বামশিবির। তার ওপর গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার। দলীয় কর্মসূচীতে বারংবার প্রকাশ্যে এসেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সংগঠনকে মজবুত রাখতে আসরে নেমেছে তৃণমূল সাংসদ তথা তৃণমূলে সেকেন্ড ইন্ কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গত প্রায় দু'মাস ধরে জেলায় জেলায় নবজোয়ার কর্মসূচী চলেছে। বাতানুকুল বিশেষ গাড়ীতে চলেছে তাঁর জেলা সফর। জেলা সফরের মধ্যেই কোথাও জনসভা, কোথাও শোভাযাত্রা আবার কোথাও অধিবেশন করেছেন। গলসী-১ নং ব্লকে নবজোয়ার কর্মসূচী হলেও, অধিবেশনই হয়নি দলের সেকেন্ড ইন কমান্ডের। উল্টে দলের আভ্যন্তরীন কোন্দল প্রকাশ্যে উঠে এসেছে। অধিবেশনে মাঠ না ভরায় মঞ্চে ওঠেননি দলের সংসদ অভিষেক ব্যানার্জী। এমনকি জমায়তে না হওয়ায় পরদিনের রোড শো কর্মসূচীও বাতিল হয়ে যায়। তারপরও মনোনয়ন পর্বে গোষ্ঠীকোন্দল আবার প্রকাশ্যে চলে আসে। একাধিক আসনে দলের কর্মীরা নির্দল প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেয়। গলসী-১ নং ব্লকে কার্যত ঘরে বাইরে চরম অস্বস্তি পড়ে তৃণমূল শিবির। তবে প্রার্থী দিলেও প্রচারে ঝাঁজ নেই, কার্যত প্রচারে ফিকে বিরোধী শিবির। তবে কোন্দল কাটিয়ে ব্লকের বুদবুদ অঞ্চলে শাসকদলের চিত্রটা একেবারে অন্যরকম। প্রসঙ্গত, বুদবুদ অঞ্চলে আগে ১৯ গ্রাম সংসদ ছিল। এখন চারটি আসন বৃদ্ধি পেয়ে ২৪ আসন হয়েছে। গত পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল দখল করলেও, লোকসভা ও বিধানসভা ভোটের নিরিখে বুদবুদ অঞ্চলে বিজেপি অনেকটাই এগিয়ে। বুদবুদ বাজারে বড় সমস্যা ছিল নিকাশী ব্যাবস্থা। যা মুখ থুবড়ে পড়েছিল। সম্প্রতি নিকাশীনালা নতুন করে তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে। কার্যত প্রায় ৩৪ বছর পর বুদবুদ বাজারে নতুন করে নিকাশী নালা তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে। মাস কয়েক আগে গলসী-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় ২০০ মিটার ঢাকনা দেওয়া কংক্রিটের নিকাশী নালা তৈরী করে। কিন্তু তাতে গোটা বাজার সম্পুর্ন হয়নি। সম্প্রতি বর্ষার আগে প্রায় পূর্ত দফতর প্রায় ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। জানা গেছে, তাতে গোটা বুদবুদ বাজারের নিকাশী নালা তৈরী করা হবে। গত কয়েকদিন ধরে ওই নিকাশী নালা তৈরীর কাজ শুরু হয়। রাস্তার পাশে ফুটপাথ দখল করে ব্যাবসায়ীদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। তারপর পুরোনো নিকাশী নালার মাটি তুলে নতুন করে কংক্রিটের নিকাশী নালা তৈরী শুরু হয়। শুধু তাই নয়, বাজারে বসানো হয়েছে সৌরবিদ্যুতের পথবাতি। জলস্বপ্ন প্রকল্পে মিটিছে জল সমস্যা। আর ওই উন্নয়নকে হাতিয়ার করে প্রচারে ঝড় তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। মনোনয়ন পর্ব মিটতেই বাড়ি প্রচার জোরকদমে শুরু করেছে তৃণমূল প্রার্থীরা। গলসী-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সহ সভাপতি তথা তৃণমূল প্রার্থী অনুপ চ্যাটার্জী জানান, গত প্রায় দেড় বছর থেকে কেন্দ্র সরকার ১০০ দিনের কাজের অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে। বুদবুদ বাজারে নিকাশী থেকে রাস্তা, পথবাতি, পানীয়জলের উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং উদ্যোগী হয়েছেন। বিগত বাম জামানায় ৩৪ বছরে বুদবুদ বাজারের নিকাশী তৈরীর কোন কাজ হয়নি। বাজারের ব্যাবসায়ী ও সাধারন মানুষের স্বার্থে সেটা আমরা করতে পেরেছি। পথবাতি বসানো হয়েছে। নলবাহিত পানীয় জল ব্যাবস্থা করা হয়েছে। গোটা ব্লকে ৪৫ টি রাস্তা পাকা করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রামের শ্মশানে দাহ করার চুল্লী করা হয়েছে। কবরস্থান পাঁচিল দিয়ে ঘেরা দেওয়া হয়েছে। বুদবুদ মানকর রোডে কৃষকবাজারে প্রায় দু'বিঘা জমির একটা অংশে লাগানো হয়েছে ভেষজ বাগান তৈরী করা হয়েছে। বাগানে রয়েছে গুলঞ্চ বা গিলয়, যষ্টিমধু, কৃষ্ণ তুলসী, রাধা তুলসী, পিপারমেন্ট, হিং, অশ্বগন্ধা, সর্পগন্ধা, ড্রাগন ফ্রুট, পুদিনা, কালমেঘ, অ্যালোভেরা, রসুন লতা, জোয়ান, শ্বেত চন্দন, রক্ত চন্দন, থানকুনি, কুলেখাঁড়া, শিবের জটা সহ নানান ভেষজগুন সম্পন্ন গাছ। দলের প্রচার প্রসঙ্গে বলেন, উন্নয়নের জেরে বিরোধীরা প্রচারে ফিকে হয়ে গেছে। মানুষের কাছে বিরোধীদের তুলে ধরার মত কোন ইস্যু নেই। বাড়ি বাড়ি প্রচারে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ উঠে আসছে। জ্বালানী গ্যাসের মুল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস দশা। ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করে দেওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। উন্নয়নকে সামনে রেখেই মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছি। সাধারণ মানুষ তাই তৃণমূলের সঙ্গে আছে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের ২৭ তৃণমূল নেতাকে বহিষ্কার

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৯ জুন ঃ কেউ দলের বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হয়েছেন, কেউ বিরোধী দলের প্রার্থীদের সমর্থন করছেন। এরকম অভিযোগে ২৭ জন তৃণমূল নেতাকে দল থেকে বহিস্কার করলো তৃণমূল। বৃহস্পতিবার বিকেলে মেদিনীপুর শহরে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কার্যালয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুজয় হাজরা সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, গোয়ালতোড়ের যুব সভাপতি চিন্ময় মাহাতো, গড়বেতার উড়াসাই বুথ সভাপতি গৌতম ঘোষ, কেশিয়াড়ির যুব সভাপতি নান্টু মহাপাত্র, বুথ সভাপতি অনির্বান সাউ, মেদিনীপুর সদর ব্লকের তৃণমূল নেতা বিশ্বজিৎ কর্মকার সহ ২৭ জন নেতাকে এদিন দল থেকে বহিস্কার করা হলো। তাঁদের এর আগে সতর্ক করে শোকজ করা হয়েছিল। তাঁরা শুধরোননি। তিনি জানান, দলের সবকিছু সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করার পর এরা দলকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাই দল বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে ওই ২৭ জন দলের নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, আগামী ৪ জুলাই নারায়ণগড়ের বাখরাবাদে সভা করতে আসছেন দলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি। তৃণমূলের নবজোয়ার কর্মসূচিতে জেলায় ৩ দিন ছিলেন। সেই সময় কেশিয়াড়ি, বেলদা যাওয়ার কথা থাকলেও যেতে পারেননি। কথা দিয়েছিলেন পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার করতে আসবেন। সুজয় হাজরা জানান, ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে।

PWD(GOVT. OF WB)
TENDER NOTICE

Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Invites Abridge Short Notice Inviting Quotation off line for the works of 1. " Temporary work arrangement of D.G. Back up including allied Electrical Installation Work for accommodating CAPF in connection with Panchayat Election, 2023 under Bandwan P.S. , Purulia in the District of Purulia." 2. Temporary work arrangement of D.G. Back up including allied Electrical Installation Work for accommodating CAPF in connection with Panchayat Election, 2023 under Boro P.S., Purulia in the District of Purulia." 3. Temporary work arrangement of D.G. Back up including allied Electrical Installation Work for accommodating CAPF in connection with Panchayat Election, 2023 under Kenda P.S., Purulia in the District of Purulia." 4. "Temporary work arrangement of D.G. Back up including allied Electrical Installation Work for accommodating CAPF in connection with Panchayat Election, 2023 under Manbazar P.S., Purulia in the District of Purulia." 5. "Temporary work arrangement of D.G. Back up including allied Electrical Installation Work for accommodating CAPF in connection with Panchayat Election, 2023 under Puncha P.S., Purulia in the District of Purulia." 6. "Temporary work arrangement of D.G. Back up including allied Electrical Installation Work for accommodating CAPF in connection with Panchayat Election, 2023 under Hura P.S., Purulia in the District of Purulia." 7. "Temporary work arrangement of D.G. Back up including allied Electrical Installation Work for accommodating CAPF in connection with Panchayat Election, 2023 under Kashipur P.S., Purulia in the District of Purulia." 8. "Temporary work arrangement of D.G. Back up including allied Electrical Installation Work for accommodating CAPF in connection with Panchayat Election, 2023 under Adra Police Station, Purulia in the District of Purulia." 9. Temporary work arrangement of D.G. Back up including allied Electrical Installation Work for accommodating CAPF in connection with Panchayat Election, 2023 under Para P.S., Purulia in the District of Purulia." 10. "Temporary work arrangement of D.G. Back up including allied Electrical Installation Work for accommodating CAPF in connection with Panchayat Election, 2023 under Raghunathpur P.S., Purulia in the District of Purulia." 11. Temporary work arrangement of D.G. Back up including allied Electrical Installation Work for accommodating CAPF in connection with Panchayat Election, 2023 under Santaldih P.S., Purulia in the District of Purulia." 12. Temporary work arrangement of D.G. Back up including allied Electrical Installation Work for accommodating CAPF in connection with Panchayat Election, 2023 under Neturia P.S., Purulia in the District of Purulia." 13. Temporary work arrangement of D.G. Back up including allied Electrical Installation Work for accommodating CAPF in connection with Panchayat Election, 2023 under Santuri P.S., Purulia in the District of Purulia." **NIQ No. 08 of 2023-2024.** The quotations will be received **upto 4:00pm on 01-07-2023** and will be opened shortly. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from :- **http:// wbpwd.gov.in**

Sd/ A. Maji
Executive Engineer,
Purulia Electrical Division,
P.W.D.

PWD(GOVT. OF WB)
TENDER NOTICE

Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Invites Abridge Short Notice Inviting Quotation off line for the works of 1. " Temporary work arrangement of D.G. Back up including allied Electrical Installation Work for accommodating CAPF in connection with Panchayat Election, 2023 under Purulia (T) P.S. , Purulia in the District of Purulia." 2. Temporary work arrangement of D.G. Back up including allied Electrical Installation Work for accommodating CAPF in connection with Panchayat Election, 2023 under Purulia [M] P.S., Purulia in the District of Purulia." 3. Temporary work arrangement of D.G. Back up including allied Electrical Installation Work for accommodating CAPF in connection with Panchayat Election, 2023 under Joypur P.S., Purulia in the District of Purulia." 4. Temporary work arrangement of D.G. Back up including allied Electrical Installation Work for accommodating CAPF in connection with Panchayat Election, 2023 under Kotshila P.S., Purulia in the District of Purulia." 5. Temporary work arrangement of D.G. Back up including allied Electrical Installation Work for accommodating CAPF in connection with Panchayat Election, 2023 under Jhalda P.S., Purulia in the District of Purulia." 6. "Temporary work arrangement of D.G. Back up including allied Electrical Installation Work for accommodating CAPF in connection with Panchayat Election, 2023 under Tamna P.S., Purulia in the District of Purulia." 7. "Temporary work arrangement of D.G. Back up including allied Electrical Installation Work for accommodating CAPF in connection with Panchayat Election, 2023 under Arsha P.S., Purulia in the District of Purulia." 8. Temporary work arrangement of D.G. Back up including allied Electrical Installation Work for accommodating CAPF in connection with Panchayat Election, 2023 under Barabazar P.S., Purulia in the District of Purulia." 9. Temporary work arrangement of D.G. Back up including allied Electrical Installation Work for accommodating CAPF in connection with Panchayat Election, 2023 under Balarampur P.S., Purulia in the District of Purulia." 10. "Temporary work arrangement of D.G. Back up including allied Electrical Installation Work for accommodating CAPF in connection with Panchayat Election, 2023 under Baghmundi P.S., Purulia in the District of Purulia." **NIQ No. 07 of 2023-2024.** The quotations will be received **upto 4:00pm on 01-07-2023** and will be opened shortly. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from :- **http:// wbpwd.gov.in**

Sd/ A. Maji
Executive Engineer,
Purulia Electrical Division,
P.W.D.

সিপিএল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L74210WB1882PLC035417
রেজি. অফিস ঃ ১৪, তারাতলা রোড, কলকাতা-৭০০০৮৮
ফোন নং. ০৩৩ ৩৯৮৪ ৯৪১৭, **E-mail:** cplindustries19@gmail.com
Website: www.cplindustries.org.in

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সদস্যদের সূচিত করা যায় যে নোটিস এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সিপিএল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর যা অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার ২১ জুলাই, ২০২৩ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় ১৪, তারাতলা রোড, কলকাতা-৭০০০৮৮ ঠিকানায় সুনিশ্চিতায় প্রযোজ্য বন্দোবস্ত কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এবং ধারা যা রয়েছে সঙ্গে পঠিত সার্কুলার যা জারি করেছে বানিজ্য বিষয়ক মন্ত্রক, ভারত সরকার, প্রেরণ করা হয়েছে সম্পূর্ন করা হয়েছে ২৮ জুন ২০২৩, ধারাবাহিক প্রয়োজনীয়তা অনুসারে। ভিত্তি হিসাবে সেকশান ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩ সঙ্গে পঠিত ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪, বিষয়সূচি বিবেচিত হবে ৩৮তম এজিএমে যা আলোচিত হবে রিমোট ই-ভোটিং (এজিএমের পূর্বে ভোট প্রদানের সুবিধা) এবং আরও ই-ভোটিং এজিএম চলাকালীন যার সুবিধা প্রদান করবে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটারি লিমিটেড (এনএসডিএল) যাহাকে নিযুক্ত করেছে কোম্পানি। ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিস এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-http://cplindustries.org.in এবং এনএসডিএল ওয়েবসাইটে www.evoting.nsdl.com এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে , যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে।

যে সকল সদস্যদের নাম রেকর্ড রয়েছে কোম্পানির সদস্য রেজিস্টারে কাট-অফ তারিখে ১৪ জুলাই, ২০২৩ তারাই বিবেচিত হবেন রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিংয়ের জন্য এজিএম চলাকালীন। যদি কোন ব্যক্তি সদস্য না হয়ে থাকেন কাট-অফ তারিখে তাকে পাঠানো এজিএম নোটিস বিবেচিত হবে শুধুমাত্র তথ্যের জন্য। রিমোট ই-ভোটিং মেয়াদ শুরু হবে মঙ্গলবার ১৮ জুলাই, ২০২৩ (সকাল ৯.০০) এবং শেষ হবে ২০ জুলাই, ২০২৩ (বিকাল ৫.০০)। এই সময়কালে কোম্পানির সদস্য, যারা শেয়ার ধরে রেখেছেন হয় ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিমেটিরিয়ালাইজড ফর্মে, কাট-অফ তারিখে ১৪ জুলাই, ২০২৩ তারাই ভোট প্রদান করতে পারবেন রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে। এনএসডিএল রিমোট ই-ভোটিং মডিউল বন্ধ করবে তারপর। একবার কোন সদস্য কোন বিষয়ে ভোটপ্রদান করলে, সেই সদস্য তা আর পরিবর্তন করতে পারবেন না। কোন ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার নিয়েছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছে নোটিস পাঠানোর পর এবং শেয়ার ধরে রেখেছেন কাট-অফ তারিখে ১৪ জুলাই, ২০২৩, লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য evoting.nsdl.co.in বা rta@cbmsl.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠান।

যদি, আপনি ইতিমধ্যে এনএসডিএলে নথিবদ্ধ থাকেন রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য তাহলে আপনি নিজের বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন নিজের ভোট প্রদানের জন্য। যদি আপনি নিজের পাসওয়ার্ড ভুলে যান, তাহলে পাসওয়ার্ড রিসেট করতে পারবেন ''Forgot User Details/Passsword'' অপশন ব্যবহার করে যা পাওয়া যাবে www.evoting.nsdl.com ওয়েবসাইটে বা যোগাযোগ করুন এনএসডিএল এর সাথে উল্লেখিত টোল ফ্রি নাম্বার ১৮০০-২২২-৯৯০ ব্যবহার করে।

কজন সদস্য অংশ নিতে পারবেন বার্ষিক সাধারণ সভায় রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার পর তিনি সভায় পুণরায় ভোটদানের জন্য বিবেচিত হবেন না।

যদি কোন প্রশ্ন থাকে, আপনি দেখতে পারেন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশচান (এফএকিউএস) সদস্যদের এবং সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল যা পাওয়া যাবে www.evoting.nsdl.com ডাউনলোড সেকশানে বা কল করতে পারেন টোল ফ্রি নাম্বারে ঃ ১৮০০-২২২-৯৯০। প্রশ্ন বা সহায়তা রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত আরও দেখভাল করবেনঃ

মে. সিবি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড সিনিয়র ম্যানেজার ও সহযোগী আধিকারিক **টেলি ঃ** ০৩৩-৪০১১-৬৭২৮, **ফ্যাক্স ঃ** ০৩৩-৪০১১-৬৭৩৯ **মোবাইল ঃ** ০৯৮৩৬০২১৭১১১ **ই-মেল ঃ** senguptask@cbmsl.co	মে. ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটারি লি. (এনএসডিএল) মিস পল্লবী মাহাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার **টেলি ঃ** ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ / ১৮০০ ২২৪ ৪৩০ **ই-মেল ঃ** pallavid@nsdl.co.in

কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার রেজিস্টার বন্ধ থাকবে ১৫ জুলাই, ২০২৩ থেকে ২১ জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত (উভয় দিন সহকারে)।

ভোটের ফলাফল ঘোষিত হবে ৩৮তম এজিএম শেষ হওয়ার পর দুটি কাজের দিনের মধ্যে। ঘোষিত ফলাফল, পরীক্ষকদের প্রতিবেদন, পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে http://cplindustries.org.in, এনএসডিএল ই-ভোটিং ওয়বসাইটে www.evoting.nsdl.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জে, যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত।

বোর্ডের আদেশানুসারে
সিপিএল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
আশিকা আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৯ জুন, ২০২৩

নরবেন টি অ্যান্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড

CIN : L01132WB1890PLC048991
রেজি. অফিস ঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণী, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং. ২২১০০৫৫৩, ফ্যাক্স নং. ০৩৩ ২২১০০৫৪১
E-mail:enquiry@norbentea.com; Website:www.norbentea.com

গনবিজ্ঞপ্তি তেত্রিশ তম বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত যা অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'') বা অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে (''ওএভিএম'')

এতদ্বারা সূচিত করা যায় যে ৩৩তম বর্ষিক সাধারণ সভা নরবেন টি অ্যান্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড সদস্যদের অনুষ্ঠিত হবে আর্থিক বছর ২০২২-২৩ এর জন্য শুক্রবার, ২৮ জুলাই, ২০২৩ বেলা ১১.৩০ ঘটিকায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'') বা অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে (''ওএভিএম'') অনুসারী হিসাবে বন্দোবস্ত কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার যা সেবি জারি করেছে এবং এমসিএ সার্কুলার নং. ২০ / ২০২০ এবং ১০ / ২০২২ তারিখ ৫মে, ২০২০ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ যৌথভাবে।

ভিসি / ওএভিএম সুবিধা সভার জন্য প্রদান করবে সেন্ট্রাল ডিপোসিটারি লিমিটেড (''সিডিএসএল'') আলোচনার বানিজ্যিক সূচি যা স্থির রয়েছে এজিএম সংক্রান্ত নোটিসে। সদস্যরা যোগ দিতে পারবেন এবং সভায় অংশ নিতে পারবেন শুধুমাত্র ভিসি / ওএভিএম মাধ্যমে এবং এজিএমে শারিরীকভাবে উপস্থিত থাকার অন্য কোন বন্দোবস্ত নেই। ভিসি / ওএভিএম মাধ্যমে এজিএমে উপস্থিতি এজিএমে কোরাম হিসাবে গননা করা হবে।

প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলির ভিত্তিতে, ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের জন্য এজিএম এবং স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতিগুলির নোটিশ সহ বোর্ডের রিপোর্ট, অডিটরদের রিপোর্ট এবং অন্যান্য নথিপত্রের সাথে সংযুক্ত করে কোম্পানির সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টে / আরটিএ-তে নিবন্ধিত রয়েছে। উল্লিখিত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.norbentea.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে, যথা বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড যথাক্রমে www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এবং কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড এবং মেসার্স সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটে। নোটিশ এবং বার্ষিক রিপোর্টের কোন ফিজিক্যাল কপি কোন সদস্যকে পাঠানো হবে না।

যেসকল সদস্যরা তাদের ই-মেইল ঠিকানা এবং মোবাইল নং নিবন্ধন করেননি তারা অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন এবং ডিপির সাথে তাদের বিশদ যাঁচাই / আপডেট করতে পারেন ডিম্যাট ফর্মে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে এবং প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের কাছে এটি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে কোম্পানির সাথে রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট।

ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি ঃ

সদস্যরা ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের (''ই-ভোটিং'') মাধ্যমে এজিএমের নোটিশে উল্লেখ করা বিষয়ে তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন।

ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে, ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের এবং যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য দূরবর্তীভাবে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি (রিমোট ই-ভোটিং) এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.norbentea.com এবং মেসার্স এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড এবং মেসার্স সিডিএসএল (https://www.evotingindia.com/) ওয়েবসাইটেও বিস্তারিত পাওয়া যাবে।

ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি এজিএম (''ইন্সটা পোল'') এও উপলব্ধ করা হবে এবং এজিএমে উপস্থিত সদস্যরা যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা এজিএম তারিখে ভোট দিতে পারবেন ইন্সটা পোল মাধ্যমে।

ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য লগইন শংসাপত্রগুলি সদস্যদের ইমেলের মাধ্যমে উপলব্ধ করা হবে। যে সদস্যরা ই-মেইল পান না বা যাদের ইমেল ঠিকানা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী / আরটিএ-তে নিবন্ধিত নয়, তারা এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নোটগুলিতে দেওয়া নির্দেশাবলী অনুসরণ করে লগইন শংসাপত্র তৈরি করতে পারবেন।

একই লগইন শংসাপত্রগুলি ভিসির মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দেওয়ার জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।

নরবেন টি অ্যান্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড
স্বা /-
আশিস পাঠক
কোম্পানি সেক্রেটারি ও সহযোগী আধিকারিক
Membership No.A70452

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৯ জুন, ২০২৩

বিজেপির বুথ সভাপতির রহস্যমৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ২৯ জুন ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিজেপির বুথ সভাপতি দীপক সামন্তের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং থানার ৯ নম্বর বলপাই অঞ্চলের পানিথর বুথে এলাকায়। মৃত দীপক সামন্তের বয়স ৩৫ বছর। মৃতের পরিবারের দাবি দীপককে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে! যদিও বিজেপি নেতার খুনের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। এদিকে সবংয়ের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসনের কাছে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা তৃণমূলের কো-অর্ডিনেটর অজিত মাইতি বলেন, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে। পারিবারিক বিবাদের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে। বিজেপি এই নিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা করছে। এসব মিথ্যা বলে বিজেপি গোটা বাংলায় রাজনীতি করছে। আমরাও চাই পুলিশ তদন্ত করুক। যদিও তৃণমূলের কেউ যুক্ত থাকে, তাহলে আমরা বাধা দেব না। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান সবং থানার পুলিশ আধিকারিকরা। কী কারণে মৃত্যু হল ওই বিজেপি বুথ সভাপতি, এর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চলছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছ পুলিশ। সিবিআই তদন্তের দাবিতে সরব বিজেপি। এদিকে বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে অনেক বিজেপি কর্মীকে খুন করে হাইটেনশন তারে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। একেবারে মাওবাদী কায়দায় খুন করত। যারা এক সময় মাওবাদী পতাকা নিয়ে রাজনীতি করত, তারাই এখন তৃণমূলের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এবং অনেক মাওবাদী এখন তৃণমূলের জনপ্রতিনিধি হয়েছে। তাই দীপকের মতো নেতাকে আমরা হারালাম। এর আগেও দীপককে একাধিক বার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। ওর বাড়িতে থান-কাপড় পাঠানো হয়েছিল। সেটা নিয়ে আমরা আগেও অভিযোগ করেছিলাম। তৃণমূল ভয় দেখাতে চাইছে। আসলে এখানে আইনের শাসন নেই। অতীতেও এই রাজ্যে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়নি। এবারও হবে না। এই রাজ্যে আতঙ্কের আবহ তৈরি করা হচ্ছে। এদিকে নিহত দীপকের পরিবারের সদস্যরা জানান, অঞ্চল সভাপতি মালিক মাইতি-সহ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা প্রতিদিন তাঁকে খুনের হুমকি দিত। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ওই বিজেপি বুথ সভাপতি বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যান। ছেলেকে দেখতে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা খোঁজখবর শুরু করেন। কিছুক্ষণ পর বাড়ির ভিতর থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় তাঁর। বিজেপির অভিযোগ, বিজেপি করার অপরাধে চাষবাস-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওই বুথ সভাপতিকে বয়কট করা হয়। পাশাপাশি পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির হয়ে প্রচার করতেও বাধা দেওয়া হয়। এমনকি তৃণমূল নেতৃত্বরা তার স্ত্রীকে হুমকি দেয় বলেও দাবি। তারপরেই মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোর তৈরি হয়েছে।

ছেলের হাতে খুন

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৯ জুন ঃ আলিপুরদুয়ারে নিজের মাকে খুন করার অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই তাঁকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে। আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের বেংডোবা বনবস্তি এলাকায় বাহা কিস্কুকে নিয়ে বসবাস করত ছেলে রমান টুডু। বৃহস্পতিবার সকালে প্রতিবেশীরা বাড়িতে এলে দেখতে পায় বাহা টুডু রক্তাক্ত অবস্থায় পরে রয়েছে। তাঁরাই খবর দেন কুমারগ্রাম থানায়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতার ছেলে রমানকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় পুলিশ। প্রতিবেশীদের সূত্রে জানা যায়, বুধবার রাতে তারা বাহা টুডুর চিৎকার শুনেছিলেন। মা ও ছেলের মাঝে চেঁচামেচি লেগে থাকে তাই কেউ বিষয়টি গুরুত্ব দেয়নি। এদিন সকালে বাহা কিস্কুকে ডাকতে এসে তার দেহ দেখেন এলাকাবাসীরা। রমানের হাতে লাঠি দেখতে পেয়েছেন প্রতিবেশিরা। তারপরেই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। ধৃত রমানকে আদালতে পাঠান হয়েছে। তবে ছেলেটি মানসিক ভারসাম্যহীন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

নকল ব্যালট ছাপানোর চেষ্টা পুলিশের!

কমিশনারের কাছে নালিশ অধীরের

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৯ জুন ঃ বুধবারের পর বৃহস্পতিবার ফের নকল ব্যালট পেপার নিয়ে সরব হলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর। নকল ব্যালট পেপার ছাপানোর চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেস নেতা। এই অভিযোগ নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহাকে চিঠিও পাঠিয়েছেন অধীর। কমিশনারকে পাঠানো চিঠিতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নালিশ জানিয়েছেন, পুরুলিয়ার তিনজন ডব্লুবিসিএস অফিসারকে পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসাররা চাপ দিচ্ছেন। মাস্টার কি তাঁদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য প্রশাসনিক অফিসারদের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। একই সিরিয়াল নম্বরে নকল ব্যালট পেপার ছাপানোর জন্য এই চেষ্টা করা হচ্ছে বলে দাবি অধীরের। কিন্তু ওই প্রশাসনিক অফিসাররা তাতে রাজি ছিলেন না। আর তারপরই নবান্ন থেকে ওই অফিসারদের বদলির নির্দেশিকা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির। রাজ্যের শাসক শিবির তথা সরকারকে কটাক্ষ করে চিঠিতে অধীর লিখেছেন, এভাবেই সৎ অফিসারদের পুরস্কৃত করা হচ্ছে! নির্বাচন কমিশনারকে পাঠানো চিঠিতে অধীরের অভিযোগ, ওই পুলিশ অফিসারদের লক্ষ্য ছিল নকল ব্যালট বাক্স ঢুকিয়ে আসল বাক্সগুলিকে সরিয়ে দেওয়া। 'উর্দি গায়ে তৃণমূলের ক্যাডাররা' পঞ্চায়েত নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার চেষ্টা করছেন বলেও চিঠিতে লিখেছেন অধীর। উল্লেখ্য, এই নকল ব্যালট নিয়ে গতকালই বোমা ফাটিয়েছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি। আর আজ এই নিয়ে সরাসরি রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে অভিযোগ জানিয়ে রাখলেন তিনি। রাজীব সিনহা যাতে দ্রুত এই বিষয়ে পদক্ষেপ করেন এবং 'উর্দিধারী ক্যাডারদের' বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেন সেই দাবি জানিয়েছেন অধীর চৌধুরী। গতকাল অধীরের অভিযোগের পর বাকি বিরোধী দলগুলিও একই সুরে সুর চড়িয়েছিল। যদিও তৃণমূল শিবির থেকে এই জাতীয় অভিযোগ আদৌ বাস্তবসম্মত কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। অধীর কেন তাঁর অভিযোগ নিয়ে কমিশনের দ্বারস্থ হচ্ছেন না, তা নিয়েও প্রশ্ন ছিল তৃণমূলের। এবার শেষেমেষ কমিশনারের কাছে চিঠি লিখে ফেললেন অধীর।

বহিষ্কার ৪৩ নেতা

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২৯ জুন ঃ বৃহস্পতিবার তমলুকেই ১১টি পঞ্চায়েত সমিতির ৪৩ জনকে বহিষ্কার করা হল। তৃণমূল নেতা হয়েও নির্দল প্রার্থী হিসেবে ভোটে লড়ার অভিযোগেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। অনির্দিষ্টকালের জন্য তাঁদের সাসপেন্ড করা হয়েছে। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র তমলুকে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে সেই তালিকা প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে সৌমেন মহাপাত্র বলেন, প্রার্থী না হতে পেরে সাময়িক দুঃখ পাওয়ায় অনেকেই নির্দলে প্রার্থী হয়েছেন। দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা হওয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ নির্দল প্রার্থীকে সমর্থনে প্রচার করছেন। রাজ্যস্তরে এ বিষয়ে পর্যালোচনা হওয়ার পর কাদের সাসপেন্ড করা হবে, সেই তালিকা পাঠানো হয়েছে। তাঁর দাবি, সবার মতামত নিয়েই প্রার্থী তালিকা তৈরি করা হয়েছে। তবে দল যে সবার ওপরে, এটা মাথায় রেখে যাঁরা গুরুত্ব দিচ্ছেন না, তাঁদের ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। বিজেপির সভাপতি তপন বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেন, এই দলের অস্তিত্ব বিপন্ন। এটা আইওয়াশ ছাড়া আর কিছু নয়।

স্বয়ংক্রিয় ব্লক সিগন্যালিং কাজগুলির ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এন-২০২৩-কে৫, তারিখঃ ২৭-০৬-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নংঃ** এন-২০২৩-কে৫-এবিএস-ইপিসি; **কাজের নামঃ** উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনে আলুবাড়ি রোড (এইউবি)-সুরজকমল (এসজেকেএল) সেকশনে স্বয়ংক্রিয় ব্লক সিগন্যালিং-এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹৩২,৩৫,৩৮,৩০০/-; বায়না মূল্যঃ ₹১৬,১৭,৭০০/-;টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় **২৮-০৮-২০২৩** তারিখে **১১.০০** ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **২৮-০৮-২০২৩** তারিখে **১১.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিএসটিই(জিএস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এসএন্ডটি/ এপিডিজে/০৫, তারিখঃ ৩১-০৫-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং.ঃ** এপি-এসটি-০৫-২০২৩-২৪; **কাজের নামঃ** ১.৫ (দেড় বছর) সময়ের জন্য আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ১৬টি স্টেশনে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং (সিমেন্স) এর তৈরী-এর সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ** ₹২,০৪,৮৬,৫৯২/-; **বিড সিকিউরিটিঃ** ₹২,৫২,৪০০/-। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ও সময় **১৫.০০** ঘন্টায় এবং খোলা **২১-০৭-২০২৩** তারিখে বন্ধ হওয়ার পর। বিস্তারিত জানার জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে যান।
ডিআরএম(এসএন্ডটি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সরানো হল নন্দীগ্রামের আইসিকে

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ২৯ জুন ঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগেই রদবদল নন্দীগ্রামে! সরানো হল নন্দীগ্রাম থানার আইসি সুমন রায়চৌধুরীকে। আপাতত নন্দীগ্রাম থানার দায়িত্বে থাকবেন কাশীনাথ চৌধুরী। রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের আর মাত্র ন'দিন বাকি। ঠিক তার আগেই কেন আইসি পদে 'বদল' নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। যদিও পুলিশ সূত্রে খবর, আইসিকে বদল করা হয়নি। সুমন ছুটি চেয়েছিলেন। তা মঞ্জুর করা হয়েছে মাত্র। তমলুক জেলা পুলিশের ডিএসপি (সদর) মহম্মদ মইনুল হক বলেন, এটা কোনও বদলি নয়। বিষয়টি নিয়ে অযথা জলঘোলা হচ্ছে। নন্দীগ্রামের আইসি সুমন রায়চৌধুরীর মা অসুস্থ। তার জন্যই ছুটি চেয়েছিলেন তিনি। সেই ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। যত দিন উনি ছুটিতে থাকবেন, তত দিন দায়িত্ব সামলাবেন কাশীনাথ চৌধুরী। ভোটের ঠিক আগেই আইসি 'বদলে' ষড়যন্ত্র দেখছে বিজেপি। তাদের দাবি, ভোটের সময় শাসকদলকে সুবিধা করে দিতেই এই ভাবে আইসি 'বদল' করা হল। নন্দীগ্রামের বিজেপি নেতা প্রলয় পালের দাবি, এই রাজ্যের সরকার সংবিধান মানে না। নন্দীগ্রামে বিজেপিকে দমাতেই এই সব ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। তবে এখানে বিজেপি কর্মীরা সজাগ আছে। পুলিশকে সামনে রেখে বিজেপির উপর হামলা হলে কর্মীরা তা প্রতিহত করার জন্য পুরো দস্তুর তৈরি। বিজেপির এই দাবিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল। নন্দীগ্রামের তৃণমূল ব্লক সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গ বলেন, নন্দীগ্রামের আইসি বদল নিয়ে কোনও সরকারি নির্দেশের কথা আমরা জানি না। কী কারণে আইসি বদল, তা জানার পরেই এ বিষয়ে মন্তব্য করা সম্ভব।

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. প্রয়াগরাজ-জিএসইউ-সিগ-২০৪-২০২৩-২৪ তারিখ ঃ ২৮.০৬.২০২৩

ই-টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডেপু. সিএসটিই গতি শক্তি ইউনিট(সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশান) এন.সি. রেলওয়ে, প্রয়াগরাজ আহ্বান করছেন ই-টেন্ডার প্রস্তাবিত ফর্মে উল্লখিত কাজের জন্য ১২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। **টেন্ডারের বিস্তারিত নিম্নোক্ত ঃ-**

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	কাজের নাম
১	০০৯	সরানোর কাজ বিবিধ বর্তমান থাকা এসওটি গিয়ার / সামগ্রী অমৃত ভারত স্টেশান স্কিমের সাথে সংযুক্ত খুরজা, টুন্ডলা, ফিরোজাবাদ, সিকোহাবাদ, মৈনপুরী, এটাওয়া ও পানকি ধাম স্টেশনে।

কাজের আনু. মূল্য কাজের ঃ ৭৭৭৩৯১২.৫৩ | **বায়না মূল্য ঃ** ১৫৫৫০০
টেন্ডার নথির মূল্য ঃ ০.০০ | **সম্পাদনের মেয়াদ ঃ** ১২ মাস
টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ২৪.০৭.২০২৩।
২. টেন্ডার ফর্ম পাওয়া যাবে ঃ টেন্ডার ফর্ম পাওয়া যাবে **www.ireps.gov.in**
৩. টেন্ডার খোলার তারিখ, সময় ও স্থান ঃ টেন্ডার খোলা হবে ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, প্রয়াগরাজ অফিসে পূর্ব নির্ধারিত তারিখে বা তার পরে বেলা ১২.৩০ ঘটিকায়।
1026/23 (D)

North central railways | @CPRONCR | @northcentralrailway | www.ncr.indianrailways.gov.in

SBI

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমইসি বিধাননগর শাখা, কোড নং ঃ ১৫৭৪৫
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত আধিকারিকের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ পারমিতা সাহা, **e-mail ID : sbi.15745@sbi.co.in** মোবাইল নং ঃ +৯১৮০০১২৩০৪৬৭

(দেখুন বন্দোবস্ত ধারা ৮(৬) ও ধারা ৯(১)) বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ে
ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ সুদ নিরাপত্তা আইন, ২০০২ সঙ্গে পড়তে হবে বন্দোবস্ত ধারা ৮(৬) ও ধারা (১) সুদ নিরাপত্তা (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২।

তারিখ ও সময় ই-নিলামের ঃ তারিখ ঃ ১৭.০৭.২০২৩।
সময় ঃ ২৪০ মিনিট সকাল ১১.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৩.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। প্রতি দরের ক্ষেত্রে সীমাহীন বর্ধিত ১০ মিনিট।
দর-পূর্ব ইএমডি জমা করার শেষ তারিখ ঃ ''আগ্রহী দরদাতারা জমা করতে পারেন দর-পূর্ব ইএমডি এমএসটিসি-তে ই-নিলাম বন্ধ হওয়ার পূর্বে। দর-পূর্ব ইএমডি ক্রেডিট প্রদান করা হবে দরদাতাদের কেবলমাত্র এমএসটিসি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রদানের রিসিপ্ট পাওয়ার পর এবং তা আপডেট করার তথ্যাবলী ই-নিলাম ওয়েবসাইটে। ব্যাঙ্কের পদধিতি অনুসারে এই কাজে কিছু সময় লাগতে পারে এবং দরদাতারা, নিজেদের আগ্রহে তা করবেন, তাদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে জমা করতে দর-পূর্ব ইএমডি রাশি জমা করতে অগ্রিম শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়ানোর জন্য।''

এতদ্বারা জনস্বার্থে এবং বিশেষভাগে গ্রাহক এবং জামিনদারদের সূচিত করা যায় যে নিম্নবর্নিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী / দায়বদ্ধ রয়েছে সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে, যার শারিরীক অধিগ্রহণ করেছেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র অনুমোদিত আধিকারিক, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত ঋণদাতা, যা বিক্রয় করা হবে **''যেখানে রয়েছে'', ''যাকিছু রয়েছে'', এবং ''সেখানে যাকিছু রয়েছে'' ভিত্তিতে ১৭.০৭.২০২৩ তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকায় পুণরুদ্ধার করতে টাকা. ৯,১৭,০৭৪.০০ ২৮.০৭.২০০৯ তারিখে** সঙ্গে সুদ এবং এবং পরবর্তী ব্যয় যা বকেয়া রয়েছে সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে **মে. টিএন এন্টারপ্রাইজ, মালিক ঃ তারক নাথ দাস (অ্যাকা. নং. ৩০০৯৭২৪৫৫৪৮ (আরএ), ৩০৯৮১২৯৪৬৩৬ (এইউসিএ))** , ফ্ল্যাট নং. ৩এ গ্রাউন্ড ফ্লোর যার হোল্ডিং নং. ১৫৩, ড. লালমোহন ব্যানার্জি রোড, পোস্ট ও মৌজা-পানিহাটি, থানা-খড়দহ, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১১৪, অধীন পানিহাটি পৌরসভা, ওয়ার্ড নং. ৪,
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময় ঃ ১৫.০৭.২০২৩। সময় সকাল ১১.০০ ঘটিকা থেকে দুপুর ২.০০ ঘটিকা।

ক্র. নং.	স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষুদ্র বিবরণ সঙ্গে জ্ঞাত দায় সহকারে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না মূল্য
১	মূল সম্পত্তি (বসবাসের ফ্ল্যাট নং. ৩এ বালাজি অ্যাপার্টমেন্ট) পরিমাপ ১০০৭ ব. ফু. (সুপার বিল্ট এলাকা) সঙ্গে সমস্ত ব্যবহারের অধিকার যা রয়েছে মিউনিসিপাল হোল্ডিং নং. ১৫৩, লালমোহন ব্যানার্জি রোড, পানিহাটি, দাগ নং.-আরএস ১১৫৩, খতিয়ান নং-১২৫৪, জেএল নং. ১০, তৌজি নং. ১৫৫, মৌজা ও পোস্ট-পানিহাটি, থানা-খনদহ, অধীন পানিহাটি পৌরসভা, ওয়ার্ড নং.-৪, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১১৪। **মালিক ঃ শ্রী তারক নাথ দাস (মালিক)** **অধিগ্রহণের ধরণ ঃ শারিরীক**	**টাকা. ১৫,৭৫,০০০.০০**	**টাকা. ১,৫৭,৫০০.০০**
		দর বর্ধিত রাশি ঃ ১০,০০০.০০	

বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী বিক্রয়ের, জানতে দয়াকরে দেখুন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া প্রদত্ত লিংক, সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট -**https:// www.sbi.co.in** ও ই-নিলাম পদ্ধতি পরিচালনা, দয়াকরে দেখুন মে. এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিংক **https:// www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** ও-**https://tenders.gov.in** ।

তারিখ ঃ ৩০.০৬.২০২৩,
স্থান ঃ কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

টলি-বলির টুকরো খবর

পর পর ব্যর্থতায় অভিনয়ে বিরতি, এ বার কি অন্য পেশা বেছে নিলেন আমির খান!

কেরিয়ারের নিরিখে গত কয়েক বছর বিশেষ ভাল কাটেনি বলিউড অভিনেতা আমির খানের। বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছিল 'ঠগ্স অফ হিন্দোস্তান'। তার পরে একই রকমের ভরাডুবি 'লাল সিংহ চড্ডা'-রও। জনপ্রিয় হলিউড অভিনেতা টম হ্যাঙ্কসের 'ফরেস্ট গাম্প' অবলম্বনে তৈরি ছবি মন ভরাতে পারেনি দর্শক ও সমালোচকের। 'লাল সিংহ চড্ডা'র ব্যর্থতার পরে প্রায় এক বছর প্রচারের আলো থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন আমির খান। গত কয়েক মাসে ফের ক্যামেরার সামনে দেখা পাওয়া গিয়েছে মিস্টার পারফেকশনিস্টের। তবে এখনই অভিনয়ে ফিরতে রাজি নন আমির। বরং প্রয়োজনাতেই মন দিতে চান তিনি। তার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে বটে। তবে তাতেও কম হোঁচট খেতে হয়নি আমিরকে। অভিনয়, প্রযোজনা সব সরিয়ে রেখে আজকাল নাকি অন্য কাজে মন দিয়েছেন বলিউড তারকা। সম্প্রতি রেকর্ডিং

স্টুডিয়োয় দেখা গিয়েছে তাঁকে। তবে কি এ বার গান গাইবেন আমির? সম্প্রতি সমাজমাধ্যমের পাতায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন গায়িকা সোনা মহাপাত্র, যেখানে আমিরকে দেখা গিয়েছিল রেকর্ডিং স্টুডিয়োর ভিতরে। ১৯ সেকেন্ডের ওই ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে সাড়া ফেলে দিয়েছে। যদিও তার পরে সেই ভিডিয়ো ইনস্টাগ্রাম স্টোরি থেকে মুছেও দেন সোনা। তবে কি নতুন প্রজেক্টের কথা এখনই প্রকাশ করতে চাইছেন না আমির? জল্পনা তুঙ্গে। এর আগে ১৯৯৮ সালে 'গুলাম' ছবির জন্য অলকা যাজ্ঞিকের সঙ্গে জুটি বেঁধে 'আতি ক্যা খান্ডালা' গান গেয়েছিলেন আমির। অন্য দিকে, প্রযোজক হিসাবে স্প্যানিশ ড্রামা 'ক্যামপিওনেস'-এর গল্প অবলম্বনে চিত্রনাট্য ভেবেছেন আমির খান। সেই ছবিতে প্রথমে মুখ্য চরিত্রের জন্য সলমন খানকে ভেবেছিলেন আমির। তবে এখন খবর, সেই ছবিতে দেখা যেতে চলেছে অভিনেতা ফারহান আখতারতকে।

সম্পর্কে ছেদ জিতু এবং নবনীতার, কারণ প্রকাশ্যে আনলেন নায়িকা

বিয়ে ভাঙছে অভিনেতা জিতু কমল এবং অভিনেত্রী নবনীতা দাসের। সম্পর্ক ভাঙার কথা ফেসবুকে পোস্ট করে জানিয়ে দিলেন নবনীতা। তিন মাস ধরেই আলাদা থাকছিলেন। আইনি প্রক্রিয়াও এগিয়ে গিয়েছে অনেকটাই। এখনও বিবাহবিচ্ছেদের শংসাপত্র আসেনি। বৃহস্পতিবার সকালে নবনীতা তাঁর ফেসবুক পোস্টে লেখেন, টেবিলে দুটো প্লেট একসঙ্গে থাকবে না। টাওয়েল, সানস্ক্রিনের ভাগাভাগি হবে না। জানি এই পরিস্থিতি সামলানোর জন্য আমায় প্রস্তুত করে দিয়েছ তুমি। আমরা দুজন দুজনের সাথে ভাল নেই.....প্রেম, বন্ধুত্ব, বিয়ে এই সব নিয়ে এক বর্ণময় অধ্যায়ের ইতিটা নয় এই ভাবেই হোক। ভাল থেকো জিতু। কিছু দিন আগেই লন্ডন থেকে ফিরেছেন জিতু এবং নবনীতা। এই কয়েক দিনের মধ্যে কী এমন ঘটল? তিন মাস ধরে যদি তাঁরা আলাদা থাকেন, তা হলে লন্ডনে নায়কের সঙ্গে কেন ঘুরতে গেলেন নবনীতা? উঠছে এমন অনেক প্রশ্নই। দু'জনের আলাপ বহু দিনের। সিরিয়ালের সেটেই প্রেম। হঠাৎ সুখের সংসারে কী হল? নায়িকা জানান, মন ভালো নেই তার। আমি নিজেই বুঝতে পারছি না এই পরিস্থিতি কী ভাবে সামলানো উচিত। কিচ্ছু বুঝতে পারছি না! আসলে কতটা এই ব্যাপারে কথা বলা উচিত, সেটাও বুঝে উঠতে পারছি না। আমরা তিন মাস ধরেই আলাদা ছিলাম। এখন আমার পক্ষেও এটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মতের মিলও হচ্ছিল না অনেক বিষয়ে। জিতুর জীবনে কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, বলতে পারব না। কিন্তু আমার হচ্ছিল। এই সিদ্ধান্তের আগেই আমার লন্ডন যাওয়া ঠিক হয়ে গিয়েছিল। এটা যে হেতু আমার প্রথম বিদেশ ভ্রমণ, টিকিট বাতিল করলে যদি পরবর্তী কালে কোনও সমস্যা হয়, তাই আমরা আর এই ট্রিপটা বাতিল করিনি। পাঁচ বছর আগে ধুমধাম করে বিয়ে করেছিলন জিতু এবং নবনীতা। তার পর ধীরে ধীরে নবনীতা কাজ করা কমিয়ে দেন। জিতু মন দেন বড় পর্দার কাজে। কোনও কিছু আলোচনা করার জন্য আমি নিজেই জিতুর ডেট পাই না। তাঁর এই মন্তব্য কি বিচ্ছেদেরই আভাস ছিল? আপাতত জিতু একের পর এক ছবিতে সই করে চলেছেন। আবারও লন্ডনে কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের নতুন ছবির শুটিং করতে যাওয়ার কথা নায়কের। অন্য দিকে, নবনীতাও শুরু করেছেন নতুন সিরিয়াল 'বিয়ের ফুল'। ব্যক্তিগত জীবনের এই টানাপড়েন ভুলে এই মুহূর্তে কাজে মন দিতে চান অভিনেত্রী।

বিয়ে করলেন সিরিয়ালের জনপ্রিয় মুখ উদয়-অনামিকা

ঠিক যেমনটি চেয়েছিলেন, ঠিক তেমনটিই হল। দুই পরিবারের লোকজন নিয়ে একেবারে ছিমছাম অনুষ্ঠান। বিয়ে করলেন ধারাবাহিকের জনপ্রিয় দুই মুখ উদয় প্রতাপ সিং ও অনামিকা চক্রবর্তী। 'এখানে আকাশ নীলে'র 'হিয়া' এবং 'মিঠাই' ধারাবাহিকের 'রাতুল' তাঁদের সই বিয়ে সারলেন উল্টো রথের দিন। বহুদিন ধরেই বন্ধুত্ব ও প্রেম। তবে ঠিক করেই রেখেছিলেন ২০০৩ সালে বিয়েটা করবেন। কথামতোই ২৮ জুন আইনি বিয়েটা সারলেন উদয় ও অনামিকা। ছিমছাম বিয়ের সাজে ধরা দিলেন অনামিকা ও উদয়। কাটলেন কেক। ক্যামেরার সামনে পোজ দিলেন জুটি। বিয়ের ছবি পোস্ট করে অনামিকা লিখলেন, অবশেষে আমরা পারলাম। আমাদের জীবনের নতুন শুরু হল। উদয় ও অনামিকার বিয়ের ছবি দেখে শুভেচ্ছার বন্যা। টলিপাড়ার সবাই দম্পতিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মন খুলে।

আসানসোল ক্রু লবিতে অনুষ্ঠিত হল পূর্ব রেলওয়ের নিরাপত্তা সেমিনার

কলকাতা, ২৯ জুনঃ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অমর প্রকাশ দ্বিবেদীর নির্দেশনায়, বিভিন্ন জায়গায় নিরাপত্তা বিষয়ক সেমিনার আয়োজন করা হয়। যেখানে নিরাপত্তার নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞান সতেজ করতে এবং মাঠ কর্মীদের মধ্যে নিরাপত্তা সচেতনতা বৃদ্ধি করতে আলোচনা করা হয়। এই দিকে অগ্রসর হয়ে ২৮ জুন আসানসোল ক্রু লবিতে একটি নিরাপত্তা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন পি. দানসানা, প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশন ম্যানেজার (ইস্টার্ন রেলওয়ে), বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার (আসানসোল), প্রিন্সিপাল জেডআরটিআই (ভুলি), আসানসোল বিভাগের শাখা আধিকারিক এবং স্টেশনইয়ার্ডের ফিল্ড স্টাফ এবং রানিং স্টাফরাও উপস্থিত ছিলেন। সেমিনার চলাকালীন, সংযোগ বিচ্ছিন্ন, পুনঃ সংযোগ মেমো, এসপিএডি (সংকেত পাসড অ্যাট ডেঞ্জার) এবং বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং নিয়ম মেনে চলা এবং শর্টকাট বা অননুমোদিত অনুশীলন এড়ানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত সমস্যা নিয়েও আলোচনা হয়। অংশগ্রহণকারীরা তাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপ সম্পর্কিত সমস্যা এবং পর্যবেক্ষণ উত্থাপন পরবর্তীতে, করিডোর ব্লক, দীর্ঘ সময় অবরোধের ঘটনা এড়াতে ব্যবস্থা এবং বৈধ বিপিসি (ব্রেক পাওয়ার সার্টিফিকেট) সহ ট্রেন চালানোর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা কন্ট্রোল রুমের কর্মচারী, সুপারভাইজার এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে করা হয়। সেমিনারে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে জিরো টলারেন্স বাস্তবায়নের জন্য কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন সমাধান করতে নিঃসন্দেহে সাহায্য করেছে।

দিল্লিতে মিলিত জয়শঙ্কর ও এনরিক মানালো, প্রতিনিধি-স্তরের আলোচনা উভয় নেতার মধ্যে

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন ঃ দিল্লিতে ফিলিপিন্সের বিদেশ সচিব এনরিক এ মানালোর সঙ্গে মিলিত হলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। উভয়ে প্রতিনিধি-স্তরের আলোচনাও করেছেন বৃহস্পতিবার। বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ও ফিলিপিন্সের বিদেশ সচিব এনরিক এ মানালো ভারত-ফিলিপিন্স দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা ভিত্তিক পঞ্চম যৌথ কমিশনের সহ সভাপতিত্ব করেন। দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করতে এই উদ্যোগ বিশেষ সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেছেন, আমি সত্যিই আজ আপনার সঙ্গে বসতে এবং আমাদের সহযোগিতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য উন্মুখ। গ্লোবাল সাউথ সামিটে আপনার অংশগ্রহণের জন্য আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। ফিলিপিন্সের বিদেশ সচিব এনরিক এ মানালো বলেছেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মহাকাশ সহযোগিতায় ভারত ফিলিপিন্সের অগ্রাধিকার অংশীদার। আমাদের দুই দেশে বড় সংখ্যক প্রবাসী রয়েছে। বিশেষ করে গত পাঁচ বছরে, আপনার দেশের আরও বেশি সংখ্যক মানুষ ফিলিপিন্সে আসছেন ভ্রমণ ও অধ্যয়ন করতে এবং বর্ধিত বাণিজ্যিক ফ্লাইটের মাধ্যমে মানুষের প্রবাহকে আরও সহজ করতে। আমি ঘোষণা করতে পেরে খুবই আনন্দিত যে ভারতের সঙ্গে বিমান পরিষেবা চুক্তি অনুমোদন করেছে ফিলিপিন্স।

বিষ্ণুপুরে কনভয় রোখার পর রাহুলকে হেলিকপ্টারে যাওয়ার নির্দেশ পুলিশের

ইম্ফল, ২৯ জুন ঃ বিষ্ণুপুরে কনভয় রোখার পর নিরাপত্তাজনিত কারণে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা রাহুল গান্ধীকে হেলিকপ্টারে হিংসাজর্জর জেলাগুলিতে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে মণিপুর পুলিশ প্রশাসন। সে অনুযায়ী একটি হেলিকপ্টারে উড়ে ইম্ফল ফিরে এসেছেন। দুদিনের সফরসূচি নিয়ে আজ বৃহস্পতিবার সকালে মণিপুরের ইম্ফল বিমানবন্দরে অবতরণ করেছেন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সর্বভারতীয় নেতা রাহুল গান্ধী। বিমানবন্দর থেকে তাঁকে নিয়ে কনভয় ছুটে হিংসাজর্জর চূড়াচাঁদ জেলার উদ্দেশ্যে। কিন্তু মাঝপথে বিষ্ণুপুর জেলায় প্রবেশের পর বিষ্ণুপুর থানার সামনে রাহুলের কনভয়ের পথ আগলে ধরে তাঁকে রুখে দিয়েছেন অসংখ্য জনতা। কনভয়কে আটকানোর পর রাহুল গান্ধীকে একটি হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। তাতে চড়ে তিনি চলে আসেন ইম্ফলে। এখান থেকে তিনি তাঁর পরবর্তী সফরসূচি ঠিক করবেন। এদিকে বিষ্ণুপুরে জনতার হাতে বাধার সম্মুখিন হয়ে ক্ষুব্ধ রাহুলের দাবি, সড়কপথে বাধা দিলেও তিনি তাঁর সফর চালিয়ে যাবেন। তাঁর অভিযোগ, শরণার্থী শিবিরে হিংসার শিকার নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলতে না দেওয়ার পিছনে সরকারের হাত রয়েছে। সরকারের ইশরাতেই কতিপয় মানুষ তাঁর কনভয় আটকে দিয়েছেন, অভিযোগ রাহুলের।

উদ্ধার সাবমেরিন টাইটানের ধ্বংসাবশেষ, মিলল অভিযাত্রীদের দেহাংশও

ওয়াশিংটন, ২৯ জুন ঃ অবশেষে খোঁজ মিলল সাবমেরিন টাইটানের ধ্বংসাবশেষের। মর্মান্তিক দুর্ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যেই পাওয়া গেল টাইটান সাবমেরিনের ধ্বংসাবশেষ। সন্ধান মিলেছে সাবমেরিনে থাকা পাঁচ যাত্রীর দেহাংশেরও। বুধবারই মার্কিন উপকূলরক্ষী বাহিনীর তরফে জানানো হয়, গত সপ্তাহে টাইটানিক দেখতে গিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের গভীরেই ধ্বংস হয়ে যাওয়া টাইটান সাবমেরিনের কিছুটা অংশ উদ্ধার করা হয়েছে। এরসঙ্গে উদ্ধার হয় দেহাবশেষও। মনে করা হচ্ছে, টাইটানে যে পাঁচজন যাত্রী ছিলেন, তাদেরই দেহাবশেষ মিলেছে। এবার আমেরিকার মেডিক্যাল অফিসাররা ওই দেহাবশেষ খতিয়ে দেখবেন। তারপরই নিশ্চিত হওয়া যাবে যে উদ্ধার হওয়া দেহাবশেষ টাইটানের যাত্রীদের নাকি। ১৯১২ সালে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল টাইটানিক। দাবি করা হয়েছিল, এই জাহাজ কখনও ডুববে না। কিন্তু প্রথম যাত্রাতেই ডুবে থাকা বরফের চূড়ায় ধাক্কা মারে টাইটানিক। কয়েক হাজার যাত্রীকে নিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরেই সলিল সমাধি হয় টাইটানিকের। এখনও আটলান্টিকের তলাতেই পড়ে রয়েছে টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ। আর এই ধ্বংসাবশেষকে চোখের সামনে দেখতেই পাঁচ যাত্রীকে নিয়ে সমুদ্রে নেমেছিল টাইটান। ওই ছোট্ট সাবমেরিনে যাত্রী ছিলেন ব্রিটেনের হ্যামিস হার্ডিং, ফ্রান্সের সাবমেরিন বিশেষজ্ঞ পল হেনরি নারগিওলেট, পাকিস্তানি-ব্রিটিশ ধনকুবের শাহজাদা দাউদ ও তাঁর ছেলে সুলেমন এবং ওয়ানগেট এক্সপিডিশন সংস্থার সিইও স্টকটন রাশ। আটলান্টিকে নামতেই কিছুক্ষণ পর যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল টাইটানের সঙ্গে। দুর্ঘটনার তিনদিন পরে জানানো হয়, ধ্বংস হয়ে গিয়েছে টাইটান সাবমেরিন। উত্তর আটলান্টিকের দুই মাইল গভীরে জলের অত্যাধিক চাপেই ধ্বংস হয়ে যায় টাইটান। মৃত্যু হয় পাঁচজনেরই। এরপর থেকেই টাইটানের ধ্বংসাবশেষ খোঁজার জন্য উদ্ধারকাজ শুরু করা হয়েছিল। আমেরিকাই এই উদ্ধারকাজের নেতৃত্বে রয়েছে। বুধবারই পূর্ব কানাডার সমুদ্রের গভীর থেকে টাইটানের একটা ছোট্ট অংশ উদ্ধার করা হয়। ধ্বংসাবশেষ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছিল টাইটান। এই ধ্বংসাবশেষ মার্কিন বন্দরে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানেই যাবতীয় পরীক্ষা- নিরীক্ষা করা হবে। উদ্ধারকাজের যে ছবিগুলি সামনে এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে টাইটানের সামনের ছুঁচলো অংশ ও এক পাশের কিছুটা অংশ সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সেখান থেকে তার ঝুলছে। এরমধ্যেই দেহাবশেষও পাওয়া গিয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

Name Change

Sanjay kumar singh (Old name) S/O Bainktesh Narayan Singh, Residing at Cotton mill Lane No 16/7 Champdani, P.O - Baidyabati, P.S - Bhadreswar , Dist - Hooghly , Pin - 712222 west bengal India , I have Change my name to (shall henceforth be known as) Abinash Kumar Singh vide an affidavit sworn before the notary public, at Champdani Hooghly 19/06/2023 , Sanjay kumar singh and Abinash Kumar Singh both are same and one Identical person.

স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করার জন্য যাত্রীদের সুবিধার্থে ক্যাম্প

কলকাতা, ২৯ জুন ঃ 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপটি প্রতিদিনই মেট্রো ব্যবহারকারীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। এই অ্যাপটি ব্যবহার করতে আরও বেশি সংখ্যক যাত্রীদের সক্ষম করার জন্য, মেট্রো অফিসার এবং কর্মীরা নিয়মিত বিরতিতে সমস্ত মেট্রো স্টেশনে বিশেষ ক্যাম্প পরিচালনা করছেন। উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্ম টেলিভিশনগুলিতে বিশেষ প্রচারমূলক ফিল্মগুলি (কীভাবে এই গ্রাহক বান্ধব অ্যাপটি ডাউনলোড এবং ব্যবহার করতে হয়) দেখানো হচ্ছে। এই অ্যাপটিকে জনপ্রিয় করতে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিও ব্যবহার করা হচ্ছে। মেট্রো ব্যবহারকারীদের এই অ্যাপ সম্পর্কে সচেতন করতে উত্তর-দক্ষিণ (ব্লু লাইন) এবং পূর্ব-পশ্চিম (গ্রিন লাইন) মেট্রোর সমস্ত স্টেশনে আজ, অর্থাৎ ২৯.০৬.২০২৩ তারিখে বিশেষ ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়েছিল। আশা করা হচ্ছে যে এই ধরনের ক্যাম্পগুলি মেট্রোর যাত্রীদের এই ব্যবহারকারী বান্ধব অ্যাপের সাথে পরিচিত হতে সাহায্য করবে। এটি মেট্রো যাত্রীদের তাদের মূল্যবান সময় বাঁচাতে সাহায্য করছে কারণ তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে বা QR কোড ভিত্তিক টিকিট কেনার জন্য বুকিং কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে না।

শতাব্দী এক্সপ্রেস ও কুলিক এক্সপ্রেসে ভিস্তাডোম কোচ-এর সংযোজন

মালিগাঁও, ২৯ জুন ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে ১২০৪২১২০৪১নং (নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি) শতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেন ও ১৩০৫৪ / ১৩০৫৩নং (রাধিকাপুর-হাওড়া-রাধিকাপুর) কুলিক এক্সপ্রেস ট্রেনের ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভিস্তাডোম কোচ সংযোজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১২০৪২/১২০৪১ নং. (নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি) শতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেনে ০৩ জুলাই থেকে ৩১ আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত বিদ্যমান কোচ সহ সাময়িক ভিত্তিতে ভিস্তাডোম কোচ সংযুক্ত করা হবে। ১৩০৫৪/১৩০৫৩ নং. (রাধিকাপুর-হাওড়া-রাধিকাপুর) কুলিক এক্সপ্রেস ট্রেনে হাওড়া থেকে বিদ্যমান কোচ সহ ০৩ জুলাই, ২০২৩ থেকে এবং রাধিকাপুর থেকে ০৪ জুলাই, ২০২৩ থেকে স্থায়ীভাবে ভিস্তাডোম কোচ সংযুক্ত করা হবে। সেই অনুযায়ী, ১২০৪২ /১২০৪১ নং. (নিউ জলপাইগুড়ি- হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি) শতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেনটি বর্তমানের ১৪ টি কোচের পরিবর্তে ১৫ টি কোচের সাথে সপ্তাহে ছয়দিন চলাচল করবে। ট্রেনটিতে ০২টি এগজিকিউটিভ ক্লাস এসি চেয়ার কার, ১০ এসি চেয়ার কার ও ০১ টি ভিস্তাডোম কোচ থাকবে। ১৩০৫৪/১৩০৫৩ নং. (রাধিকাপুর-হাওড়া-রাধিকাপুর) কুলিক এক্সপ্রেস ট্রেনটি ১৪ টি কোচের পরিবর্তে ১৫টি কোচের সাথে চলাচল করবে। ট্রেনটিতে ০১ এসি চেয়ার কার, ০৯টি জেনারেল চেয়ারকার, ০২টি জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস ও ০১ টি ভিস্তাডোম কোচ থাকবে। এই অত্যাধুনিক ভিস্তাডোম কোচ চালু হওয়ার ফলে যে সমস্ত যাত্রী নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া ও রাধিকাপুর-হাওড়া রুটে ভ্রমণ করবেন তাঁরা এই ভিস্তাডোম কোচের উইন্ডো ও ট্র্যান্সপারেন্ট রুফের মাধ্যমে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্য উপভোগ করার অভিজ্ঞতা লাভ করবেন। প্রত্যেকটি ভিস্তাডোম কোচে ৪৪ জন যাত্রী আসন ক্ষমতা রয়েছে, যাত্রীদের উন্নতমানের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদান করা হয় এবং বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বৃহৎ আকারের কাঁচের জানালা, কাঁচের ছাদ, রোটেটিং সিট ও একটি অবজার্ভেশন লাউঞ্জ। সুতরাং যাত্রীরা একটি শ্বাসরুদ্ধকর নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারেন।

পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। আজ অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৪ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭০ ডলারের কাছাকাছি। যদিও বৃহস্পতিবারও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করার কাজ করেছে কেন্দ্র ঃ রাজনাথ সিং

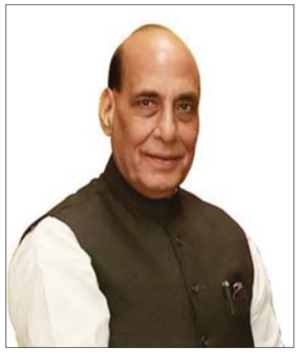

হরিয়ানা, ২৯ জুন ঃ দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করার কাজ করেছে কেন্দ্র। জোর দিয়ে বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বৃহস্পতিবার হরিয়ানার যমুনানগরের একটি সমাবেশে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, আমরা সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছি এবং আমরা যা বলেছি তাই করেছি। যখন থেকে আমরা জনসংঘ হিসাবে কাজ করছি, আমরা ৩৭০ ধারা বাতিল করার কথা বলে আসছি। আমরা এখন ৩৭০ ধারা বাতিল করেছি। দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষার কাজ করেছি আমরা। অযোধ্যায় তৈরি হচ্ছে বিশাল রাম মন্দির। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, ৯ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি জনগণের আস্থা অনেক বেড়েছে। এখন ভারতের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে গিয়েছে। এখন ভারত কিছু বললে, গোটা বিশ্ব তা মনোযোগ দিয়ে শোনে। রাজনাথ আরও বলেছেন, অযোধ্যায় তৈরি হচ্ছে বিশাল রাম মন্দির। ২৪ জানুয়ারির পর আপনারা সেখানে গিয়ে দর্শন করতে পারবেন। আমরা দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করার কাজ করেছি। রাজনাথের কথায়, আমাদের বিজেপি সরকারগুলি সরকারি প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি কমাতে কাজ করেছে। কংগ্রেস সরকারের আমলে জিপ কেলেঙ্কারি থেকে কয়লা কেলেঙ্কারি পর্যন্ত অনেক দুর্নীতি হয়েছে। তাঁদের মন্ত্রীকে দুর্নীতির মামলায় জেলে যেতে হয়েছে। হরিয়ানার মনোহর লাল খাট্টার সরকারের প্রশংসা করে রাজনাথ বলেছেন, মনোহর লালজির নেতৃত্বে প্রথমবারের মতো রাজ্যে সম্পূর্ণ সততার সঙ্গে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ করা হয়েছে। মনোহর লালজির সাড়ে আট বছরের শাসনকালে ১৫ বছরে যত বেশি চাকরি দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে বেশি চাকরি দেওয়া হয়েছে যুবকদের, তাও দুর্নীতির এক পয়সা ছাড়াই।

ভীম আর্মির প্রধান চন্দ্রশেখর আজাদের উপর হামলার ঘটনায় আটক ৪

লখনউ, ২৯ জুন ঃ ভীম আর্মির প্রধান চন্দ্রশেখর আজাদের উপর গুলি চালানোর ঘটনায় বৃহস্পতিবার চার জনকে আটক করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। বুধবার উত্তর প্রদেশের সাহারানপুরে তাঁর উপরে হামলা চলে। দুষ্কৃতীরা যে গাড়িতে করে এসে হামলা চালিয়েছিল, সেই গাড়িটিকেও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বুধবার ছোট ভাই ও সঙ্গে কয়েকজনকে নিয়ে সহরানপুরের দেওবন্দে এক সমর্থকের বাড়িতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন চন্দ্রশেখর। সেই সময় দেওবন্দ থানা এলাকায় আচমকাই একটি গাড়ি দলিত নেতার কনভয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তার পরই তাঁকে লক্ষ্য করে গাড়ির পিছন দিক থেকে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। পুলিশ সূত্রের খবর, পর পর চার রাউন্ড গুলি চলে। একটি গুলি তাঁর পিঠে লাগে। তবে আঘাত গুরুতর নয়। হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, বর্তমানে আজাদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। তাঁর ডিজিটাল এক্সরে এবং আলট্রাসাউন্ড করানো হয়েছে। শরীরে কোনও গুলি পাওয়া যায়নি। তবে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। অন্যদিকে, এই ঘটনায় পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে ওঠে। হাসপাতাল থেকেই দলীয় সমর্থক এবং কর্মীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়েছেন চন্দ্রশেখর। তিনি বলেন, এ রকম আচমকা হামলা হবে ভাবতে পারিনি। তবে আমার শুভানুধ্যায়ী, বন্ধু, সমর্থকদের বলব, তাঁরা যেন শান্তি বজায় রাখেন। আমি ভাল আছি। ২০২০ সালে চন্দ্রশেখর আজাদ সমাজ পার্টি নামে রাজনৈতিক দল তৈরি করেন। উত্তরপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যে দলিত এবং অনগ্রসর মানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলনের জন্য আজাদের বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। তাঁর সামাজিক সংগঠন ভীম আর্মি উত্তরপ্রদেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়। অনুগামীদের কাছে তিনি রাবণ বলেই পরিচিত। যোগীরাজ্যে সিএএ বিরোধী আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা ছিল চন্দ্রশেখরের। দিল্লির শাহিনবাগ আন্দোলনেও তিনি জড়িত ছিলেন। তার জন্য তাঁকে জেল খাটতে হয়। গত বছর উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা ভোটে গোরক্ষপুর কেন্দ্রে তিনি মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বিরুদ্ধে লড়াই করে হেরে যান। তাঁকে নিয়ে উত্তরপ্রদেশের বিরোধী দলগুলি টানাটানি করে বিধানসভা ভোটে। কিন্তু তাঁর দল একাই লড়াই করবে বলে জানিয়ে দেন রাবণ।

সৌদি আরবের মার্কিন দূতাবাসে বন্দুকবাজের হামলায় মৃত ২, মৃত হামলাকারিও

জেড্ডা, ২৯ জুন ঃ ফের হামলার শিকার সৌদি আরবে মার্কিন দূতাবাস। এই হামলায় বন্দুকবাজের গুলি লেগে মৃত্যু হয়েছে দূতাবাসের দুই নিরাপত্তারক্ষীর। মৃত্যু হয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকবাজেরও। বুধবারের এই ঘটনায় কোনও মার্কিন নাগরিকের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলেই খবর। সৌদি পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, বুধবার আচমকাই জেড্ডায় অবস্থিত মার্কিন কনস্যুলেটের নিরাপত্তা বলয় ভেঙে একটি গাড়ি ঢুকে পড়ে। ভবনের সামনে এসে থেমে যায় গাড়িটি। সেখান থেকে নেমেই এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে এক বন্দুকবাজ। পালটা গুলিবৃষ্টি শুরু করতে বাধ্য হয় সৌদি নিরাপত্তারক্ষীরাও। দু'পক্ষের গুলির লড়াইতেই মৃত্যু হয় বন্দুকবাজের। গুলিতে আহত হন মার্কিন দূতাবাসের এক নিরাপত্তারক্ষী। তাঁর হাতে গুলি লাগে। কিন্তু চিকিৎসা চলাকালীনই মৃত্যু হয় তাঁর। সৌদি সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তি আসলে নেপালি। সৌদি আরবের একটি বেসরকারি সংস্থার হয়ে কাজ করতেন তিনি। মার্কিন দূতাবাসের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে ছিল তাঁর সংস্থা। এই ঘটনার পরেই একটি বিবৃতি জারি করে আমেরিকার বিদেশ দফতর। সেখানেই জানানো হয়, গুলির লড়াইয়ে কোনও মার্কিন নাগরিক হতাহত হননি। তবে এই ঘটনা নিয়ে সৌদি প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে আমেরিকা। ঘটনার তদন্তও করবে তারা। তবে জেড্ডার মার্কিন দূতাবাসে হামলা এই প্রথম নয়। ২০১৬ সালে দূতাবাসের সামনেই এক আত্মঘাতী বিস্ফোরণে তিনজন আহত হন। ২০০৪ সালে গুলি লেগে মৃত্যু হয় দূতাবাসের নয় কর্মীর। এই ঘটনার নেপথ্যে আল কায়দার হাত ছিল বলেই অনুমান।

ঝাড়খণ্ড রাজ্য হাউজিং বোর্ড ৩০০টি দোকানে নোটিশ পাঠিয়েছে

রাঁচি, ২৯ জুন ঃ ঝাড়খণ্ড রাজ্য হাউজিং বোর্ড রাঁচিতে ৩০০টি দোকানে নোটিশ জারি করেছে। বিষয়টি আবাসিক প্রাঙ্গনে শপিং মল এবং দোকান খোলার সাথে সম্পর্কিত। আবাসিক চত্বরে শপিং মল এবং দোকান খোলার বিষয়ে ঝাড়খণ্ড রাজ্য হাউজিং বোর্ডের নোটিশ জারি হওয়ার সাথে সাথেই দোকানদারদের মধ্যে টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয়েছে। বোর্ড থেকে এটি প্রথম নোটিশ, তৃতীয় নোটিশের পর দোকানদারদের বোর্ড থেকে দোকান সরানোর নির্দেশ দেওয়া হবে।

সোনিপাতে নুডুলস খেয়ে মৃত্যু একই পরিবারের দুই শিশুর, অসুস্থ ১

চণ্ডীগড়, ২৯ জুন ঃ সোনিপাতে নুডুলস খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে একই পরিবারের তিন শিশু। স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, সেখানে দুই শিশুর মৃত্যু হয়। আর এক শিশুর অবস্থা বর্তমানে ভালো রয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ভূপেন্দ্র তার পরিবারের সাথে সোনিপাতের কালুপুর গ্রামের কাছে মায়াপুরী কলোনিতে (পশ্চিম রামনগর) থাকেন। ভূপেন্দ্রের মতে, রাতে তাঁর তিন সন্তানের স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছিল। রাতেই তাদের সবাইকে সিভিল হাসপাতালে আনা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থা দেখে চিকিৎসকরা তাঁকে পিজিআই-তে রেফার করেন। স্বজনরা তাদের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে হেমা (৭) ও তরুণ (৫) মারা যান। প্রবেশও (৮) হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। বর্তমানে তার অবস্থা ভালো। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছে, রাতে শিশুরা ঘুমানোর আগে নুডুলস খেয়ে নেয়। এর পরই তাদের স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। খবর পেয়ে পুলিশও তৎপর হয়েছে। শিশুদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে রাখা হয়েছে। সিটি থানার এসএইচও দেবেন্দ্র শর্মা জানিয়েছেন, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পেলেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

ঈদে খুশির ছোঁয়া সীমান্তে, মিষ্টি বিনিময় ভারতের

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন ঃ ঈদে আনন্দের ছোঁয়া লাগল পাঞ্জাবের আত্তারি-ওয়াঘা সীমান্তে, আনন্দের ছোঁয়া লাগল পশ্চিমবঙ্গের ফুলবাড়িতে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তেও। ঈদ উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সঙ্গে মিষ্টি বিনিময় করল ভারত। শান্তির বার্তা নিয়ে সীমান্তে এদিন বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সঙ্গে মিষ্টি বিনিময় করেছে ভারত। বৃহস্পতিবার আত্তারি-ওয়াঘা চেক পোস্টে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী এবং পাক রেঞ্জারের কমান্ডারের মধ্যে মিষ্টি বিনিময় হয়। আবার ফুলবাড়িতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ-এর ১৭৬ ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা বাংলাদেশের বর্ডার গার্ডিং ফোর্সের (বিজিবি) সঙ্গে মিষ্টি বিনিময় করেছে। এই মিষ্টি বিনিময়ে সীমান্তের উভয় প্রান্তেই যেন খুশির হাওয়া। ঈদ ও অন্যান্য উৎসবের সময় পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক মেরামতির ক্ষেত্রে মিষ্টি আদান-প্রদান চলে আসছে বহু বছর ধরে। ঈদ উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবারের মিষ্টি বিনিময় অনুষ্ঠানে উভয় দেশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ঈদে মিষ্টি বিনিময় উভয় দেশের চিরাচরিত ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

তৃণমূলে যোগদান

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৯ জুন ঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগে বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলে ফের শক্তি বৃদ্ধি তৃণমূলের। এবার সিমলাপালের পার্শ্বলা গ্রাম পঞ্চায়েতের আঁধারিয়া গ্রামে প্রায় ৪০টি পরিবার সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন বলে তৃণমূল সূত্রে দাবি করা হয়েছে। বুধবার রাতে ওই পরিবারগুলির সদস্যদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন সিমলাপাল ব্লক তৃণমূল সভাপতি ফাল্গুনী সিংহ। সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে আসা রামদাস মুর্মু নিজেকে ওই দলের লোকাল কমিটির প্রাক্তন সদস্য দাবি করে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষাশ্রী, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, খাদ্যসাথী, স্বাস্থ্য সাথীর মতো বেশ কিছু জনমুখী প্রকল্পের সূচনা করেছেন। আর জনমুখী এই প্রকল্পের সমর্থন জানিয়েই তিনি দলবদল করলেন বলে জানান। সিমলাপাল ব্লক তৃণমূল সভাপতি ফাল্গুনী সিংহবাবুর দাবি, মানুষ ভুল বুঝতে পেরেছেন। এবার তাই প্রায় ৪০টি পরিবার তৃণমূলে যোগ দিলেন। বিগত নির্বাচন গুলিতে ওই এলাকায় তৃণমূল ভাল ফল করতে পারেনি। এবার আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে পার্শ্বলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সবকটি আসনেই তাঁরাই জয়ী হবেন বলে তিনি দাবি করেন। দলবদলের এই খবরে কোনও খবর তাঁর কাছে নেই, দাবি সিপিএম সিমলাপাল এরিয়া কমিটির সদস্য কৌশিক পাইনের। তিনি বলেন, বিগত ৪৫ বছর ধরে পার্শ্বলা গ্রাম পঞ্চায়েত সিপিএমের দখলেই আছে। এই এলাকায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত তৃণমূল। আর তাই সেসব ঢাকা দিতে সিমলাপাল ব্লক তৃণমূলের নতুন সভাপতি এসব 'নাটক' করছেন। যখন রাজ্যজুড়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে বামপন্থীদের সমর্থন করছেন, তখন এই ধরণের ঘটনা কখনোই ঘটতে পারে না। ফের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সিপিএমই ওই পঞ্চায়েত পুনর্দখল করবে বলে তিনি দাবি করেন।

দুর্ঘটনায় ট্রলার

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ২৯ জুন ঃ দিঘা মোহনায় ইলিশ মাছ ধরে ফেরার পথে চড়ায় ধাক্কা লেগে উলটে গেল দুটি ট্রলার। প্রায় ৩০ জন মৎস্যজীবী ছিলেন দুর্ঘটনার কবলে পড়া অন্নদাময়ী এবং শিবানী নামের ট্রলার দুটিতে। মৎস্যজীবীরা শংকরপুরে কাছে পাড়ে উঠেছেন। ট্রলার দুটিকে উদ্ধারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তবে ইলিশের মরশুমে দুটি ট্রলারডুবির ঘটনায় বড়সড় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বলে জানাচ্ছে দিঘা ফিশারম্যান অ্যাসোসিয়েশন। গত ১৫ জুন থেকে ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা শেষ হওয়ার পরেই মৎস্যজীবীরা ইলিশের সন্ধানে পাড়ি দিয়েছিলেন দূর সমুদ্রে। বুধবার ঝড়বৃষ্টি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বৃষ্টি চলতে থাকায় ট্রলারগুলি একসঙ্গে দিঘা মোহনায় ঢোকার চেষ্টা করছিল। তখনই চড়ায় ধাক্কা লেগে উলটে যায় ট্রলার দুটি। স্থানীয় মানুষ এবং অন্যান্য মৎস্যজীবীরা সাঁতরে পাড়ে ওঠেন। কিন্তু ট্রলার দুটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। দিঘা-শংকরপুর ফিশারম্যান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রত্যেকটি ট্রলারের তৈরির খরচ পড়ে প্রায় ৮০ থেকে ৯০ লক্ষ টাকা। ফলে বড়সড় লোকসান হয়েছে। মরশুমের শুরুতে এতবড় লোকসান কিভাবে কাটিয়ে উঠবেন তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন মৎস্যজীবীরা ।অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্যামসুন্দর দাসের অভিযোগ, দিঘা মোহনায় ড্রেজিংয়ের কাজ না হওয়ায় মূলত এই দুর্ঘটনা। এটা বড় ধাক্কা। তিনি জানান, বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ট্রলার ও অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

সংবর্ধনা প্রদান

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৯ জুন ঃ মহা সমারোহে রোটারী ক্লাব অফ এমেনিটির দশম ইনস্টলমেন্ট সেরিমনি 'বৃদ্ধি' অনুষ্ঠিত বুধবার সন্ধ্যায়। নবাবহাটের একটি বেসরকারি হোটেলে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রোটারীর পাস্ট ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর সন্দীপ নারাং এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান হোমিওপ্যাথি কলেজের অধ্যক্ষ অশোক ভট্টাচার্য। সভায় ছয়জন শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন কৃতি পড়ুয়াদের হাতে মানপত্র ও স্মারক তুলে দিয়ে তাদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন পিডিজি রোটারিয়ান সন্দীপ নারাং ও সস্ত্রীক অধ্যক্ষ অশোক ভট্টাচার্য। সন্দীপ নারাং তার বক্তব্যে রোটারী ক্লাব অফ এমেনিটির এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ক্লাবের তরফ থেকে পিডিজি ও প্রধান শিক্ষকের হাতে স্মারক তুলে দেন যথাক্রমে অ্যানি রীনা দাস ও মহুয়া রায়। আগামী ২৩-২৪ বর্ষের জন্য সভাপতি ও সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আকাশ খাণ্ডেলওয়াল ও উর্যর্থ দাস। চলতি বর্ষের সভাপতি গৌতম রায় ও সম্পাদক মইউদ্দিন চৌধুরীর নিকট থেকে আগামী রোটারীবর্ষে তাদের দুঃস্থ ও অক্ষম মানুষের জন্য সহযোগিতার কার্যে যথেষ্ট সহায়তা করবেন। সভায় রোটারিয়ান গোপাল দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সুভেনীয়র 'বৃদ্ধি'। আনন্দঘন অনুষ্ঠানটি সুচারু রূপে যৌথভাবে পরিচালনা করেন রোটারিয়ান শীর্ষেন্দু সাধু ও মিনু দাস। আলোকোজ্জ্বল এই অনুষ্ঠানটির শেষে শীর্ষেন্দু সাধুর বিদায়ী ভাষণ সকলের মন জয় করে নেয়।

শৌচালয় উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ জুন ঃ শিলিগুড়ি শহরের প্রতিদিন কয়েক লক্ষ মানুষের আনাগোনা। বিভিন্ন সমস্যার পাশাপাশি দূরপাল্লা লোকদের অসুবিধায় পড়তে হয় শৌচকর্মের জন্য। হাতেগোনা কয়েকটি শৌচালয় থাকলেও শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক এলাকায় বহু মানুষ নিত্যদিন আসা-যাওয়া করেন এখানে। কিন্তু শৌচালয় না থাকার জন্য অসুবিধায় পড়তে হয় অনেককেই। তাদের কথা মাথায় রেখে শহরের এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের হাত ধরে বাঘাযতীন পার্ক সংলগ্ন এলাকায় তৈরি হলো পরিবেশ বান্ধব শৌচালয়। কার্যত এদিন পরিবেশ বান্ধব শৌচালয় উদ্বোধনের পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ করে বাঘাযতীন পার্ক সংলগ্ন এলাকাকে আরও বেশি সবুজায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন মেয়র গৌতম দেব। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, পুর চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, মেয়র পরিষদ মানিক দে, ১৭ নম্বর কাউন্সিলর তথা বোরো চেয়ারম্যান মিলি শীল সিনহা সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা।

নয়াগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর মিছিল লক্ষ্য করে স্লোগান তৃণমূল কর্মীদের

মুখ্যমন্ত্রীর গোপন পরিকল্পনা ফাঁস শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২৯ জুন ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন না করানোর কৌশল নিচ্ছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার। বিষয়টি সোমবার আদালতে জানাব। মন্তব্য শুভেন্দু অধিকারীর। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা হুল দিবসের প্রাক্কালে বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রামে প্রচারে ঝড় তুলেছেন। সকালে গোপীবল্লভপুরে গিয়ে আক্রান্ত দলীয় প্রার্থীর পরিবারের পাশে থাকার বার্তাও দিলেন। ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের বিজেপি প্রার্থী শুভঙ্কর মাহাত ক্যান্সার আক্রান্ত। তাঁর উপর পুলিশের ওসির নির্যাতনের ভিডিও আগেই শেয়ার করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ওই প্রার্থীকে আপাতত বিজেপি নিরাপদ আশ্রয়ে রেখেছে বলেও জানালেন তিনি। মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে তাঁর স্ত্রী আদালতে রিট পিটিশন দাখিল করবেন। শুভেন্দুর কথায়, কুড়মি সম্প্রদায়ের ক্যান্সার আক্রান্ত প্রার্থীকে যেভাবে নিগ্রহ করেছেন ওসি, তাতে তাঁর গ্রেফতারির দাবি জানাব। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এখানে জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের পদবি দেখে মাওবাদী তকমা দেওয়া হতো। মনোজ ভার্মা উল্টো করে ঝুলিয়ে তাঁদের মারধর করতেন। সেই পুলিশ অফিসার এখন বড় পদে, মুখ্যমন্ত্রীর নয়নের মণি। জঙ্গলমহলে যে পুলিশরাজ চলতো এখন তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ফেরানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ শুভেন্দুর। তিনি বলেন, এখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা যোগ্যদের প্রদান করা হয়নি। তৃণমূলকে কাটমানি দিয়ে অনেকে প্রকল্পের সুবিধা ভোগ করছেন। উন্নয়ন করতে না পেরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোর করে গ্রাম দখলের চেষ্টা করছেন।

২০১৮ সালে পঞ্চায়েত ভোটে ঝাড়গ্রামে বিজেপি অনেক পঞ্চায়েত সমিতি ও পঞ্চায়েত জিতলেও সেখানে ফলাফলের গরমিলের আশ্রয় নিয়ে মানুষের রায়কে অগ্রাহ্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ শুভেন্দুর। তিনি বলেন, এখানে নলবাহিত পানীয় জল দূরের কথা। চারটি মৌজায় একটি সাবমার্সিবল। একটি নলকূপের সামনে জল নেওয়ার ২৫০ পাত্র রাখতে হয়। শুভেন্দু বলেন, সরকার এখানে জলই দিতে পারেনি। যোগ্য লোকেদের বঞ্চিত করা হয়েছে সরকারি প্রকল্প থেকে। ৮ জুলাই এ সব কথা মাথায় রেখেই রায় দেবেন মানুষ। জঙ্গলমহলে চার হাজার পুলিশ এনে নবজোয়ারের মাধ্যমে ভাইপো অত্যাচার চালিয়েছে। জঙ্গলমহলের উপর জোর খাটালে প্রতিরোধ হবে। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনারের কথোপকথন ফাঁস করেছেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, রাজ্য নির্বাচন কমিশনে আমাদের লোকজন আছেন। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান না রাখতে। নির্বাচন কমিশনার মুখ্যমন্ত্রীর কথা শোনেন। রুট মার্চ ও এরিয়া ডমিনেশনে বাহিনীকে মোতায়েন করতে চাইছেন। আমরা তা আটকাতে আদালতে যাব। এদিকে পশ্চিম মেদিনীপুরের নয়াগ্রামে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর মিছিলে উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার দুপুরে শুভেন্দু অধিকারীর পদযাত্রা লক্ষ্য করে তৃণমূল পার্টি অফিসের ছাদ থেকে পতাকা হাতে স্লোগান দেওয়া হয়। এর জেরে পরিস্থিতি ঘোরালো হতে শুরু করলে তৎপর হয় পুলিশ। যার জেরে বড়সড় অশান্তি এড়ানো গিয়েছে। বৃহস্পতিবার নয়াগ্রামে পদযাত্রা করেন শুভেন্দুবাবু। শুভেন্দুবাবুর মিছিল চলাকালীন স্থানীয় একটি তৃণমূল পার্টি অফিসের দোতলার ছাদ থেকে তৃণমূলের পতাকা হাতে স্লোগান দিতে থাকেন জনা বিশেক তৃণমূল কর্মী। ছাদ থেকে মিছিল লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়া হয় বলেও অভিযোগ। পালটা পাথর ছুড়তে উদ্যত হন বিজেপি কর্মীরা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে পুশিলকর্মীরা তাঁদের নিরস্ত করেন। শুভেন্দুবাবুকে ঘিরে ফেলে মিছিল এগিয়ে নিয়ে যেতে বলেন তাঁরা। ঘটনায় সাময়িকভাবে এলাকায় তুমুল উত্তেজনা ছড়ায়। বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে পশ্চিম মেদিনীপুরে একাধিক কর্মসূচি রয়েছে শুভেন্দুবাবুর। বিজেপির দাবি, পরিকল্পনা মাফিক উত্তেজনা ছড়াতে শুভেন্দু অধিকারীর মিছিল লক্ষ্য করে স্লোগান দিয়েছে তৃণমূল। পায়ের তলায় মাটি সরে গেছে বলে শেষ বেলায় হিংসাকে হাতিয়ার করেছে তৃণমূল। যার জেরে যাবতীয় সৌজন্য ভুলে বিরোধী রাজনৈতিক দলের মিছিল লক্ষ্য করে স্লোগান দিচ্ছে তারা।

বিজেপির সাথে থাকার আশ্বাস দিল নবদ্বীপের মতুয়া মহাসংঘ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৯ জুন ঃ বৃহস্পতিবার দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে নদীয়ায় আসেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। আর এই কর্মসূচীতে যোগ দিতে দেখা গেল অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের নবদ্বীপ ব্লক কমিটির তরফেও। আর সুকান্ত মজুমদারকে স্বাগত জানাতে ও সম্প্রতি মুকুটমনি অধিকারীর বাড়িতে দুস্কৃতি হামলার যাতে সঠিক তদন্ত হয় তার দাবী জানাতে নদীয়া দক্ষিণ অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের নবদ্বীপ ব্লক কমিটির তরফে শতাধিক মতুয়া ভক্ত নবদ্বীপ ব্লকের কানাইনগর থেকে যান। বৃহস্পতিবার সকালে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের নবদ্বীপ ব্লক কমিটির সম্পাদক রণজিৎ মন্ডলের তত্বাবধানে শতাধিক মতুয়া ভক্ত তাদের ডংকা, কাঁসর বাজাতে বাজাতে এই কর্মসূচীতে যোগ দেন। সেখানেই রনজিৎ মন্ডল জানান, সকলেই জানেন সম্প্রতি মুকুটমনি অধিকারীর বাড়িতে দুস্কৃতি হামলা ঘটে, তাতে বিধায়কের পরিবারের একাধিক সদস্য আহত হন, সেই ঘটনার যেন সঠিক তদন্ত হয় ও আগামী দিনে মতুয়াদের ওপর যেন কোন অত্যাচার বা আক্রমন না হয় তার জন্য অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের নবদ্বীপ ব্লক কমিটির তরফে সুকান্ত মজুমদারের কাছে আমরা আবেদন রাখবো। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমরা মতুয়ারা বিজেপিকে সমর্থন করছি। আমরা বিজেপির সাথেই আছি। সব মিলিয়ে সম্প্রতি নদীয়ায় এসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুরনগরের ঘটনা টেনে শান্তনু ঠাকুরকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করতে শোনা যায়। আর তার পরই বৃহস্পতিবার নবদ্বীপের মতুয়াদের দাবী তারা বিজেপির সাথেই আছে, তবে কি এবার সত্যিই মতুয়ারাও মুখ ফেরাতে শুরু করলো তৃণমূল থেকে? এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

নদীয়ার দুই প্রান্তে প্রচারে সুকান্ত-দিলীপ

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২৯ জুন ঃ বৃহস্পতিবার দলীয় প্রার্থীদের হয়ে ভোট প্রচারে নদীয়ার দুই প্রান্তে আসেন বিজেপির দুই হেভিওয়েট নেতৃত্ব। নদীয়া উত্তরে আসেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, অপরদিকে নদীয়া দক্ষিণে আসেন দিলীপ ঘোষ। যা নিয়ে বৃহস্পতিবার দিনভর গোটা নদীয়ায় ছিল নির্বাচনী প্রচারে সরগরম। এদিন নদীয়ার শ্যামপুর বাজার থেকে রাউতাড়া বাজার পর্যন্ত র‍্যালির মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচার সারলেন সুকান্ত মজুমদার। সুকান্ত মজুমদার ছাড়াও এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব মহাদেব সরকার, নদীয়া উত্তরের বিভিন্ন জেলা নেতৃত্ব ও কৃষ্ণনগর ২৪ নং জেলা পরিষদ আসনের বিজেপি প্রার্থী গুরুপদ দে সহ একাধিক পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপি প্রার্থী ও অসংখ্য কর্মী-সমর্থক। এদিন সুকান্ত মজুমদারের গলায় তৃণমূল কংগ্রেস ও পুলিশ-প্রশাসকে একযোগে তীর্যক ভাষায় আক্রমণ করতে শোনা যায়। পাশাপাশি কর্মীদের উদ্দেশ্যে কড়া ভাষায় বলেন, না মেরে কেস খাওয়ার থেকে মেরে কেস খাবেন, মার খেয়ে আমার কাছে আসবেন না, বাকিটা করে আসবেন। জামিন করানোর দায়িত্ব সুকান্ত মজুমদারের। বৃহস্পতিবার মেদিনীপুরের সবংয়ে বিজেপি বুথ সভাপতি ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গোটা রাজ্যজুড়ে শাসক দল রক্তের হোলি খেলছে। আর তারা যদি এই খেলা বন্ধ না করে তাহলে বিজেপিও বাধ্য হয়ে এই খেলায় নামবে। তখন যেন প্রশাসন বা কমিশন বিজেপিকে না বলে বিজেপি আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলছে না। পাশাপাশি তৃণমূল নেত্রী সায়নী ঘোষকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ডাক নিয়েও তীর্যক ভাষায় আক্রমণ করে ও সরাসরি তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী করে ছাড়বো, আমরাও চাই উনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন। ওনাকে সব থেকে বেশি আমাদের প্রয়োজন, ভাল খেলোয়াড় না হলে খেলা জমবে না। পাশাপাশি রানাঘাটে আসেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার রানাঘাট ১নম্বর ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রার্থীদের সঙ্গে পরিচয় সারেন ও স্থানীয় মানুষদের মাঝে বিজেপি মনোনীত প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করতে দেখা গেল বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষকে। এদিন রানাঘাট ১নম্বর ব্লকে চায়ে পে চর্চা অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন দিলীপ ঘোষ। একই সঙ্গে তিনি বিজেপি প্রার্থীদের হয়ে ভোট প্রচারও করেন। এদিন রানাঘাটে এসে দিলীপ ঘোষ বলেন গ্রাম বাংলাকে দুর্নীতিমুক্ত করতে পঞ্চায়েতে তৃণমূলকে হারাতে হবে। সব মিলিয়ে নির্বাচনের দিন ঘোষণা থেকে প্রচারে কয়েক ধাপ এগিয়ে ছিল তৃণমূল। এদিনের দিলীপ ঘোষ ও সুকান্ত মজুমদারের কর্মসূচিতে এবার বিজেপও কিছুটা প্রচারে রসদ পেল বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের। পাশাপাশি নির্বাচনের দিন থেকে ভোট গননা, এই পর্যন্ত দিলীপ ঘোষ ও সুকান্ত মজুমদারের দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলা এদিনের বার্তা ভোকাল টনিক হিসেবে কর্মীদের মধ্যে কতটা কাজ করে সেটা দেখা এখন সময়ের অপেক্ষা।

তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত মালদা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ জুন ঃ বুধবার গভীর রাত পর্যন্ত তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত মালদা। রাতভর চলল ব্যাপক বোমাবাজি। পুড়িয়ে দেওয়া হয় দুটি বাড়ি, দোকান। আরও বেশ কয়েকটি বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। চলে অবাধে লুঠপাটও। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এলাকাবাসীরা। মূলত টিকিট না পাওয়া বিক্ষুব্ধ তৃণমূলের সঙ্গে টিকিট পাওয়া গোষ্ঠীর বিবাদ, আর তা নিয়েই সংঘর্ষ। বুধবার রাতে ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের নঘড়িয়া গ্রামে। ঘটনাস্থলে পুলিশ। বেশ কয়েকজন এই ঘটনায় আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে এই ঘটনার পর গোটা এলাকা থমথমে রয়েছে। এলাকায় রয়েছে ইংলিশ বাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। জায়গায় জায়গায় বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট। জানা গিয়েছে, ন'ঘড়িয়া গ্রামে বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতা টিকিট না পেয়ে নির্দল হিসাবে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়ছেন। মূলত আম চিহ্নে গ্রামে নির্দল প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা। যাঁরা টিকিট পেয়েছেন, তাদের সঙ্গে বিবাদ চলছিল। গ্রামে তা নিয়ে উত্তেজনা ছিল। এর আগেও মিছিল কিংবা দলীয় কোনও কর্মসূচিতে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। ঈদ উপলক্ষে অনেকের বাড়িতেই আত্মীয়রা এসেছিলেন। অভিযোগ, হঠাৎই মধ্যরাতে গ্রামে শুরু হয় বোমাবাজি। এক পক্ষ অস্ত্র নিয়ে বাড়িতে চড়াও হয় বলে অভিযোগ। অপরপক্ষ প্রতিরোধ গড়ে তুলতেই শুরু হয় সংঘর্ষ। গ্রামে ব্যাপক বোমাবাজি হয়। পেট্রোল ঢেলে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় দুটি বাড়ি, দোকান। ব্যাপক ভাঙচুর হয় আরও ৫ টি বাড়িতে। অবাধে চলে লুঠপাট। টাকা, গয়না, গবাদি পশু, বাইকও লুঠ চলে বলে অভিযোগ। তীব্র উত্তেজনা মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের ন'ঘড়িয়া গ্রামে। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। অভিযুক্তদের খোঁজে এলাকায় তল্লাশি চলছে। আক্রান্ত এক পরিবারের সদস্য বলেন, আমাদের বাড়ির গেট ভেঙেছে। বাড়ির ছাদে উঠে বোমাবাজি করছিল। দোকানের টাকা, বাইক নিয়ে চলে গিয়েছে।

বাঁশঝাড়ে বোমা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ জুন ঃ মানিকচক থানার গোপালপুর জিসরাতটোলা এলাকার বাঁশ বাগান থেকে তিন ব্যাগ ভর্তি বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ গিয়ে এলাকাটি ঘিরে রাখে। খবর দেওয়া হয় বোম ডিস্পোজাল টিমকে। উদ্ধার হওয়া বোমাগুলি নিস্ক্রিয় করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বাঁশ বাগানের পাশ দিয়ে গ্রামের কয়েকজন মানুষ যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় বাঁশঝাড়ের মধ্যে তিনটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেন। ব্যাগ দেখে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন গ্রামের বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় মানিকচক থানাতে। ইতিমধ্যে পুলিশ এসে ঘটনাস্থলটি ঘিরে রাখে। সেখান থেকে ১১টি কৌটো বোমা উদ্ধার হয়েছে। বাগানের জোগানদার জামিল শেখ জানান, বেশ কিছুদিন ধরে কিছু অচেনা কিছু লোক এই বাগানে ঘোরাঘুরি করছিল। এরপরই এদিন দুপুরে বোমাগুলি উদ্ধার করে পুলিশ। যদিও মানিকচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, বোম ডিস্পোজাল টিমকে খবর দেওয়া হয়। তারা এসে ১১টি কৌটো বোমা উদ্ধার করে, পরে সেগুলি নিস্ক্রিয় করা হয়।

জামাইকে মার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ জুন ঃ পারিবারিক বিবাদের জেরে শ্যালকের হাতে আক্রান্ত জামাইবাবু। জামাইকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ শ্যালকের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত জামাইবাবু চিকিৎসাধীন মালদা মেডিকেলে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার আলিপুরের ৫২ বিঘার মহেশপুর এলাকায়। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়.পিন্টু শেখের স্ত্রী হাজিরা বিবির সাথে গতকাল থেকে তাদের পারিবারিক গন্ডগোল চলছে। গন্ডগোলকে কেন্দ্র করে আজ সকালে জামাইবাবু পিন্টু শেখকে পেটে চাকু মারে শ্যালক আনিকুল সেখ বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি নিয়ে যায় স্থানীয় হাসপাতালে। সেখান থেকে অবস্থার অবনতি হলে পিন্টু শেখকে নিয়ে আসে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এই বিষয়ে অভিযুক্ত শ্যালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে গিয়ে প্রার্থী হয়ে গ্রেফতার হলেন তরণীকান্ত বর্মন

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৯ জুন ঃ বুধবার রাতে দিনহাটা ২ নং ব্লকের নাজিরহাট ২৬ নং জেলা পরিষদের বিজেপি প্রার্থী তরণীকান্ত বর্মনকে একটি পুরনো মামলায় গ্রেফতার করলো সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক রাজনৈতিক অস্থিরতা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তরণীকান্ত বর্মন তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ছিলেন। যদিও এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস তাকে প্রার্থী না করায় নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা করেন। এরপর গত ১৫ জুন তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন এবং এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি তাকে প্রতীক দেয়। উল্লেখ্য তরণীকান্ত বর্মন নাজিরহাট এলাকার বেশ দাপুটে নেতা । ফলে তরণীকান্ত বর্মন বিজেপিতে যোগদান করায় এক প্রকার নিশ্চিত ছিল নাজিরহাট ২ এবং শালমারা অঞ্চল বিজেপি দখল নেবে। যদিও এই এলাকায় বিজেপির বেশ কিছু প্রভাব রয়েছে। এমতাবস্থায় গতকালই তিনি কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পান। এরপর সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হতেই ২০১৮ সালের একটি মামলায় তরণীকান্ত বর্মনকে গ্রেফতার করে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ এবং নিরাপত্তার কারণে তাকে দিনহাটা থানায় না রেখে কোচবিহার কোতয়ালিতে নিয়ে আসা হয়। গতকাল রাতেই বিজেপি জেলা সভাপতি এবং বিধায়করা কোচবিহার কোতয়ালি থানায় এসে দেখা করেন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সাথে এবং একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন। বিরোধীদের বক্তব্য যেহেতু সদ্য তরণীকান্ত বর্মন তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন এবং বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন পাশাপাশি যেই এলাকায় তিনি বিজেপি প্রার্থী সেই এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনে হেরে যাবে সে কারণেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাকে গ্রেফতার করা হয়। যদিও পুলিশ-প্রশাসন সূত্রে জানা যায় একটি পুরনো মামলায় ওয়ারেন্ট ছিল এবং সে কারণেই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে কোচবিহার কোতয়ালি থানা থেকে তাকে দিনহাটার উদ্দেশ্যে নিয়ে যায় সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। পরবর্তীতে তাকে দিনহাটা কোর্টে তোলা হলে আদালত থেকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। কোচবিহার কোতোয়ালি থানা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তরণীকান্ত বর্মন বলেন, যারা মূল চক্রী তারা পুলিশের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে মানুষের বাড়ি ভেঙে বেড়াচ্ছেন আর আমাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এটা উদয়ন গুহর রাজনৈতিক চক্রান্ত। এই প্রসঙ্গে সরকারি আইনজীবী নিহার রঞ্জন গুপ্তা বলেন, ২০১৮ সালে প্রতিমা রায় নামে একজন অভিযোগ করেছিলেন ১০ জনের বিরুদ্ধে যার মধ্যে তরণীকান্ত একজন। তার বিরুদ্ধে ৩০৭, ৩২৬, ৩৭৯, ৪২৭, ৩.৪ এক্সপ্লোসিভ সাবটেন্স অ্যাক্টে মামলা রুজু হয়। এরপর তিনি কলকাতা হাইকোর্টে জামিনের জন্য আপিল করেন ৪৩৮-এ। এরপর হাইকোর্ট তাকে ১৪ দিনের মধ্যে কোর্টে হাজির হওয়ার এবং আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেন ১৪ দিনের মধ্যে আত্মসমর্পণ না করায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে থাকে।

আদালত ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যে এই ঘটনাকে রাজনৈতিক চক্রান্ত বলে আখ্যা দিয়েছেন বিরোধীরা। এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, আমি তো মামলা করিনি। তার জামিন নাকোচ হয়েছে সেটাও আমি করিনি। তাহলে এই ঘটনার সাথে আমার যুক্ত থাকার প্রসঙ্গ কি? তিনি বলেন, কেউ কেউ তাকে বুঝিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলে রাজ্য পুলিশ গ্রেফতার করতে পারবেন না কিন্তু আইন আইনের পথেই চলে। অন্যান্য তৃণমূল কর্মীরা যারা এই ঘটনার সাথে যুক্ত তাদের পুলিশ গ্রেফতার করেছে? এই প্রসঙ্গে উদয়ন বাবু বলেন, এ বিষয়ে আমার জানা নেই তবে শুনেছি অনেকেই জামিন নিয়ে এসেছে। তবে এফআইআরে নাম থাকলেই যে তাকে গ্রেফতার করতে হবে এর কোন মানে নেই। যদিও এই প্রসঙ্গে উদয়ন গুহর বক্তব্যকে কটাক্ষ করে বিজেপি নেতা অজয় রায় বলেন, ৬ বছরের পুরনো মামলায় আমাদের প্রার্থীকে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশ। এই ঘটনায় আরও যারা যুক্ত ছিলেন তারা বর্তমানে তৃণমূল প্রার্থী কিন্তু তাদেরকে গ্রেফতার করছে না রাজ্য পুলিশ। আসলে রাজনৈতিক ভাবে দেউলিয়া হয়ে গেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাই প্রশাসনকে ব্যবহার করে ভোট বৈতরণী পার হতে চাইছেন। তবে যতই আমাদের প্রার্থীকে গ্রেফতার করা হোক না কেন নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর তারা বুঝতে পারবেন বিজেপি সব জায়গায় জয়লাভ করেছে। নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকেই অশান্ত হয়েছে দিনহাটা সহ জেলার বিভিন্ন অংশ। তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে বিজেপিতে যোগদান করেছে অনেক বিক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। সুযোগ বুঝে ফায়দা তুলতে ছাড়েনি বিজেপি। আর ঠিক সেই জায়গায় দিনহাটা ব্লকের নাজিরহাট এলাকার সদ্য তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া বিজেপি প্রার্থীকে পুরনো মামলায় গ্রেফতার করে এক প্রকার তুরুপের তাস ছাড়ল শাসক দল বলেই মত রাজনৈতিক মহলের।

রাতের অন্ধকারে নির্দল প্রার্থীর বাড়িতে হামলা

দুরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ২৯ জুন ঃ বৃহস্পতিবারও উত্তপ্ত কোচবিহারের দিনহাটার গীতলদাহ। সেখানে নির্দল প্রার্থীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ভাঙচুর করা হল বেশ কয়েকটি বাড়িও। অভিযোগ, তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মাফুজার রহমানের নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি জায়গায় বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, নির্দল প্রার্থীকে দেওয়া হয় হুমকিও। নির্দল প্রার্থীর পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের পরিবারের সদস্য নির্দল প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন জমা দিতেই অশান্তি চরমে ওঠে। মিথ্যা মামলা দিয়ে ফাঁসিয়ে তাঁকে গ্রাম ছাড়া করেছে শাসকদলের লোকজন। অভিযোগ, গীতালদহ ১ নং অঞ্চলের কোনামুক্তা গ্রামের নির্দল প্রার্থী আব্দুল জলিল মিয়ার বাড়িতে হামলা চালিয়ে ৫০ হাজার টাকা, সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। প্রার্থীর পুত্রবধূ নাজমা খাতুন বলেন, গতকাল রাতে গীতালদহ ১ নং অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি মাহফুজার রহমানের নেতৃত্বে বেশ কিছু দুষ্কৃতী তাদের বাড়িতে আসে। রাত দশটা নাগাদ হুমকি দিতে শুরু করে। পুলিশে ফোন করলে আশ্বাস আসে, আমরা টহল দিচ্ছি। আপনাদের কোনও চিন্তা নেই। নাজমা আরও জানান, পুলিশের আশ্বাসের পরেও গভীর রাতে ফের বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিয়ে নিজেদের পুলিশ বলে পরিচয় দিয়ে দরজা খুলতে বলে দুষ্কৃতীরা। ধাক্কা দিতে থাকে দরজায়। দরজা ভাঙার যখন উপক্রম তখন দরজা খুলে দিতেই ভিতরে ঢুকে মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে লুঠপাট চালায় দুষ্কৃতীরা। লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া হয় ঘর। প্রার্থীর পুত্রবধূ নাজমা জানান, আমার শ্বশুরকে মিথ্যে মামলায় জড়ানো হয়েছে। তিনি বর্তমানে বাড়ির বাইরে রয়েছেন। বাড়িতে শুধু আমরা মহিলারাই রয়েছি। উল্লেখ্য, এই বুথেই গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে আব্দুল জলিল মিয়া নির্দলে জয়লাভ করার পর তৃণমূলে যোগদান করেন। তবে এবার তৃণমূল কংগ্রেস তাঁকে প্রার্থী করেনি। তাই ফের নির্দল হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের গীতালদহ ১ নং অঞ্চল সভাপতি মাহফুজার রহমান বলেন, আমি এই বিষয়ে কিছুই জানি না। ভিত্তিহীন কথা শোনার সময় আমার নেই। আমাদের এলাকায় তৃণমূল ছাড়া কোনও দলের অস্তিত্বই নেই। দিনহাটার বিজেপি নেতা অজয় রায় বলেন, তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর লড়াইয়ে এই ঘটনা। লাখ লাখ টাকা দিয়ে এবার অযোগ্যরা প্রার্থী হয়েছেন। যাঁরা তৃণমূল দীর্ঘদিন ধরে করেন তাঁদের প্রার্থী করা হয়নি। তাই অনেকেই নির্দল হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের জেতার সম্ভাবনা রয়েছে বুঝেই এখনকার প্রার্থীরা পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করছে। এ প্রসঙ্গে বিজেপি সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, এই শীতলকুচি আর দিনহাটা এটা উপদ্রুত এলাকা। সেখানে লড়াই করে লোকসভা আর বিধানসভা দুটোতেই আমারা কয়েকটি আসন পেয়েছি। বাংলাদেশের বর্ডার থেকে লোক এসে উপদ্রব করে। বিএসএফ তাই ওইখানে গুলি চালিয়েছিল। এমনকী নবজোয়ারও ওইখান থেকে শুরু হয়েছিল। এমনকী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী প্রচারও ওইখান থেকে শুরু হয়েছিল। সেখানে যা উন্নতি হয়েছে সব মোদি করেছে। অপরদিকে, মেয়র তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেছেন, যেহেতু বর্ডার এলাকা সেই কারণে বিরোধী বন্ধুরা উত্তেজনা তৈরি করছেন। মারপিট করে যদি পঞ্চায়েত জেতা যায়। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সকালে গীতলদাহ সেখানে এক তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে ঢুকে পরপর গুলি করার অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় নিহত হন বাবু হক নামে এক তৃণমূল কর্মী। জখম হন পাঁচজন।

বিশ্বকাপের জোরদার প্রস্তুতি

মহাযুদ্ধের আগে হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ

মুম্বই, ২৯ জুনঃ সূচি প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। এ বার সব ফোকাস আগামী অক্টোবর-নভেম্বরের ওডিআই বিশ্বকাপে। আইসিসি সূচি প্রকাশ করতেই আটটি দল (২টি দল এখনও নির্ধারণ হয়নি) দল কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে বিশ্বকাপের পরিকল্পনায়। ভারতীয় দল কাপযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর দিয়ে। এরপর রয়েছে এশিয়া কাপ। বিশ্বকাপ শুরু এরপর আর বেশি সময় থাকবে না। এছাড়া রয়েছে ওয়ার্ম আপ ম্যাচ। ফলে দম ফেলার মতো ফুরসত নেই ভারতীয় দলের সদস্যদের। জানা গিয়েছে, এই ঠাসা সূচির মাঝেই ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া ওডিআই সিরিজের পরিকল্পনা করে ফেলেছে বিসিসিআই। মেন ইন ব্লু-র বিশ্বকাপ প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁক রাখতে চায় না বোর্ড। তাই এশিয়া কাপের পরপরই শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই

সিরিজ খেলে কাপ যুদ্ধে নামবে ভারত। ইনসাইড স্পোর্টসের খবর অনুযায়ী, ভারত-অস্ট্রেলিয়া তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ খেলা হবে। বিশ্বকাপের আগে এই দ্বিপাক্ষিক সিরিজের মিডিয়া রাইটসের জন্য খুব শীঘ্রই টেন্ডার ডাকা হবে। জানিয়েছেন বোর্ড সচিব জয় শাহ। এশিয়া কাপ শেষ হচ্ছে ১৭ সেপ্টেম্বর। ভারত-অস্ট্রেলিয়া তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপের ওয়ার্ম আপ ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে। নিঃসন্দেহে এই সিরিজ ভারত ও অস্ট্রেলিয়া উভয় দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিন ম্যাচের সিরিজে ভালো পারফর্ম করতে পারলে আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাপ যুদ্ধে ঝাঁপাবেন রোহিত শর্মারা। এর পাশাপাশি ৮ অক্টোবর চেন্নাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে ভারতের। এই সিরিজ থেকে বিশ্বকাপের জন্য আদর্শ একাদশ বেছে নিতে সুবিধে হবে ভারতের। ঘরের মাঠে স্পিনারদের তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে ভারত। পেসারদের চেয়ে রবীন্দ্র জাডেজা, অক্ষর প্যাটেল, যুজবেন্দ্র চাহাল বা কুলদীপ যাদবদের যদি ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা বেশি ব্যবহার করেন তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

দ্রাবিড়ের সেই বার্তা পাথেয় করেই ভালো খেলতে মুখিয়ে যশস্বী

নয়াদিল্লি, ২৯ জুনঃ ভারতীয় ক্রিকেটে যে কোনও তরুণের কাছেই অন্যতম আদর্শ সচিন তেন্ডুলকর। সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ক্যারিবিয়ান সফরে ভারতের টেস্ট স্কোয়াডে ডাক পাওয়া যশস্বী জয়সওয়ালের কাছেও তাই। রাহুল দ্রাবিড়কেও একইরকম শ্রদ্ধা করেন। তাঁর মন্তব্যকে পাথেয় করেই এগিয়ে চলেছেন যশস্বী। কী সেই বার্তা? সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে একটি সাক্ষাৎকারে খোলসা করলেন ভারতের তরুণ তুর্কি যশস্বী। আইপিএলের ১৬তম সংস্করণে মারকাটারি পারফর্ম করেছেন যশস্বী জয়সওয়াল। তার আগে ইরানি ট্রফিতেও বিধ্বংসী পারফরম্যান্স। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে স্ট্যান্ড বাই স্কোয়াডে

ছিলেন যশস্বী। এ বার মূল স্কোয়াড। সব কিছু ঠিক থাকলে ওয়েস্ট ইন্ডিজে টেস্ট অভিষেক হতে পারে। ভারতের অন্যান্য তরুণ ক্রিকেটারের মতো ব্যাটিং টেকনিক নিয়ে সমস্যা হলে তিনিও দ্রাবিড়ের শরণাপন্ন হন। যশস্বী বলেন, ''টেস্ট টিমে জায়গা পাওয়ার পরই দ্রাবিড় স্যারের থেকে মেসেজ পেয়েছি। আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দ্রাবিড় স্যার।'' দ্রাবিড়ের বার্তা এই প্রথম নয়। পুরনো সেই দিনের কথাও উঠে এল যশস্বীর কথায়। ভারতের যুব দলের কোচ ছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধানও। ২০২০ সালে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের আগে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে দ্রাবিড়ের থেকে পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন যশস্বী। দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার আগে প্রাপ্তির ঝুলি পূর্ণ করে নিয়েছিলেন। সেই বিশ্বকাপে প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট হয়েছিলেন যশস্বী। ১৩৩-এর বেশি গড়ে করেছিলেন ৪০০ রান। তিনটি উইকেটও নিয়েছিলেন। বিশ্বকাপের আগে কী বলেছিলেন দ্রাবিড়? যশস্বীর কথায়, ''দ্রাবিড় স্যারের সঙ্গে অনেক বিষয়েই আলোচনা হয়ে থাকে। তবে তাঁর যে পরামর্শ আমাকে অনেক বেশি সাহায্য করেছিল, তিনি বলেছিলেন, একটা সময় একটা ডেলিভারি নিয়েই ভাবতে। দ্রাবিড় স্যারের এই বার্তাই মূল মন্ত্র করেছি। তিনি সবসময় বলেন, প্রতিটা ডেলিভারি সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর পরামর্শেই আমার খেলায় এত উন্নতি হয়েছে।''

প্রয়াত লাল-হলুদের প্রাক্তন ফুটবলার চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুনঃ প্রয়াত ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ফুটবলার চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে বৃহস্পতিবার ভোরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার। ভোর সাড়ে ৩টে নাগাদ সেখানেই প্রয়াত হন। ছয়ের দশকে লাল-হলুদ জার্সিতে খেলেছিলেন চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৬৬ সালে ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক হন। ২০১৫ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফ থেকে তাঁকে জীবনকৃতি সম্মান দেওয়া হয়।

সকাল সাড়ে নটা নাগাদ বেহালার পর্ণশ্রীর বাড়িতে তাঁর মরদেহ নিয়ে আসা হয়। শেষকৃত্যের আগে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় কাস্টমস ক্লাবেও। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া ফুটবল জগতে। ইস্টবেঙ্গল অন্তঃপ্রাণ ছিলেন। লাল-হলুদ জার্সি গায়ে খেলার স্বপ্ন দেখতেন ছেলেবেলা থেকেই। ক্লাবের প্রতি অগাধ ভালোবাসা তাঁকে ফুটবলার হিসেবে কেরিয়ার গড়তে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। ১৯৫৪ সালে মিলন সমিতি থেকে ফুটবলার জীবন শুরু করেন। এরপর ভবানীপুর ক্লাব হয়ে জর্জ টেলিগ্রাফে যোগ দেন। জর্জের হয়ে অনবদ্য খেলেছিলেন কিছু ম্যাচে। যে কারণে বড় ক্লাবের নজরে পড়ে যান। জর্জ থেকেই পা রাখেন ইস্টবেঙ্গলে। ১৯৬৩ সালে লাল হলুদ জার্সি গায়ে তোলার সুযোগ পান চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাবরদের উপর অগাধ ভরসা ওয়াসিম আক্রমের

লাহোর, ২৯ জুনঃ ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল খেলার জোর দাবিদার পাকিস্তান টিম। বলছেন, দলের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন সুইং অব সুলতান ওয়াসিম আক্রম। বাবর আজম অ্যান্ড কোম্পানির উপর তাঁর অগাধ ভরসা। নিজের দেশকে ২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের শেষ চারে অবশ্যই দেখছেন আক্রম। ২০১১ সালে ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল খেলেছিল পাকিস্তান। মোহালির মাঠে ভারত-পাকিস্তান ব্লকবাস্টার সেমিফাইনাল ম্যাচে সে বার সচিন তেন্ডুলকরদের সামনে কাপ জয়ের স্বপ্ন ভাঙে। ২০১৯ সালের ইংল্যান্ড বিশ্বকাপে শেষ চারে পা রাখার আগেই ছিটকে গিয়েছিল তারা। তবে ভারতের মাটিতে বাবরদের সেমিফাইনালে দেখছেন সে দেশের প্রাক্তনীরা।

হাতে মাত্র তিন ম্যাচ, বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্নে সঞ্জুর পথে জোড়া চ্যালেঞ্জ

নয়াদিল্লি, ২৯ জুনঃ আইপিএলে ভালো পারফরম্যান্সের ফল পেয়েছেন কিপার ব্যাটার সঞ্জু স্যামসন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে দল গড়ার সময় তাঁকে আর উপেক্ষা করতে পারেননি জাতীয় নির্বাচকরা। ভারতের ওডিআই স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন সঞ্জু। আগামী ২৭ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে ৩ ম্যাচের ওডিআই সিরিজ। উইকেটকিপার হিসেবে ওডিআই বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে জায়গা করে নিতে হলে সঞ্জুকে ক্যারিবিয়ান সফরে ভালো পারফর্ম করতেই হবে। যাতে এশিয়া কাপ স্কোয়াডেও তাঁর কথা ভাবতে বাধ্য হন নির্বাচকরা। এরপর তাঁর লক্ষ্য বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে জায়গা করে নেওয়া। সেসবের এখন অনেক দেরি। আপাতত সঞ্জুর ভাবনায় ক্যারিবিয়ান সফর। তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ তাঁর ভাগ্য গড়ে দিতে পারে। কারণ এই পথে জোড়া চ্যালেঞ্জ রয়েছে তাঁর সামনে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর থেকে ভারতের বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যাবে। এই সিরিজে পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে সঞ্জুর এশিয়া কাপে ডাক পাওয়া নির্ভর করছে। ভারতীয় দলে তিনি কোনওদিনই নিয়মিত ছিলেন না। শেষবার জাতীয় দলের হয়ে খেলেন গতবছর

নভেম্বর মাসে। ছয়মাস পর ফেরাটা মনের মতো না হলে আগামী দিনেও এই ধারা চলবে। ক্যারিবিয়ান সফর তাঁর সামনে বড় সুযোগ এনে দিয়েছে। কারণ ঘরের মাঠে ঋষভ পন্থ বিশ্বকাপ খেলতে পারবেন না এটা নিশ্চিত। অ্যাক্সিডেন্টের পর এনসিএ-তে তাঁর রিহ্যাব চলছে। তাঁর স্থান পূরণের দৌড়ে রয়েছেন লোকেশ রাহুল ও ঈশান কিষাণ। লড়াইয়ে ঢুকে পড়েছেন সঞ্জু স্যামসনও। বিশ্বকাপের জন্য আইসিসিকে ক্রিকেটারদের নাম পাঠাতে হবে ২৯ আগস্টের মধ্যে। তাই সঞ্জুর কাছে তিন ম্যাচে ওডিআই সিরিজ ছাড়া নিজেকে প্রমাণ করার অন্য পথ নেই। অস্ত্রোপচারের পর বর্তমানে কেএল রাহুলের সুস্থ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া চলছে। চোটের কবলে পড়ার আগে ফর্মে ছিলেন না তিনি। যদিও রাহুলের ওডিআই ফরম্যাটে ওভালঅল রেকর্ড বেশ ভালো। ৫৪টি ম্যাচে ৪৫ গড়ে ১৯৮৬ রান করেছেন। ৫টি শতরান ও ১৩টি অর্ধশতরান রয়েছে। সর্বাধিক রান ১১২। অন্যদিকে ওডিআইতে দ্বিশতরানের রেকর্ড রয়েছে ঈশান কিষাণের। ১৪টি ম্যাচে এখনও পর্যন্ত ১৩টি ইনিংসে ৫১০ রয়েছে তাঁর সংগ্রহে। সর্বাধিক রান ২১০। স্ট্রাইক রেট ১০৬। তবে শুভমন গিলের উপস্থিতিতে ওপেনিংয়ে সুযোগ পাওয়া মুশকিল ঈশানের।

রেফারির সমালোচনা করে ১০ দিন নিষিদ্ধ মরিনিয়ো

একের পর এক দুঃসংবাদ শুনছেন জোসে মরিনিয়ো। ইউরোপা লিগের ফাইনালে রেফারির সঙ্গে বাজে ব্যবহার করায় সপ্তাহখানেক আগে তাকে শাস্তি দিয়েছিল উয়েফা। এবার সেরি আর ম্যাচে রেফারিকে নিয়ে সমালোচনা করে নিষিদ্ধ হয়েছেন রোমার এই কোচ।

রোম, ২৯ জুনঃ গত মে মাসের শুরুতে সেরি আয় মোনসার বিপক্ষে ১-১ ড্র করে রোমা। ওই ম্যাচের রেফারি দানিয়েলে কিফ্‌ফির কার্যকলাপ একদমই পছন্দ হয়নি মরিনিয়োর। খেলা শেষে প্রকাশ্যে রেফারির সমালোচনা করেন পর্তুগিজ এই কোচ। এতে ১০ দিনের জন্য নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার হয়েছে মরিনিয়োকে। সঙ্গে ৫০ হাজার ইউরো জরিমানাও করা হয়েছে রোমার কোচকে। ইতালিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বুধবার এই শাস্তির কথা জানায়। নিষেধাজ্ঞার কারণে সেরি আর আসছে মরসুমে দলের প্রথম ম্যাচে ডাগআউটে থাকতে পারবেন না মরিনিয়ো। ম্যাচ অফিসিয়ালদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে না জড়াতে, কার্ড খাওয়া থেকে বিরত থাকতে, সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে ওই ম্যাচে গিয়েছিলেন মরিনিয়ো। কিন্তু ম্যাচের পর রেফারিকে নিয়ে মন্তব্য করে শাস্তি এড়াতে পারলেন না ৬০ বছর বয়সি এই কোচ। সেরি আর ওই ম্যাচে সঙ্গে মাইক্রোফোন নিয়ে মাঠে যাওয়ার কথা তখন বলেছিলেন মরিনিয়ো। ''আমি বোকা নই। আজ আমি মাইক্রোফোন লাগিয়ে মাঠে যাই। আমি সব কিছু রেকর্ড করেছি। ড্রেসিং রুম থেকে মাঠে যাওয়া এবং মাঠ থেকে ফেরা পর্যন্ত সব কিছু। আমি নিজেকে রক্ষা করেছি।'' ম্যাচের সময়টা ভালোভাবে কাটালেও

পরে রেফারির সমালোচনা করে বসেন চেলসি ও রিয়াল মাদ্রিদের প্রাক্তন কোচ মরিনিয়ো। ''আমি শেষ ২০-৩০ মিনিট কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। কারণ আমি জানতাম, সে (রেফারি) যেকোনো কিছুর জন্য আমাকে লাল কার্ড দেখাবে। আমি তাকে কোনো সুযোগ দেইনি। আমি মনস্থির করি, না, অনেক হয়েছে। সে ভয়ঙ্কর, কারো সঙ্গেই মানবিক সম্পর্ক রাখে না, তার কোনো সহানুভূতি নেই। সে এমন এক খেলোয়াড়কে লাল কার্ড দেখিয়েছে যে পড়ে গিয়েছিল, কারণ সে ৯৬ মিনিটে ক্লান্ত ছিল।'' সপ্তাহখানেকের মধ্যে দ্বিতীয় দফায় শাস্তি পেলেন মরিনিয়ো। গত ৩১ মে সেভিয়ার বিপক্ষে ইউরোপা লিগের ফাইনালে রেফারিকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করায় তাকে ৪ ম্যাচ নিষিদ্ধ করে উয়েফা।

সুনীল ছেত্রীর বাংলাদেশকে বিশেষ শুভেচ্ছা! বাংলায় বললেন 'ভাল থাকবেন'

বেঙ্গালুরু, ২৯ জুনঃ ভারতের জার্সিতে প্রায় দেড় যুগ ধরে মুগ্ধতা ছড়াচ্ছেন সুনীল। এবারের সাফেও আছেন দারুণ ছন্দে। প্রথম ম্যাচে হ্যাটট্রিক, পরের দুই ম্যাচে করেছেন আরও দুই গোল। যার মধ্য দিয়ে এই ফরোয়ার্ড স্পর্শ করেছেন সাফে আলি আশফাকের ২৩ গোলের রেকর্ড। শুধু তাই নয়, জাতীয় দলের হয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় লিওনেল মেসির পর তার অবস্থান। অসাধারণ ছন্দে রয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। তিনি যে ৩৮ বছর বয়সেই তা তার খেলা দেখে একেবারেই মনে হচ্ছে না। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচে গোল করেছেন। নেপালের বিরুদ্ধে ম্যাচে গোল করার পাশাপাশি দ্বিতীয় গোলটির কারিগর ছিলেন তিনি। কুয়েতের বিরুদ্ধে ম্যাচে তার গোলেই ভারতে এগিয়ে গিছিল। বাংলাদেশও দ্বিতীয় গ্রুপে ভুটান এবং মালদ্বীপকে হারিয়ে এবং লেবাননের কাছে হেরে দ্বিতীয় স্থানে থেকে সেমিফাইনালে যোগ্যতা অর্জন করেছে। মালদ্বীপ ও ভুটান দুই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পিছিয়ে গিয়ে তারপর ৩-১ ফলে জয় পেয়েছে তারা। তাই সুনীল ছেত্রীর সামনে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল যে তিনি বাংলাদেশের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন কিনা। বাংলাদেশের সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করেন যে ওই দেশেও তার অনেক ভক্ত রয়েছে, তাদের জন্য কোন বার্তা নিয়ে যেতে চান কিনা। গোটা সাক্ষাৎকারটি ইংরেজিতে চলছিল। মাঝের ওই বার্তা দেওয়ার সময়টুকুতে সুনীল ছেত্রী বাংলাদেশের ফুটবল ভক্তদের প্রতি বাংলায় বলে ওঠেন, ''ভাল থাকবেন''। তিনি কলকাতার জামাই। ফলে তার বাংলা উচ্চারণ বেশ স্পষ্টই ছিল। সুনীলের প্রচুর ভক্ত বাংলাদেশে রয়েছেন এ কথা সত্য। সোশ্যাল মিডিয়াতে সেটা বোঝা যায়। তবে এবার বাংলাদেশের সামনে কুয়েত। ভারত খেলবে লেবাননের বিরুদ্ধে। শক্তির বিচারে কুয়েত বাংলাদেশের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে।

মানসিক অবসাদ কাটিয়ে প্রত্যাবর্তন করছেন সুপারস্টার জিমন্যাস্ট সিমোনে বাইলস

নিউ ইয়র্ক, ২৯ জুনঃ টোকিও অলিম্পিকে সাড়া ফেলেছিলেন জিমন্যাস্টিক্সের সুপারস্টার সিমোনে বাইলস। মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে অলিম্পিকের আগে থেকেই ভুগছিলেন। শেষ অবধি অলিম্পিকে একাধিক ইভেন্ট থেকে নাম তুলে নেন। আদৌ কোনওদিন আর ফ্লোরে ফিরবেন কীনা, এই নিয়েই তৈরি হয়েছিল আশঙ্কা। ভক্তদের জন্য সুখবর। আগস্টেই প্রতিযোগিতায় ফিরছেন বিশ্বসেরা জিমন্যাস্ট। তাহলে কি প্যারিস অলিম্পিকে দেখা যেতে পারে তাঁকে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জিমন্যাস্টিক্স সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, শিকাগোয় ইউএস ক্লাসিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন সিমোনে বাইলস। চার বারের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন। জিমন্যাস্টিক্সের আইকন। টোকিও অলিম্পিকের মাঝপথেই সরে দাঁড়িয়েছিলেন। এর কারণ হিসেবে জানিয়েছিলেন মানসিক স্বাস্থ্যের কথাই। সকলকে অনুরোধ করেছিলেন, মন খুলে কথা বলার জন্য। নিজেও চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েছেন। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেছেন সিমোনে। অলিম্পিকের পর প্রথম কোনও প্রতিযোগিতায় নামছেন বাইলস। আশার মধ্যে কিছুটা সতর্কবার্তাও দিয়ে রেখেছেন ইউএস ক্লাসিকের কর্তারা। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে-

'রেজিস্ট্রেশন করা মানেই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া নয়। প্রতিটা অ্যাথলিটের পাশে দাঁড়াতে চাই আমরা। কেরিয়ারের যে পরিস্থিতিতেই নামুক, আমরা সমর্থন করব।' ২০১৬ রিও অলিম্পিকে ঝড় তুলেছিলেন বাইলস। টিম ইভেন্ট, অল-অ্যারাউন্ড, ভল্ট, ফ্লোর এক্সারসাইজে সোনার পদক জিতেছিলেন। ব্যালান্স বিমে ব্রোঞ্জ। টোকিওতে ফেভারিট হিসেবেই নেমেছিলেন। যদিও মানসিক স্বাস্থ্যের কারণে তা সম্ভব হয়নি। সিমোনে বাইলস ২০১৩ সালের পর থেকে কোনও অল-অ্যারাউন্ড প্রতিযোগিতায় হারেননি। তাঁর সাহসী ইয়ুরশেঙ্কো ডবল পাইক ভল্টে শ্রেষ্টত্ব অর্জন করেছিলেন। মেয়েদের জিমন্যাস্টিক্সে যা আগে কখনও দেখা যায়নি। টোকিওতে বাইলস অন্তত পাঁচটি পদক জিতবেন, এমনটাই যেন প্রত্যাশিত ছিল। যদিও হাতে গোনা ইভেন্টে অংশ নেন।

মায়ামিতে মেসি-বুসকেতসদের কোচ মার্তিনো

ফ্লোরিডা, ২৯ জুনঃ লিওনেল মেসির সঙ্গে যে তাঁর পুনর্মিলনী হচ্ছে সে খবর আগেই জানিয়েছিল সংবাদমাধ্যম। বাকি ছিল শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। জেরার্দো 'টাটা' মার্তিনোকে কোচ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ করে সেটাই জানিয়ে দিল ইন্টার মায়ামি। আর্জেন্টিনা ও বার্সেলোনার প্রাক্তন এই কোচ মায়ামির দায়িত্ব পেয়েছেন। মেসি এখনো মায়ামির সঙ্গে চুক্তি করে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লাবটিতে যোগ দেননি। ইউরোপীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহেই চুক্তি সই করবেন মেসি। আর ১৬ জুলাই তাঁকে নিজেদের খেলোয়াড় হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে মায়ামি। ৮ জুন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) এই ক্লাবে যোগ দেওয়ার ঘোষণা করেন মেসি। মায়ামির কোচ হওয়ার আগে মেক্সিকো জাতীয় দলের কোচের দায়িত্বে ছিলেন ৬০ বছর বয়সি মার্তিনো। এমএলএসে এর আগে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এই আর্জেন্টাইন কোচের। ২০১৮ সালে আটলান্টা ইউনাইটেডকে শিরোপা জিতিয়েছেন। মায়ামিতে নতুন কোচ নিয়োগও প্রত্যাশিতই ছিল। এমএলএসের পূর্বাঞ্চলীয় কনফারেন্সের পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে রয়েছে মায়ামি। এমন বাজে পারফরম্যান্সের কারণে মায়ামির কোচের পদ থেকে ছাঁটাই হন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ফুলব্যাক ফিল নেভিল। এরপর অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হাভিয়ের মোরালেসকে দিয়ে কাজ চালাচ্ছিল

মায়ামি। মার্তিনো আসায় মেসির সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলনী শুধুই সময়ের ব্যাপার। মার্তিনোকে কোচ বানানো প্রসঙ্গে মায়ামির সহমালিক হোর্হে মাস বলেছেন, ''ইন্টার মায়ামিতে আমরা টাটাকে (মার্তিনো) স্বাগত জানাই। ক্লাব হিসেবে আমাদের যে লক্ষ্য, সেটি তিনি পূরণ করতে পারবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। টাটা সর্বোচ্চ পর্যায়ে কোচিং করিয়েছেন। শিরোপা-লড়াইয়ে তাঁর সুবিশাল অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি।'' খেলোয়াড়ি জীবনে অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার পজিশনে খেলা মার্তিনোও মেসির মতো আর্জেন্টিনার ক্লাব নিওয়েলস ওল্ড বয়েজ থেকে উঠে এসেছেন। কাতার বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে মেক্সিকো বাদ পড়ার সঙ্গে মার্তিনোর চুক্তির মেয়াদও শেষ হয়েছিল। এর পর থেকেই বেকার বসে ছিলেন ২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত আর্জেন্টিনার কোচের দায়িত্ব পালন করা মার্তিনো। আলেহান্দ্রো সাবেয়ার কাছ থেকে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি। মেসিদের নিয়ে ২০১৫ ও ২০১৬ কোপা আমেরিকার ফাইনালে উঠলেও শিরোপা জিততে পারেননি। ২০১৬ সালের ৫ জুলাই আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের দায়িত্ব ছাড়েন মার্তিনো। আর্জেন্টিনার দায়িত্ব নেওয়ার আগে বার্সেলোনার কোচ ছিলেন মার্তিনো। টিটো ভিলানোভা সরে দাঁড়ানোর পর ২০১৩ সালের ৭ জুলাই তাঁকে কোচ বানানোর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছিল বার্সেলোনা। ২০১৩-১৪ মরসুমে মেসিদের নিয়ে বার্সাকে টানা ২১ ম্যাচ অপরাজিত রেখেছিলেন মার্তিনো। কিন্তু লিগ জিততে পারেননি। লিগের শেষ দিনে শিরোপা হারাতে হয়েছিল আতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে। বার্সায় মাত্র এক বছর থাকা মার্তিনো ক্লাবটির হয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতেছেন। সেই মার্তিনো মায়ামিতে কোচ হয়ে ফিরে পাচ্ছেন তাঁর একসময়ের দুই শিষ্যকে-লিওনেল মেসি ও সের্হিও বুসকেতস। মেসির ঘোষণার পর বুসকেতস যোগ দেন মায়ামিতে। তাদের বিষয়ে সরাসরি কিছু বলেননি মার্তিনো। মায়ামির অফিশিয়াল অ্যাকাউন্টে দেওয়া সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে মার্তিনো শুধু বলেছেন, ''নতুন যেসব খেলোয়াড় আসবেন, তাঁরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দলের জন্য।''

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501